সপ্তম অধ্যায়

- পরিশিষ্ট

বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(স্পেশাল অরিজিন্যাল জুরিসডিকশান)

রীট পিটিশন নং ৩৫০৩/২০০৯

ইন দি ম্যাটার অফঃ
ইহা বাংলাদেশ সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদ অনুসারে একটি আবেদনপত্র;

এবং

ইন দি ম্যাটার অফঃ
হিউম্যান রাইট্স এ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশ গং

দরখাস্তকারীগণ

বনাম

বাংলাদেশ গং

প্রতিবাদীগণ

জনাব মনজিল মোরসেদ, এ্যাডভোকেট

দরখাস্তকারীগণ পক্ষে

জনাব মুস্তাফা জামান ইসলাম, ডি,এ,জি

প্রতিবাদীপক্ষে

জনাব মুশফিকুর রহমান, এ্যাডভোকেট

৯নং প্রতিবাদীপক্ষে

সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান সঙ্গে
জনাব এম, ইকবাল কবীর এ্যাডভোকেটদ্বয়

১৬ নং প্রতিবাদীপক্ষে

শুনানী ঃ ৩, ৪, ৮, ২২, ২৩ ও ২৪ জুন ২০০৯ ইং
রায় প্রদান ঃ জুন ২৪ ও ২৫, ২০০৯ইং

উপস্থিতঃ

বিচারপতি জনাব এ,বি,এম, খায়রুল হক
এবং
বিচারপতি জনাব মোঃ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ

বিচারপতি এ,বি,এম, খায়রুল হকঃ

ঢাকা মহানগরীর চতুপার্শ্বস্থ নদী, যথা বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালু ও শীতলক্ষ্যা এই চারটি নদীর দূষণ, অবৈধ দখল এবং নদী অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থানে স্থাপনা নির্মাণ কার্য চ্যালেঞ্জ করিয়া অত্র রীট মোকাদ্দমাটি দায়ের করা হইয়াছে।

ইহা একটি জনস্বার্থমূলক রীট মোকাদ্দমা। হিউম্যান রাইটস্ এ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশ নামক একটি সংগঠন এবং সুপ্রীম কোর্টের ৪ জন এ্যাডভোকেট এই জনস্বার্থমূলক রীট মোকাদ্দমাটি দায়ের করিয়াছেন। তাহারা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত উপরোক্ত ৪টি নদীর দুরবস্থা অবলোকন করিয়া মর্মাহত হন এবং এই নদীগুলি দূষণ এবং দখলে মৃতপ্রায় হওয়ায় তাহারা তাহাদের বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মহোদয় মারফৎ প্রতিবাদীগণের বরাবরে ১৯-৫-২০০৯ তারিখে একটি Demand For Justice Notice (এ্যানেকচার-ডি) জারী করতঃ ইহার প্রতিবাদ করেন কিন্তু ইহাতে কোন ফলোদয় না হওয়ায় দরখাস্তকারীগণ অত্র রীট মোকাদ্দমাটি আদালতে দায়ের করিলে অত্র আদালত বাংলাদেশ সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রতিবাদীগণ বরাবরে ২৪-৫-২০০৯ তারিখে নিম্নলিখিত Rule NISI জারী করেনঃ

> "Let a Rule Nisi be issued calling upon the respondents to show cause as to why a direction should not be given upon the respondent nos. 9,10,12-14 to demarcate the original territories of the River Buriganga, Turag, Balu and Shitalakkha, through survey by a special team and restoring the said rivers to their original condition and why all the respondents should not be directed to protect rivers namely, Buriganga, Turag, Balu and Shitalakkha from illegal encroachments and earth fillings and/or such other or further order or orders passed as to this Court may seem fit and proper.
>
> The Rule is made returnable on 1.6.2009.

Let the respondents be directed to take immediate appropriate steps to stop further illegal earth filling encroachments by different means and construction of temporary and permanent structures/buildings in the rivers, namely, Buriganga, Turag, Balu and Shitalakkha, till disposal of the Rule.

Let a copy of this Rule be served upon the learned Attorney General of Bangladesh for his information and necessary steps in this regard.

Since the matter is of great public interest let the notices be served through special messenger at the cost of the office of Registrar.

Requisites be put in at once."

পরবর্তীতে বাংলাদেশ পরিবেশ আইনজীবী সমিতি (বেলা) স্বউদ্যোগে এই মোকাদ্দমাটিতে পক্ষভুক্ত হইতে চাহিলে অত্র আদালতের ৩-৬-২০০৯ তারিখের আদেশ বলে বেলা-কে ১৬ নং প্রতিবাদী হিসাবে পক্ষভুক্ত করা হয়। ইহার পক্ষ হইতে ৩-৬-২০০৯ তারিখে হলফকৃত ২টি এফিডেভিট এবং ২৪-৬-২০০৯ তারিখে হলফকৃত আরও একটি এফিডেভিট দাখিল করা হয়। ৯ নং প্রতিবাদীপক্ষে ৩-৬-২০০৯ তারিখে হলফকৃত একটি সম্পুরক এফিডেভিট দাখিল করা হয়। তাছাড়া, দরখাস্তকারীর পক্ষ হইতে ৩-৬-২০০৯ তারিখে হলফকৃত একটি সমপূরক এফিডেভিট দাখিল করা হয়।

দরখাস্তকারীপক্ষে জনাব মনজিল মোরসেদ, এ্যাডভোকেট, বক্তব্য উপস্থাপন করেন। ১নং প্রতিবাদী পক্ষে জনাব মোস্তফা জামান ইসলাম, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল এবং ৯নং প্রতিবাদী পক্ষে মোঃ মুশফিকুর রহমান খান, এ্যাডভোকেট, বক্তব্য উপস্থাপন করেন। ১৬নং প্রতিবাদী বেলা পক্ষে সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান এবং জনাব এম, ইকবাল কবীর, এ্যাডভোকেটবৃন্দ, বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

দরখাস্তকারীপক্ষে জনাব মনজিল মোরসেদ, এ্যাডভোকেট, তাহার দরখাস্তের সহিত সংযুক্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রের ক্লিপিংস এর প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক নিবেদন করেন যে এই নদীমাতৃক বাংলাদেশ শতশত নদী সমৃদ্ধ, কিন্তু বর্তমানে দেশের নদীগুলিতে চর পড়িয়া এবং বিভিন্ন স্থানে ব্যাপকভাবে নদী দখল, ভরাট ও দূষণ করা ছাড়াও স্থাপনা গড়িয়া তোলা হইতেছে যাহার ফলশ্রুতিতে বিশেষ করিয়া ঢাকা মহানগরীর চতুর্পার্শ্বের চারটি নদী এখন মৃতপ্রায়। শিল্প এলাকা হইতে নির্গত বর্জ্য পদার্থে একদিকে নদীগুলি বড় ধরণের নর্দমায় পরিণত হইয়াছে, নদীগুলিতে সর্ব প্রকার মৎস্য সম্পূর্ণ বিনাশ হইয়াছে, জলজ প্রাণী ও শুশুক সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হইয়াছে, বিভিন্ন ধরণের উদ্ভিদ, শ্যাওলা, শৈবাল বহু পূর্বেই অপসৃত হইয়াছে। অন্যদিকে

সকলেই যে যাহার খুশিমত নদী দখলে মহাব্যস্ত। কেহ নদীর মধ্যখানে বেড়া দিয়া রাখিয়াছে। কেহ মাটি ভরাট করিয়া ভবন বা স্থাপনা নির্মাণ করিয়াছে। কেহবা নদীর পাড়ে মাটি ভরাট করিয়া শিল্প কলকারখানা ভবনাদী স্থাপন করিয়াছে। আবার অনেকে নদীর পাড় দখল করিয়া সম্প্রসারণ করতঃ তথায় শত শত ট্রলার যোগে বালু ও ইট জড় করিয়া রাখিয়া মহানন্দে ব্যবসা করিতেছে। এযেন নদী দখলের এক অবাধ (free for all) মহোৎসব লাগিয়া গিয়াছে। অথচ নদীর মালিক সরকার নির্বিকার। সরকারের এইরূপ নির্লিপ্ত ঔদাসিন্যে নদী দখলকারীগণ দ্বিগুন উৎসাহে তাহাদের বিভিন্ন প্রকার দখল কার্য ক্রমাগত বৃদ্ধি করিয়াই চলিয়াছে। দেশে নদী সংরক্ষণকরণ সম্পর্কে কত বিভিন্ন রকমের আইন রহিয়াছে, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হইলেও সত্য যে উক্ত আইনগুলি আইনের বহিতেই রহিয়া গেল। অথচ এ সম্পর্কে যাহারা দায়িত্ব প্রাপ্ত তাহারা তাহাদের কর্তব্য পালন সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে উদাসীন থাকিলেন। তাহাদের এইরূপ নির্লিপ্ত আচরণ আইন ভঙ্গকারী, অবৈধ দখলকারীদের প্রকারান্তে শুধু সহায়তাই প্রদান করিতেছে না বরং তাহাদের এই উদাসীনতাই অবৈধ দখলদারীদের আরও দখল করিতে উৎসাহিত করিতেছে।

পরিবেশবাদী ১৬ নং প্রতিবাদীপক্ষে সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান এবং জনাব এম, ইকবাল কবীর, এ্যাডভোকেটদ্বয়, দরখাস্তকারীর বক্তব্য সমর্থন করেন। সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, এ্যাডভোকেট, বলেন যে, শুধু ঢাকায় নয় নদীমাতৃক বাংলাদেশের সকল জায়গায় নদীগুলো বর্জ্যভূমিতে পরিণত হইতেছে। যদি এ সম্পর্কে অতিসত্বর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয় তাহা হইলে এ ৪টি নদীসহ দেশের অন্যান্য সকল নদীগুলিও বিলুপ্ত হইবার আশংকা রহিয়াছে। ইহার ফলশ্রুতিতে নদীমাতৃক বাংলাদেশ অচিরেই নদীহীন মরুভূমিতে পরিণত হইবে।

তিনিও বিভিন্ন সংবাদ পত্রের প্রতিবেদনগুলির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক নিবেদন করেন যে নদী দখলের ফলে একদিকে যেমন নদীগুলিতে পানি প্রবাহ একেবারেই কমিয়া গিয়াছে অন্যদিকে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি হইতে নির্গত বর্জ্যের কারণে ঢাকার নদীগুলি মারাত্মকভাবে দূষিত হইয়া পড়িয়াছে। নদীর উপর এইরূপ দুই ধরনের আক্রমনের ফলে বুড়িগঙ্গা ও তুরাগ নদীতে আর পানিই দেখা যায় না। পানির উপর ভাসমান বর্জ্যই শুধু চোখে পড়ে। দূষণে পানির স্বাভাবিক রং বিকৃত হইয়া কালচে আলকাত্রার রং ধারণ করিয়াছে।

এই পর্যায়ে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মহোদয় Daily Star এ প্রকাশিত সচিত্র প্রতিবেদন ও ছবিগুলির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক নিবেদন করেন যে, সংবাদপত্রের চিত্র হইতে ইহা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে নদীতে আর পানি নাই, আলকাত্রার রং সদৃশ্য তরল পদার্থ রহিয়াছে।

তিনি বলেন যে, পচা পানি হইতে এমন বোঁটকা বিশ্রি দুর্গন্ধ নির্গত হয় যে লঞ্চ বা নৌকা দ্বারা যাহারা নদীতে ভ্রমন করিতে বাধ্য হয়েন তাহারা রীতিমত অসুস্থ হইয়া পড়েন। এ পর্যায়ে তিনি নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথাও বর্ণনা করেন।

তিনি আর একটি সংবাদপত্রের প্রতিবেদনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক নিবেদন করেন যে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশেষ করিয়া হাজারীবাগস্থ ট্যানারী ও ডাইং শিল্পগুলি হইতে নিক্ষেপিত বর্জ্যের কারণে নদীর পানি বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। ক্লোরিন, ব্লিচিং পাউডার ও অন্যান্য বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্যাদি মিশ্রিত পানি ব্যবহারের ফলে মানুষের যকৃত, ফুস্‌ফুস, কিড্‌নি, পাকস্থলী ইত্যাদি শরীরের বিভিন্ন বিশেষ অপরিহার্য অঙ্গসমূহ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা লোপ পাইতেছে এবং ক্যান্সারসহ বিভিন্ন দুরারোগ্য ব্যাধিতে মানুষ আক্রান্ত হইতেছে।

বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মহোদয় Daily Star, জনকণ্ঠ, প্রথম আলো প্রভৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত সচিত্র প্রতিবেদনগুলির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক কিভাবে দিনের পর দিন নদীগুলি দখল হইয়া যাইতেছে তাহা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, নদী দূষণ ও নদী দখলের ফলে ঢাকা মহানগরীতে সুপেয় পানির চরম সংকট দেখা দিয়াছে এবং সোয়া এক কোটি মানুষের প্রতিনিয়ত স্বাস্থ্য ঝুঁকি হইতেছে। মানুষ অসুস্থ হইয়া পড়িতেছে। বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হইতেছে এবং অদূর ভবিষ্যতে ঢাকা মহানগরী একটি পরিত্যাক্ত নগরীতে পরিণত হইবে। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ অস্তিত্ব সংকটে পড়িবে। অতএব, তিনি বলেন, ঢাকা মহানগরী তথা বাংলাদেশকে রক্ষার্থে অবিলম্বে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এ বিষয়ে জরুরি কর্মসূচি গ্রহণ করিতে হইবে অন্যথায়, এই পর্যায়ে তিনি সাবধান বাণী উচ্চারণ করেন যে দেশের জন্য এক ভয়াবহ অবস্থা অপেক্ষা করিতেছে।

জনাব মুস্তাফা জামান ইসলাম, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল, দরখাস্তকারীর এই বক্তব্য অস্বীকার করিতে পারেন নাই। তিনি স্বীকার করেন যে, এ ব্যাপারে ইতোপূর্বে কোন কার্যকরী পদক্ষেপ লওয়া হয় নাই তবে বর্তমানে এ সম্বন্ধে বিভিন্ন পদক্ষেপ লওয়া হইতেছে।

জনাব মোঃ মুশফিকুর রহমান, বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট ৯ নং প্রতিবাদীপক্ষে নিবেদন করেন যে, তাহারা মহানগরীর চতুর্পার্শ্বের প্রত্যেকটি নদী হইতে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করিতে স্বক্রিয় কার্যক্রম গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্বে এ ধরনের কোন কার্যকরী পদক্ষেপ লওয়া না হইলেও বর্তমানে তাহারা জরুরী পদক্ষেপ ও বেআইনী দখলদার উচ্ছেদ করিতে ব্যস্ত।

দরখাস্তকারীপক্ষসহ সকল পক্ষে উত্থাপিত বক্তব্য শ্রবণ করা হইল এবং দরখাস্তের সহিত সংযুক্ত সংবাদপত্রের ক্লিপিংস এবং বেলা পক্ষে দাখিলকৃত কাগজাদি পর্যবেক্ষণ করা হইল।

স্পষ্টতই প্রতীয়মান হইতেছে যে নদীগুলি নিশ্চিতভাবে বেদখল হইয়া যাইতেছে।

এ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বক্তব্য সরাসরি শ্রবণ করিবার জন্য ১-৬-২০০৯ তারিখের এক মৌখিক নির্দেশ মারফৎ বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত অ্যাটর্নী জেনারেলকে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান, ভূমি জরীপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে ৪-৬-২০০৯ তারিখে আদালতের চেম্বারে উপস্থিত হইবার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছিল। তাহারা নির্ধারিত তারিখে উপস্থিত হইলে নদী দখল সম্পর্কিত সমস্যা সম্বন্ধে তাহাদের খোলা মেলা বক্তব্য শ্রবণ করা হয়।

৪-৬-২০০৯ তারিখের আদেশ বলে ঢাকা ওয়াসা এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাহী কর্মকর্তা এবং ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, গাজীপুর ও মুন্সীগঞ্জ জেলার জেলা প্রশাসকগণকে ৮-৬-২০০৯ তারিখে উপস্থিত হইবার নির্দেশ প্রদান করা হয়। উক্ত তারিখে উপরোক্ত কর্মকর্তাগণ যথারীতি উপস্থিত হইলে নদী দখল ও দুষণ সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর তাহারা প্রদান করেন এবং তাহাদের নিজস্ব মতামতও তুলিয়া ধরেন।

দরখাস্তকারীগণসহ সকল পক্ষগণকে শ্রবণ এবং দাখিলকৃত এফিডেভিটগুলির সহিত সংযুক্ত কাগজাদি পর্যবেক্ষণ করা হইল। পক্ষগণের উত্থাপিত বক্তব্যের সহিত দ্বিমত পোষন করিবার কোন অবকাশ নাই বলিয়াই প্রতীয়মান হইতেছে।

নিম্নলিখিত ঘটনাবলী স্বীকৃত ঃ

ক) ঢাকা মহানগরীর চতুর্পার্শ্বে ৪টি নদী, যথা বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালু এবং শীতলক্ষ্যা, প্রতিটি নদীরই সাধারণ পানি প্রবাহ আশংকাজনক পরিমানে হ্রাস পাইয়াছে। বিশেষ করিয়া বুড়িগঙ্গা, বালু ও তুরাগ নদী ইহার পূর্বতন অবস্থা হইতে বর্তমানে অতিশয় শীর্ণকায় অবস্থায় পতিত হইয়াছে। দখল ও দূষণ ছাড়াও এর অন্যতম প্রধান কারণ হইতেছে নদীগুলোর উৎসসমূহ রক্ষা না করা।

খ) সংশ্লিষ্ট সবগুলি নদী যথেষ্ট পরিমানে ভরাট (Silted) হইয়া গিয়াছে।

গ) তদুপরি প্রতিটি নদীর অভ্যন্তরে অবৈধ দখলদারগণ বিভিন্ন প্রকারে নদী দখল করতঃ ভরাট, কাঁচাপাকা স্থাপনা, ভবনাদি নির্মাণ, আবাসন প্রকল্প, বালু ও ইটের ব্যবসা সমানে করিতেছে।

ঘ) নদীগুলির সীমানা কোন কর্তৃপক্ষ সঠিকভাবে বলিতে পারেন না। তবে তাহারা সকলেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন যে, সিএস ম্যাপ ও খতিয়ানে মূল নদীর পরিমাপ ও সীমানা দেখানো আছে।

এই পরিস্থিতিতে বর্তমান মোকাদ্দমাটিতে উত্থাপিত সমস্যার সমাধান হইতে হইবে।

এখানে স্মর্তব্য যে বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। নদীই ইহার প্রাণ। এই নদীরাজি অনেকাংশে এই দেশকে বর্হিশত্রুর হাত হইতে এক সময়ে রক্ষা করিয়াছে। নদী দেশের অমূল্য সম্পদ। এই নদীর কারণেই বাংলাদেশ শস্য-শ্যামলা, সুজলা-সুফলা। এই নদীর পলিতেই বাংলার মাটি সৃষ্টি। সেই পলি সমৃদ্ধ মাটিতেই সামান্য পরিশ্রমেই প্রকৃতি অকৃপণ হস্তে অন্ন-শস্য দান করিয়াছে। এই নদী একসময় আমাদের জীবন ধারণের অন্যতম বাহন ছিল। জেলেরা সুপ্রচুর মৎস্য আহরণ করিত। সেই কারণেই মৎস্য বাঙালীর অন্যতম প্রধান খাদ্য। এই নদীই ছিল যাহায়াতের প্রধান উপায়। সাহিত্যের অন্যতম উপজিব্য ছিল নদী। এই প্রকারে আবহমান কাল ধরিয়া এদেশের নদীসমূহ জনগণের প্রাণ-রস যোগাইয়া আসিতেছে।

এখানে উল্লেখ্য যে মহান সৃষ্টি কর্তা পবিত্র কুরআনে করিমে ঘোষণা করিয়াছেন। "তিনিই আল্লাহ যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, যিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করে এর দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন, যিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন নদীসমূহকে" (সূরা-ইব্রাহিম: ৩২)

এই বুড়িগঙ্গা নদীর বর্ণনা ড: এ এইচ দানী, প্রফেসর এমিরিপটাস, এর লিখিত পুস্তকে পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন যে বুড়িগঙ্গা নদী যথেষ্ট গভীর ছিল ও প্রায় ২শ গজ প্রশস্ত ছিল। এই নদীতে ৫ শত টন বোঝাই জাহাজ অহরহ চলাচল করিত। নদীটি স্রোতস্বিনি ছিল এবং ইহার পানি ছিল স্ফটিক স্বচ্ছ। তিনি বিভিন্ন বৈদেশিক লেখককে উদ্ধৃত করিয়া বলে যে বুড়িগঙ্গা পাড়ের ঢাকা শহর এক সময় প্রাচ্যের ভেনিস শহরের ন্যায় ছিল।

অথচ কালের প্রবাহে সেই বুড়িগঙ্গা নদী এখন মৃত প্রায় সেখানে কোন জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণির অস্তিত্ব নাই। মানুষের অত্যাচারে সৃষ্টি কর্তার মহান দান এইভাবে ধ্বংস-প্রাপ্ত। এইরূপ পরিণতি সম্বন্ধেই সৃষ্টিকর্তা সাবধান বানী উচ্ছারণ করিয়াছিলেন:

"মানুষের কৃত কর্মের দরুণ সমুদ্রে (জলে) ও স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়বে।" (সূরা আর রুম: ৪১)

স্রষ্টার এই সকর্তবাণী আমরা বর্তমানে চাক্ষুস অবলোকন করিতেছি।

ইহা অনস্বীকার্য যে, বাংলাদেশের সকল নদীর মালিকানা জনগণের। জনগণের পক্ষে ইহার দায় ও দায়িত্ব সরকারের উপরেই বর্তায়। সরকারই সাধারণভাবে সকল নদীর মালিক।

এ প্রসঙ্গে নদী বা নদীর এলাকা বলিতে কি বুঝায় তাহা সর্ব প্রথম আইনগতভাবে ধারণা লওয়া প্রয়োজন ।

তদানিন্তন Inland Water Transport Authority Rules, 1959, এ Inland Water এর সংজ্ঞা নিম্নরুপঃ

> "Inland Water" means any canal, river, lake or any other navigable Water in Bangladesh."

এ প্রসঙ্গে The Port Rules, 1966, এ ব্যক্ত নিম্নলিখিত বিধিগুলি প্রণিধানযোগ্য ঃ

> "bed of a navigable waterway" is that portion of the soil and sub-soil which is habitually covered by the waters of a navigable waterway and extends to the high water-mark on both banks of a navigable waterway. It includes any area defined hereinafter as foreshore;
>
> > "foreshore" means that sub-soil which lies between the high-water-mark and low-water-mark.
> >
> > "high-water-mark" means a line drawn through the highest points reached by ordinary spring tides at any season of the year.
> >
> > "low-water-mark" means a line drawn through the lowest points reached by ordinary spring tides at any season of the year.
> >
> > "bank" means land which confines the waters of a water-way in its channel or bed in its whole width and extends above high-water-mark.

প্রাথমিকভাবে নদী বলিতে উপরের সংজ্ঞা অনুসারে নদীগর্ভ ও নদীর তীর (bank) পর্যন্ত স্থানকে বুঝাইবে।

দ্বিতীয়তঃ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নদী ও নদীগুলির অবস্থান বিশেষ বিবেচনায় আনিতে হইবে। কারণ বাংলাদেশের প্রতিটি নদী ইহার গতিপথ বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তন করিয়া থাকে। বাংলাদেশের নদীগুলির ইহাই একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। কাজেই অত্র রীট মোকাদ্দমাটিতে উত্থাপিত সমস্যা সমাধানে সর্ব প্রথম আমাদের নদীগুলির সীমানা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। নদীর সীমানা নির্ধারণ করিতে কোন পদ্ধতি আইন সম্মত হইবে সে সম্পর্কেও সিদ্ধান্ত লইতে হইবে।

উল্লেখ্য যে, বিভাগ পূর্ব সমগ্র বৃহত্তর বঙ্গদেশে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে Cadastral Survey অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত জরীপের ভিত্তিতে ম্যাপ ও খতিয়ান প্রস্তুত হয়। উক্ত সিএস ম্যাপ ও খতিয়ান এখনও সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য। আইনের দৃষ্টিতেও এই সিএস ম্যাপ এবং সিএস খতিয়ান এর একটি presumptive value রহিয়াছে। এই কারণে সিএস ম্যাপকেই আমরা নদীর সীমানা নির্ধারণের প্রাথমিক মাপকাঠি হিসাবে ধরিয়া লইতে পারি। অতএব, নদী বলিতে সিএস ম্যাপে যে স্থানে নদী প্রদর্শন করা হইয়াছে সেই স্থানটিকেই নদী বলিয়া আপাত স্বীকৃতি প্রদান করিতে হইবে।

৪-১১-১৯৭২ তারিখের পূর্বে আইনগতভাবে মূল মালিক নদীর পয়স্তি অংশের দখল বুঝিয়া লইতে পারিত কিন্তু উক্ত তারিখের পরে মূল মালিক উক্ত অংশ আর ফিরিয়া পাইবেন না, উহা সরকারী খাস খতিয়ানভুক্ত হইবে।

তাহাছাড়া, নদীর তীরভূমির সহিত যদি চর পড়ে, তাহা হইলে মূল আইন অনুসারে নদী তীরস্থ জমির মালিক উক্ত চরের মালিকানা পাইতে পারেন। কিন্তু এই অধিকারও ২৮-৬-১৯৭২ তারিখের পূর্বে আইনগতভাবে নিশ্চিত করিতে হইবে, অন্যথায় উক্ত তারিখ হইতে ঐ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত চর জমি খাস খতিয়ানভুক্ত হইবে।

নদী তীরভূমিস্থ জমি নদী ভাঙনে বিলুপ্ত বা সিকস্তি (Diluvion) হইলে নদীর ঐ বর্ধিতাংশের মালিকানা সরকারের উপরই বর্তাইবে। কিন্তু ২০ বৎসরের মধ্যে উহা পয়স্তি হইলে উক্ত জমির মূল মালিক তাহা ফেরৎ পাইবে। কিন্তু ৪-১১-১৯৭২ (P.O. 135/1972) তারিখ হইতে আইন পরিবর্তন হয় এবং মূল জমির মালিক সিকস্তিকৃত জমির মালিকানা হারাইবেন এবং পয়স্তি হইলে তাহা সরকারেই বর্তাইবে। তবে উক্ত জমি পয়স্তি হইলে, মূল মালিক অগ্রাধিকার ভিত্তিতে লীজ পাইবেন।

১৯৯৪ সনের ১৫নং আইনে এই অবস্থান পুনরায় পরিবর্তন করা হয়।

পরবর্তী প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, নদী ইহার গতিপথ পরিবর্তন করিলে আইনগত অবস্থান কি হইবে। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে বাংলাদেশের নদীর গতিপথ অহরহ পরিবর্তন হইয়া থাকে। এক্ষেত্রে আইনগত অবস্থান হইতেছে যে সিএস ম্যাপে প্রদর্শিত স্থান হইতে নদী যদি গতিপথ পরিবর্তন করিয়া থাকে এবং এইরূপ গতি পরিবর্তনের ফলে সিএস ম্যাপ অন্তর্ভুক্ত নদীর এক পার্শ্বে যদি চর জাগিয়া ওঠে সেই চর এলাকাটিও সরকারের মালিকানাধীন থাকিবে। দিক পরিবর্তনকালে যদি নদীর অপর পার্শ্বের এলাকা বর্ধিত/প্রসারিত হয় অর্থাৎ নদীর অন্য পাড়ে ভাঙনের ফলে যদি নদীর এলাকা বর্ধিত হয় তাহা হইলে ঐ সিকস্তি Diluvion এলাকাটিও সরকারের মালিকানাধীন থাকিবে। এক্ষেত্রে নদীর সীমানা নির্ধারণ করিতে নদীর বর্ধিত অংশেও নদীর Foreshore সহ তীরভূমি পর্যন্ত সীমানা বর্ধিত হইয়া যাইবে। এমতাবস্থায় সিএস ম্যাপে প্রদর্শিত নদী হইতে ইহার এলাকা বৃদ্ধি পাইবে। ইহার আইনগত অবস্থান হইল এই যে, ভাঙনের ফলে নদীর বর্ধিত স্থানের সঙ্গে Foreshore সহ বর্ধিত তীর ভূমি পর্যন্ত এলাকাসহ সম্পূর্ণ জায়গাটিই সরকারের মালিকানাধীন থাকিবে।

নদীর ভাঙনের স্থানে যদি পরবর্তী কোন সময় চর জাগিয়া ওঠে অর্থাৎ পয়স্তি (Alluvion) হয় তাহা হইলে State Acquisition and Tenancy Actএর ৮৬ ধারার বিধান সাপেক্ষে প্রাথমিকভাবে সরকারেরই মালিকানাধীন থাকিবে। তবে ভাঙনের ফলে যে স্থানে নদীর এলাকা বর্ধিত হইয়াছে সেই স্থানে যদি সিকস্তি হইবার বিগত ৩০ বৎসর কাল সময়ের মধ্যে নতুন ভূমি জাগিয়া উঠে বা পয়স্তি হয় (Alluvion) সেই জমির মালিকানা প্রাথমিকভাবে State Acquisition and Tenancy Act এর ৮৬ ধারা সাপেক্ষে প্রাথমিকভাবে সরকারেই মালিকানাধীন থাকিবে। যদি মূল মালিক ৮৬ ধারার ১ উপধারা অনুসারে জমিটি সিকস্তি হইবার সময় তাহার জমি সম্পর্কে তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মকর্তার নিকট প্রয়োজনীয় Form মারফৎ জ্ঞাপন করে তাহা হইলে উক্ত ভাঙনের জমি যথারীতি জরীপপূর্বক সিকস্তিকৃত জমির পরিমাণ নির্ধারণ করতঃ উক্ত সিকস্তিকৃত জমির খাজনার পরিমাণ ন্যায়নীতি অনুসারে নির্ধারণ করিতে হইবে। সেই ভাঙনকৃত ভূমিটি যদি পরবর্তী ৩০ বৎসরের মধ্যে পয়স্তি হয় তাহা হইলে ৮৬ ধারার ৪ উপধারা অনুসারে জরিপপূর্বক ম্যাপ প্রস্তুত করিবে এবং ৫ উপধারা অনুসারে জমিটির প্রকৃত মালিক বা তাহার উত্তরসূরি কোন সেলামী প্রদান ব্যাতিরেকে উক্ত জমি লীজ প্রাপ্ত হইবেন। তবে ইতোমধ্যে উক্ত স্থানে যদি সরকার উন্নয়নমূলক কোন কার্যক্রম গ্রহণ করেন সক্ষেত্রে ৭ উপধারা অনুসারে মালিকানা সরকারেই অর্পিত থাকিবে। কিন্তু সিকস্তি হইবার পরে ৩০ বৎসর অতিক্রান্ত হইলে সেই বর্ধিত অংশের মালিকানা সরকারের উপরই বর্তাইবে। উল্লেখ্য যে, বহুপূর্বে প্রস্তুতকৃত সিএস ম্যাপের প্রদর্শিত নদীর স্থানে নদীর অনেকাংশেই চর পড়িয়া যাওয়ায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সেই সকল নূতন চরভূমি বিলিবন্দোবস্ত করিয়া থাকিতে পারেন। যদি আইনানুগভাবে সেই সকল ভূমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হইয়া থাকে তাহা হইলে সেই সকল ভূমি

স্বচ্ছতার স্বার্থে ভূমির পরিচয় ও পরিমাণ, বন্দোবস্ত প্রদানকৃত কর্তৃপক্ষ ও গ্রহীতা, বন্দোবস্তের মূল্য এবং মেয়াদ ইত্যাদি বিস্তারিত বিবরণী সর্বসাধরণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা প্রয়োজন যাহাতে সকলে সন্তোষজনকভাবে উপলব্ধি করিতে পারে যে উক্ত বিলিবন্দোবস্তগুলি আইনানুগভাবেই করা হইয়াছে। এই পদক্ষেপ গ্রহণ এই কারণে প্রয়োজন যে, সংশ্লিষ্ট ভূমি খাস খতিয়াভুক্ত ও সরকারী তথা জনগণের সম্পত্তি এবং সরকার উক্ত ভূমির ট্রাষ্টি।

যদি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আইনানুগভাবে বিলিবন্দোবস্তকরণ ব্যতিরেকেই কেহ দখলদার থাকেন তাহা হইলে সরকার তাহাকে উচ্ছেদ করিবার জন্য যথাযথ আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করতঃ উক্ত ভূমির দখল অবিলম্বে পুনরুদ্ধার করিবেন।

উপরোক্ত আইনগত অবস্থানের সহিত বাংলাদেশ উত্তর প্রস্তুতকৃত আর এস খতিয়ান ও ম্যাপের সহিত মিল রাখিয়া নদী জরিপের পরবর্তী পদক্ষেপ লইতে হইবে।

দুইভাবে জরিপ কাজ সম্পন্ন করিতে হইবে। প্রথমতঃ সিএস ম্যাপ অনুসারে জরিপ, দ্বিতীয়তঃ আর এস ম্যাপ অনুসারে জরিপ। তৎপর, আইনানুগভাবে প্রদত্ত বিলিবন্দোবস্ত সাপেক্ষে অবশিষ্ট সকল ভূমি সুচিহ্নিতকরণপূর্বক ৩০-১১-২০১০ তারিখের মধ্যে সরকারী পিলার স্থাপন করিতে হইবে এবং উক্ত ভূমি সরকারী নিরঙ্কুশ দখল ও নিয়ন্ত্রণে আনিতে হইবে।

উপরে বর্ণিত মাপকাঠি অনুসারে নদী জরিপের কাজ সংশ্লিষ্ট ৪টি জেলার জেলা প্রশাসকগণের নিয়ন্ত্রনাধীনে করিতে হইবে এবং ভূমি জরিপ অধিদপ্তর সক্রিয়ভাবে তাহাদিগকে সহায়তা ও সহযোগিতা প্রদান করিবেন। উপরোক্তভাবে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণকে তাহাদের নিজস্ব কর্মকর্তাগণসহ ভূমি জরিপ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণের সহায়তায় আগামী ৩০শে নভেম্বর, ২০০৯ তারিখের মধ্যে ৪টি নদী জরিপ কার্য সম্পন্ন করিতে নির্দেশ দেওয়া গেল।

ইহা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে নদী দখলমুক্তকরণ অতিশয় জরুরি। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বহু পূর্বেই গ্রহণ করা উচিৎ ছিল। বর্তমানে জাতীয় স্বার্থে সংশ্লিষ্ট সকলকেই তড়িৎ পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যথায় ৪টি নদীরই অপমৃত্যুরোধ করা যাইবে না। সেই সঙ্গে অপমৃত্যু ঘটিবে ঢাকা মহানগরীর, বিরান হইবে এই জনপদের। অতএব, অবহেলার কোন সুযোগ নাই।

নদী অবৈধ দখল মুক্ত করিবার প্রথম পদক্ষেপ নদী সীমানা চিহ্নিত করণ প্রক্রিয়া এবং সীমানা পিলার স্থাপন কার্য সম্পাদন করিতে কেহ অবহেলা করিলে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণ ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকিবেন।

এই কার্য যথাযথ ও ধারাবাহিকতার সহিত সুসম্পন্ন করিবার স্বার্থে ৪(চার)টি জেলার জরীপ কাজে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে অন্তত ৫(পাঁচ) মাসের মধ্যে অন্যকোন স্থানে আপাততঃ বদলী না করিবার জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সচিবকে নির্দেশ প্রদান করা হইল।

উপরোক্ত সময় সীমার মধ্যে জরিপ কার্য সুচারুভাবে সুসম্পন্ন করিতে হইবে। তাহাছাড়া, এই কার্য উপলক্ষে প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত অর্থ সরবরাহ করিবার জন্য অর্থ সচিবকে নির্দেশ প্রদান করা হইল।

এই জরিপ কাজ করিবার সময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা প্রদান ও সর্ব প্রকার সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করিবার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব, বাংলাদেশ পুলিশ বিভাগের মহা-পরিদর্শক ও ঢাকা মহানগরীর পুলিশ কমিশনারকে নির্দেশ প্রদান করা হইল।

উপরোক্তভাবে জরিপ কার্য সুসম্পন্নকরণ এবং সীমানা পিলার স্থাপন করিবার পর সংশ্লিষ্ট নদীর সীমানা দৃশ্যতভাবে চিহ্নিত করিতে হইবে। কর্তৃপক্ষের বিবেচনা অনুসারে Walk way/Pavement বা সারিবদ্ধভাবে বৃক্ষ রোপন করিতে হইবে। উদ্দেশ্য হইল যে, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণ কর্তৃক নির্ধারিত নদী সীমানা যেন কোনভাবেই স্থানান্তরিত না হয়। সেইদিকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাগণ যত্নবান হইবেন।

সংশ্লিষ্ট এলাকার জন্য নিয়োজিত কর্তৃপক্ষ Walk-way/Pavement বা বৃক্ষরোপণ কার্যগুলি সুসম্পন্ন করিবেন। ঢাকা মহানগরী এলাকার ক্ষেত্রে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন উপরে বর্ণিত এই পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করিবেন। নারায়নগঞ্জ বা টঙ্গী পৌরসভা এলাকাভুক্ত হইলে সংশ্লিষ্ট পৌরসভা উক্ত কাজ সম্পন্ন করিবেন। পৌরসভা বহির্ভূত অন্য কোন স্থানে walk-way বা বৃক্ষরোপণ করিবার প্রয়োজন হইলে সরকারের গণপূর্ত বিভাগ ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান উক্ত কার্যগুলি সম্পন্ন করিবেন। এই Walk-way নির্মাণ বা বৃক্ষরোপণের কাজ পরবর্তী ১ (এক) বৎসরের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে। একই সঙ্গে নদীগুলির চিহ্নিত সীমানা অভ্যন্তরে অবস্থিত সকল স্থাপনাগুলি ব্যতিক্রমহীনভাবে ভাঙিতে হইবে ও অপসারণ করিতে হইবে। নদীর অভ্যন্তরে অবৈধ মাটি, বালু বা স্থাপনা থাকিলে তাহাও অপসারণ করিতে হইবে। ইহার সম্পূর্ণ খরচ সরকার পিডিআর আইন এর মাধ্যমে অবৈধ দখলদারগণের নিকট হইতে আদায় করিতে পারিবেন। অবৈধ দখল সংক্রান্ত অপরাধের জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে সরকার ফৌজদারী দণ্ডবিধি অনুসারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপও গ্রহণ করিতে পরিবেন।

অতএব, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালু এবং শীতলক্ষ্যা নদীগুলির সীমানা নির্ধারণ পূর্বক এই সম্বন্ধে প্রতিবেদন ১৫-১২-২০০৯ এর মধ্যে অত্র আদালতে দাখিল করিতে হইবে। ৩০-১১-২০১০ তারিখের মধ্যে সীমানা পিলার স্থাপন, নদীগুলি হইতে সকল প্রকার

দখল ও স্থাপনা অপসারণ এবং Walk-way বা বৃক্ষরোপণ সম্পন্ন করতঃ প্রতিবাদীগণকে ১৫-১২-২০১০ তারিখের মধ্যে অত্র আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করিতে হইবে।

এখানে উল্লেখ্য যে, বর্তমানে ৪টি জেলায় সংশ্লিষ্ট নদীগুলির অভ্যন্তরে অবৈধ দখলদার কর্তৃক নির্মিত ও নির্মানাধীন সকল স্থাপনা অপসারণের যে কার্যক্রম চলিতেছে তাহা অব্যাহতভাবে চলিতে থাকিবে। আরও উল্লখ্য যে, নদী অভ্যন্তরে অবৈধ স্থাপনা অপসারণের ব্যাপারে কোনরূপ ব্যতিক্রম চলিবে না। অবৈধ স্থাপনা তাহা যাহারই হউক না কেন এবং তিনি যত বড় শক্তিশালীই হউন না কেন বা তিনি যে গোষ্ঠীরই হউন না কেন, বৈষম্যহীন এবং ব্যতিক্রম ছাড়া তাহা অপসারণ করিতে হইবে।

এইখানে আরও উল্লেখ্য যে, এই রীট্ মোকাদ্দমায় বর্ণিত ৪টি নদীর প্রতিটিরই প্রতিবেশ ব্যবস্থা মনুষ্য সৃষ্টি স্থাপনা নির্মাণ, দখল এবং বিভিন্ন শিল্প কলগুকারখানা হইতে নিক্ষেপিত বর্জ্য দ্বারা এই চরম জঘন্যতম অবস্থায় পতিত হইয়াছে।

বিজ্ঞ এ্যাডভোকেটবৃন্দগণের বক্তব্য, আদালতে উপস্থাপিত সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত সচিত্র প্রতিবেদনদৃষ্টে প্রতীয়মান হইতেছে যে, সংশ্লিষ্ট নদীসমূহের পানি, প্রাণীকূল, উদ্ভিদসহ তীরভূমিতে বসবাসকারী নাগরিকগোষ্ঠী ভয়াবহ পরিবেশ দূষণগ্রস্ত অবস্থায় দুঃসহ জীবন যাপন করিতেছে। তাহাদের স্বাস্থ্য ও জীবন মারাত্মক সংকটাপন্ন অবস্থায় রহিয়াছে। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ এর ৫ ধারা অনুসারে উপরে বর্ণিত ৪(চার) টি নদী ও সংলগ্ন এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষনা করিবার সকল উপায় বিদ্যমান রহিয়াছে।

তাহাছাড়া, নদীর পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমন এবং সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সম্পর্কে উপরোক্ত আইনের ১৩ ধারা অনুসারে নির্দেশিকা প্রণয়ন ও বাংলাদেশ গেজেটে সরকারী প্রজ্ঞাপন হিসাবে জারী করাও অবশ্য কর্তব্য।

এমতাবস্থায় সংশ্লিষ্ট নদীগুলির এলাকায় প্রতিবেশ ব্যবস্থা চরম সংকটাপন্ন অবস্থায় উপনীত হইয়াছে বিধায় উক্ত ৪টি নদী এলাকাকে অবিলম্বে প্রতিবেশ সংকটাপন্ন এলাকা বা ecologically critical area ঘোষণা করিবার জন্য পরিবেশ মন্ত্রনালয়ের সচিবকে নির্দেশ প্রদান করা হইল। একই সাথে নদীর সংরক্ষণ বিষয়ে পরিবেশ সংরক্ষণ আইনের ১৩ ধারা অনুসারে নির্দেশিকা প্রণয়নের নির্দেশ প্রদান করা হইল।

এই মোকাদ্দমাটির যুক্তিতর্ক শ্রবন করিবার সময় প্রতীয়মান হয় যে, Port Act অনুসারে ঢাকা, নারায়নগঞ্জ ও টঙ্গী বন্দর এলাকার তীর ভূমি ও তৎসংলগ্ন ৫০ গজ সহ তফসীল বর্ণিত এলাকা

বাংলাদেশ আভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করিবার বিধান থাকিলেও সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় সকল ক্ষেত্রে উক্ত ভূমি বাংলাদেশ আভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ এর নিকট এখনও হস্তান্তর করেন নাই।

উল্লেখ্য যে, ১৯ অক্টোবর, ২০০৪ তারিখে বাংলদেশ গেজেটে প্রকাশিত The Ports Act, 1908 (Act No. XV of 1908) এর বিধান অনুসারে নারায়নগঞ্জ, ঢাকা ও টঙ্গী বন্দরের পূনঃ নির্ধারিত সীমানা নিম্নরূপঃ

NARAYANGONJ RIVER PORT

1. To the North: A line is drawn East and West near Rupgonj/Murapara across the Shitalakhya river at latitude 23-40'-00" N.

2. To the South: A line is drawn to the North and South near Gopchar across the Shitalakhaya river at longitude 90-32'-16"E.

3. To the East: Upto 50 yards beyond the high water mark at ordinary spring tides from the East bank of the Shitalakhaya river as it runs between the above descrived North and South limits.

4. To the West: Upto 50 yards beyond the high water mark at ordinary spring tides from the West bank of the Shitalakhaya river a line is drawn across the Balu river at latitude 23-43'-20" N as it runs between the above descrived North and South limit.";

"DHAKA RIVER PORT"

(i) To the North–A line drawn to the East and West near Ashulia across the Turag river at latitude 23-52'-30" N.

(ii) To the South- A line drawn to the North and South across the river Buriganga near B.G. Mouth at longitude 90-27'-26".

And

Upto to 50 yards beyond the high water mark at oridnary spring tides from the both bank of the Buriganga and Turag river as it runs between the above described North and South limits ; Ges

TONGI RIVER PORT

(1) To the North West: A line is drawn to the East and West near Ashulia across the Turag river at latitude 23-52-30"N.

(2) To the South: A line is drawn to the East and West near Demra across the Balu river at latitude 23-43-20" N.

And

Upto 50 yards beyond the high water mark at ordinary spring tides from the both of Turag river & Tongi Khal and both bank of Balu river as it runs between the above descrived North West and South limits."

এমতাবস্থায় তীর ভূমি (bank) ও তৎসংলগ্ন যে সকল স্থান Port Act (As amended) এর সংশোধিত বিধান অনুসারে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ বরাবরে এখনও হস্তান্তরিত হয় নাই সেই সকল এলাকা, ৩ নং প্রতিবাদী বাংলাদেশ আভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের নিকট, ভূমি মন্ত্রণালয় হস্তান্তর করিতে যথাযথ পদক্ষেপ করিবেন যাহাতে উক্ত প্রতিবাদী নদী দখল সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা লইতে পারেন।

দরখাস্তকারী ও ১৬ নং প্রতিবাদী পক্ষে অত্যন্ত জোরালোভাবে নিবেদন করা হইয়াছে যে নিশ্চিতভাবে বুড়িগঙ্গা, তুরাগ এবং বালু নদীর উৎসমুখগুলি শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। ইহার ফলশ্রুতিতে এই নদীগুলি বাস্তাবে মৃতপ্রায় অবস্থায় উপনীত হইয়াছে।

জনাব মনজিল মোরসেদ, এ্যাডভোকেট, বলেন যে বিশেষত বুড়িগঙ্গা নদীর পানিকে আর পানি বলা যায় না। তিনি নিবেদন করেন যে ইহা বর্জ্য মিশ্রিত রাসায়নিক তরল পদার্থে পরিণত হইয়াছে।

এমতাবস্থায় সংশ্লিষ্ট নদীগুলির উৎসমুখ সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা ও খনন করিয়া পানি সরবরাহ বৃদ্ধির চেষ্টা করিলে পূর্বের ন্যায় না হইলেও অন্তত পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রবাহ বৃদ্ধি হইতে পারে এবং জরুরি ভিত্তিতে এই পদক্ষেপ গ্রহণের উপরেই ঢাকা শহরের ১ কোটি ২০ লক্ষ মানব সন্তানের ভবিষ্যত নির্ভর করিতেছে।

জনাব মনজিল মোরসেদ, এ্যাডভোকেট মহোদয়ের বক্তব্যকে ১৬ নং প্রতিবাদী বেলা পক্ষে সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, এ্যাডভোকেট, সর্বোতভাবে সমর্থন দান করেন। তিনি ইহার সহিত সংযোজন করেন যে, যেভাবেই হোউক নদী গুলিতে পানি সরবরাহ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে হইবে

কারণ বর্তমানে নদীগুলি Biologically dead বা মৃত হইয়া পড়িয়াছে। এ ব্যাপারে সরকার যদি তড়িৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে ব্যর্থ হন তবে আগামী ১০ বৎসরের মধ্যে ঢাকা মহানগরী সুপেয় পানির চরম সংকটে নিপতিত হইবে। ঢাকা মহানগরীর পানির স্তর শনৈ শনৈ প্রতি বৎসর ৯ ফুট নিচে নামিয়া যাইতেছে, ফলে শুধু পানির সঙ্কট নহে মহানগরীর বিপুল অংশ দাবিয়া গিয়া ধ্বংস লীলা সৃষ্টি হইতে পারে। তাহার এই বক্তব্য পানি উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান, পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবং ওয়াসা এর ব্যবস্হাপনা পরিচালক অস্বীকার করিতে পারেন নাই। বরঞ্চ তাহারা আমাদের সম্মুখে এই মহা দুর্যোগের কথা স্বীকারই করিয়া লইয়াছেন।

জনাব মুস্তাফা জামান ইসলাম, ডিএজি, দরখাস্তকারীর বক্তব্য এবং বেলা'র এ্যাডভোকেট মহোদয়গণের বক্তব্য মোটেই অস্বীকার করিতে পারেন নাই।

এই মহাদুর্যোগের সমস্যার পটভূমিকায় বিষয়টি বাংলাদেশ সরকারকে বিশেষ জরুরিভাবে বিবেচনা করতঃ তড়িৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করা ব্যাতিরেকে আর কোন উপায় নাই। এই সমস্যা সমাধানে কোন ভাবেই বিলম্ব করিবার কোন সুযোগ আর নাই। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন ২০০০ (২০০০ সনের ২৬ নং আইন) এর প্রতি আমাদের দৃষ্টি ফেরান প্রয়োজন।

উক্ত আইনের ৬ ধারায় বোর্ডের কার্যাবলী বর্ণনা করা হইয়াছে।

ইহা নিম্নরূপ ঃ

> ৬। **বোর্ডের কার্যাবলী**। (১) সরকার কর্তৃক গৃহীত জাতীয় পানি নীতি ও জাতীয় পানি মহাপরিকল্পনার আলোকে এবং এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, বোর্ড নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন এবং তদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে, যথাঃ

কাঠামোগত কার্যাবলী ঃ

> (ক) নদী ও নদী অববাহিকায় নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশণ, সেচ ও খরা প্রতিরোধের লক্ষ্যে জলাধার, ব্যারেজ, বাঁধ, রেগুলেটর বা অন্য যে কোন অবকাঠামো নির্মাণ;

(খ) সেচ, মৎস্য চাষ, নৌ-পরিবহন, বনায়ন, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও পরিবেশের সার্বিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে পানি প্রবাহের উন্নয়ন কিংবা পানি প্রবাহের গতিপথ পরিবর্তনের জন্য জলপথ, খালবিল ইত্যাদি পুনঃখনন;

(গ) ভূমি সংরক্ষণ, ভূমি পরিবৃদ্ধি ও পুনরুদ্ধার এবং নদীর মোহনা নিয়ন্ত্রণ;

(ঘ) নদীর তীর সংরক্ষণ এবং নদী ভাঙন হইতে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে শহর, বাজার, হাট এবং ঐতিহাসিক ও জাতীয় জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ সংরক্ষণ;

(ঙ) উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ ও সংরক্ষণ;

(চ) লবনাক্ততার অনুপ্রবেশরোধ এবং মরুকরণ প্রশমন;

(ছ) সেচ, পরিবেশ সংরক্ষণ ও পানীয় জল আহরনের লক্ষ্যে বৃষ্টির পানি ধারণ।

অবকাঠামোগত ও সহায়ক কার্যাবলী ঃ

(জ) বন্যা ও খরা পূর্বাভাষ ও সতর্কীকরণ;

(ঝ) পানিবিজ্ঞান সম্পর্কিত অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা এবং এতদসম্পর্কিত তথ্য ও উপাত্ত গ্রহণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ;

(ঞ) পরিবেশ সংরক্ষণ এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থার সহযোগিতায় এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বোর্ডের সৃষ্ট অবকাঠামোভুক্ত নিজস্ব জমিতে বনায়ন মৎস্য চাষ কর্মসূচী বাস্তবায়ন এবং বাঁধের উপর রাস্তা নির্মাণ;

(ট) বোর্ডের কার্যাবলীর উপর মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণা;

(ঠ) বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের সুফল সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগীদের মধ্যে অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে সুবিধাভোগীদের সংগঠিতকরণ, প্রকল্পে তাহাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, প্রকল্প রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালন এবং প্রকল্প ব্যয় পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত বিভিন্ন কলাকৌশল ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো উদ্ভাবন, বাস্তবায়ন ও পরিচালন।

(২) বোর্ড উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত কার্যাবলী নিম্নবর্ণিত শর্তাদি পালন সাপেক্ষে সম্পাদন করিবে, যথা ঃ-

(ক) প্রকল্প গ্রহণের জন্য সরকার কর্তৃক নির্দেশিত মানদণ্ড অনুসরণপূর্বক প্রকল্প প্রস্তাবনা পেশকরণ;

(খ) কারিগরী সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে নূতন উপাত্ত সংগ্রহ কিংবা ভৌত ও গাণিতিক মডেল সমীক্ষার প্রয়োজন থাকিলে উহা সম্পাদন;

(গ) প্রকল্পের পূর্ণ সফলতার জন্য যে সকল মন্ত্রণালয় ও সংস্থার অংশগ্রহণ প্রয়োজন, প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণের শুরু হইতেই উহাদের সম্পৃক্তকরণ এবং প্রকল্পে উহাদের জন্য সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম সন্নিবেশকরণ;

(ঘ) প্রকল্প প্রণয়ণ, বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণে প্রকল্প এলাকার জনগণের অংশগ্রহণ সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং প্রকল্প দলিলে উহার প্রতিষ্ঠানিক বিন্যাস লিপিবদ্ধকরণ;

(ঘ) ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাব পেশকরণ;
(ঙ) প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে কৃষিকাজ, পরিবেশ, নৌচলাচল, পানি প্রবাহ, মৎস্য সম্পদ, জনজীবন ও পারিপার্শ্বিক এলাকায় উহার প্রভাব ও বিরূপ প্রতিক্রিয়া (যদি থাকে) এবং উহার সম্ভাব্য প্রতিকার সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রণয়ন।

৫ ধারায় বোর্ডের নিম্নরূপ দায়িত্বের কথা বলা হইয়াছে।

''৫। বোর্ডের ক্ষমতা ও দায়িত্ব। (১) এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, পানি সম্পদের উন্নয়ন ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং ধারা ৬-এ বর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদনের লক্ষ্যে বোর্ড সমগ্র বাংলাদেশ অথবা উহার যে কোন অংশে কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন ক্ষমতা ও দায়িত্বের সামগ্রিকতাকে ক্ষুন্ন না করিয়া, বোর্ডের নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা ও দায়িত্ব থাকিবে, যথা ঃ

(ক) কোন ব্যক্তির আইনসংগত অধিকার ক্ষুন্ন না করিয়া, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সকল নদী, জলপথ ও ভূ-গর্ভস্থ পানিস্তরের পানি প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ;

(খ) ধারা ৬ এর বিধানাবলী অনুসারে নির্মিত সকল পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথাযথ মান ও নির্দেশিকা উদ্ভাবন ও প্রয়োগ;

(ঘ) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্প দলিলের ভিত্তিতে প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরামর্শ ও সহায়তা লাভের জন্য কোন স্থানীয় সরকারী সংস্থা, স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক পরামর্শক বা পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এর সহিত চুক্তি স্বাক্ষর;

(ঙ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিস্কাশন ও সেচ প্রকল্পসমূহের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সার্ভিস চার্জ ধার্যকরণ ও আদায়;

(চ) যে কোন সরকারী সংস্থার পক্ষে পানি সংশ্লিষ্ট যে কোন প্রকল্প, উহার সম্পূর্ণ কারিগরী, প্রশাসনিক ও আর্থিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখিয়া ডিপোজিট ওয়ার্ক হিসাবে বাস্তবায়ন।"

এই মোকাদ্দমায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব, ৭ নং প্রতিবাদী এ ব্যাপারে তড়িৎ পদক্ষেপ লইবেন।

সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, ১৬ নং প্রতিবাদী কর্তৃক ২৪-৬-২০০৯ তারিখে হলফকৃত এফিডেভিট এর সঙ্গে সংযুক্ত satellite image এবং অন্যান্য ম্যাপ এর প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া নিবেদন করেন যে, বুড়িগঙ্গা নদীর উৎস ধলেশ্বরী নদী হইতে কিন্তু ইহার উৎসমুখ শুষ্ক হইয়া যাওয়ার ফলে উক্ত নদী হইতে আর পানি সরবরাহ হয় না। এমতাবস্থায় উৎস মুখ খনন করা ব্যতিরেকে বুড়িগঙ্গা নদীকে রক্ষা করা যাইবে না। উৎস মুখে খনন করিলে ধলেশ্বরী নদী বাহিত পানি বুড়িগঙ্গায় পড়িবে। তাহা ছাড়া, তিনি আরও বলেন যে উত্তরে বংশী নদীর উৎসমুখ হইল পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদী কিন্তু তাহাও শুষ্ক হইয়া যাওয়ার ফলে উক্ত নদী হইতেও পানি আর বংশী নদীতে প্রবাহিত হয় না। ফলে তুরাগ নদীর প্রবাহও কমিয়া গিয়াছে। যদি উক্ত উৎসমুখ খনন করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদী হইতেও বংশী নদীতে যথারীতি পানি প্রবেশ করিতে পারিবে। তাহা হইলেও ঢাকার চতুর্পার্শ্বের নদীগুলিতে পানি প্রবাহ বৃদ্ধি পাইবে

এবং প্রতিবেশগত অবস্থার উন্নতি হইবে। তিনি আরও বলেন যে যদি ইহার সহিত তিনটি খাল, যেমন পুংলী, কর্ণপাড়া ও টংগী খাল এই তিনটি খাল খনন ও যথাযথ ব্যবস্থাপনা করা হয় তাহা হইলে বর্তমান তীব্র সঙ্কটাময় অবস্হার স্হায়ী সমাধান হইবে।

বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মহোদয়গণকে শ্রবণ এবং দাখিলকৃত কাগজাদী পর্যবেক্ষণ করা হইল। ইহা বলার আর অপেক্ষা রাখে না যে যথাযথ পদক্ষেপ তড়িৎ গ্রহণ করিতে ব্যর্থ হইলে এক ভয়াবহ ভবিষ্যত আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। অতএব, আগামী ৫ বৎসরের মধ্যে যমুনা নদী হইতে ধলেশ্বরীর উৎসমুখ, তৎপর ধলেশ্বরী নদী হইতে বুড়ীগঙ্গার উৎসমুখ এবং পুরাতন ব্রক্ষপুত্র নদী হইতে বংশী নদীর উৎসমুখ যথাবিহিতভাবে খনন করতঃ নাব্যতা বৃদ্ধি করিয়া নদীগুলিতে পানি সরবরাহ বৃদ্ধি করিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান হইল। অন্যথায় এই সমগ্র এলাকা এক ভয়াবহ পরিবেশগত বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইবে। আরও প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশের প্রতিটি নদী পলিযুক্ত (Silted) হইয়া গিয়াছে। ইহাতে বাংলাদেশের প্রতিটি নদীই অস্তিত্বের সংকটে পতিত হইয়াছে।

এমতাবস্থায় আমরা নিম্নলিখিত ৩টি পদক্ষেপ গ্রহণ করিবার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাইবঃ

ক) বাংলাদেশের সকল নদী দখল ও দূষণমুক্তকরণ, নদীগুলির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নতি সাধন ও নৌ-পরিবহনযোগ্য হিসাবে গড়িয়া তুলিবার জন্য সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ সহযোগে একটি 'জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন' গঠন;

খ) উক্ত নদী রক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুসারে বাংলাদেশের সকল নদীর উন্নতি সাধনের জন্য একটি স্বল্পকালীন (Short term) এবং দীর্ঘকালীন (Long term) পরিকল্পনা গ্রহণ;

গ) বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালু ও শীতলক্ষ্যা নদীগুলির নাব্যতা আগামী ৫(পাঁচ) বৎসরের মধ্যে ফিরাইয়া আনিবার জন্য প্রয়োজনীয় এবং কার্যকরী তড়িৎ পদক্ষেপ গ্রহণ।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে পৃথিবীর প্রধান ও সুন্দর মহানগরীগুলি নদী পার্শ্বে অবস্থিত। যেমন, লন্ডন শহর টেম্‌স নদী, নিউইয়র্ক শহর হাড্‌সন নদী, প্যারিস শহর সীন নদীর পার্শ্বে অবস্থিত। দানিউব নদীর পার্শ্বে তিন তিনটি রাজধানী অবস্থিত। উক্ত নয়নাভিরাম নদীগুলি ও ইহার স্ফটিক সদৃশ পানি রক্ষণার্থে সেইসব দেশের জনগণ ও সরকার সদা সচেষ্ট। ঢাকা মহানগরীর চতুর্পার্শ্বে একটি নয় সাতটি নদী অবস্থিত। কয়েক বৎসর পূর্বেও এইগুলিও স্রোতস্বিনী প্রবাহমান নদীই ছিল কিন্তু এখন এইগুলোকে আর নদী বলা যায় না। উপরে বর্ণিত টেম্‌স ও অন্যান্য নয়নাভিরাম নদীগুলি

ইহার পার্শ্বে অবস্থিত দেশ ও জাতিগুলির সভ্যতার উৎকর্ষতার নিদর্শনও বটে। ইহার বিপরীতে বুড়িগঙ্গা ও অন্যান্য নদীর আলকাত্‌রা সদৃশ পানি বাংলাদেশ সভ্যতার উদাহরণ।

উপরে প্রদত্ত নির্দেশাবলী সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

ক) সিএস ও আরএস ম্যাপ অনুসারে আগামী ৩০-১১-২০০৯ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট নদীগুলির সীমানা জরিপ কাজ সম্পন্ন;

খ) ৩০-১১-২০০৯ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট নদীগুলিকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area) ঘোষনা এবং পরবর্তী ৬(ছয়) মাসের মধ্যে নদীগুলো রক্ষায় প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা প্রণয়ন;

গ) ৩০-১১-২০১০ তারিখের মধ্যে সীমানা পিলার স্থাপন এবং নদীগুলির সীমানায় Walk-way/Pavement নির্মাণ বা বৃক্ষরোপন করণ;

ঘ) ৩০-১১-২০১০ তারিখের মধ্যে নদীগুলির অভ্যন্তরে অবস্থিত সকল প্রকার স্থাপনা অপসারণ;

ঙ) আগামী ৩(তিন) মাসের মধ্যে একটি 'জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন' গঠন;

চ) আগামী ২(দুই) বৎসরের মধ্যে মহানগরীর চতুর্পার্শ্বের ৪(চার) টি নদী খনন এবং পলিথিন ব্যাগসহ অন্যান্য বর্জ্য ও পলি অপসারণ;

ছ) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অনতিবিলম্বে সংশ্লিষ্ট আদালতে পরিবেশ সংক্রান্ত বিচারাধীন মোকাদ্দমা নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন;

জ) আগামী ১(এক) বৎসরের মধ্যে ঢাকাস্থ বাক্‌ল্যান্ড বাঁধসহ নদী তীরস্থ সকল সরকারী ভূমি হইতে দোকানপাট ও অন্যান্য স্থাপনা অপসারণ করিতে হইবে;

ঝ) আগামী ৫(পাঁচ) বৎসর সময়কালের মধ্যে যমুনা-ধলেশ্বরী, ধলেশ্বরী-বুড়িগঙ্গা, পুরাতন ব্রহ্মপুত্র-বংশী, বংশী-তুরাগ, যমুনা-পুংলীখাল, তুরাগ ও টঙ্গী খাল খনন।

এই সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নদীগুলির নাব্যতার উপর নির্ভরশীল। অন্যথায় আমাদের সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবার সমূহ সম্ভাবনা থাকিবে।

এমতাবস্থায়, সকল প্রতিবাদীর উপরে নির্দেশিত বিভিন্ন পদক্ষেপ অত্র রায়ের কপি পাইবার পরপরই কার্য আরম্ভ করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হইল।

এমতাবস্থায়, অত্র রুলটি খরচা ব্যতিরেকে এ্যাব্সলিউট্ করা হইল।

এই রীট্ মোকাদ্দমাটি continuing mandamus হিসাবে অব্যাহত থাকিবে।

আরও উল্লেখ্য যে, এই রীট্ মোকাদ্দমায় প্রদত্ত বিভিন্ন নির্দেশনা সম্পর্কে কোন সংশয়ের উদ্রেক হইলে দরখাস্তকারী বা অন্য পক্ষ বা অন্য যেকোন প্রতিবাদী হাইকোর্ট বিভাগের সংশ্লিষ্ট বেঞ্চের নিকট নির্দেশনা প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

বর্তমান মোকাদ্দমায় প্রতিবাদীগণের নিকট হইতে প্রতিবেদন গ্রহণ করিবার জন্য প্রথম পর্বে ১৫-১২-২০০৯ তারিখে রিপোর্ট গ্রহণ ও পরবর্তী আদেশের জন্য নির্ধারণ করা হইল।

দরখাস্তকারীপক্ষের এ্যাডভোকেট মহোদয় এবং বেলাসহ প্রতিবাদীপক্ষের বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মহোদয়গণ সকলেই এই মোকাদ্দমায় সর্বান্তকরণে সহায়তা করিবার জন্য ধন্যবাদযোগ্য।

তাহাছাড়া নদীগুলির ভয়াবহ অবস্থা সম্বন্ধে জনগণকে সময়পযোগীভাবে ওয়াকিবহাল করিবার জন্য The Daily Star, Channel i ঃ এবং অন্যান্য পত্র পত্রিকাগুলির নিরলস প্রচেষ্টা বিশেষভাবে ধন্যবাদযোগ্য।

এই রায়ের একটি কপি সরাসরি মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর নিকট প্রেরণ করা হউক, যাহাতে তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত উদ্যোগে নদীগুলি, বিশেষ করিয়া ঢাকা মহানগরীর চতুর্পার্শ্বস্থ নদীগুলি সম্পর্কে জরুরি ভিত্তিতে পদক্ষেপ লইতে পারেন। অন্যথায় ভবিষ্যতে ঢাকা মহানগরী বিরান হইয়া যাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

A. B. M. Khairul Haque

বিচারপতি মোঃ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ ঃ

আমি একমত।

Md. Mamtaz Uddin Ahmed

চেয়ারম্যান
জাতীয় নদী রক্ষা কমি
নৌ-পরিবহন মন্ত্রণাল
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ স
বিএসসি ভবন, ২-৩, রাজউক
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

আধা সরকারি পত্র নম্বর......১৮.২০.০০০০.০১৮.১৬.০০২.১৪-৬১৬ | তারিখ ঃ ০৪/০৯/২০১

প্রিয় জেলা প্রশাসক ও কালেক্টর বাহাদুর,
সালাম ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানবেন।

আপনি অবহিত আছেন যে, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩ এর ৩(১) ধারা বলে বিগত ৫ আগস্ট, ২০১৪ তারিখে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন গঠিত হয়। এ আইনের ১২ ধারায় (ক)-(ড) পর্যন্ত কমিশনের কার্যাবলি/দায়িত্বাবলি নির্ধারিত হয়েছে। এ আইনের অধীন নদীর অবৈধ দখল ও পুনর্দখল রোধ, নদী ও নদীর তীরে স্থাপিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ, নদীর পানি দূষণমুক্ত রাখা, পরিবেশ দূষণ, শিল্প কারখানা কর্তৃক সৃষ্ট দূষণ, অবৈধ কাঠামো নির্মাণ ও উক্তরূপ নানাবিধ অনিয়ম রোধ এবং নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ পুনরুদ্ধার, নদীর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ, নৌপরিবহনযোগ্য হিসাবে নৌপথকে গড়ে তোলা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নদীর বহুমাত্রিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণার্থে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন ২০১৩ এর ১২(ক) ধারায় বর্ণিত "নদীর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কার্যাবলির সমন্বয় সাধনের" গুরুদায়িত্ব এ কমিশনের উপর বর্তিয়েছে। বাস্তবিক কারণেই নব্য প্রতিষ্ঠিত এ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে নদীর দখল উচ্ছেদকরণ ও দূষণ প্রতিরোধ এবং নদীর বহুমাত্রিক ব্যবহার নিশ্চিত করণার্থে প্রয়োজনীয় কারিগরি জ্ঞান, দক্ষ জনবল গড়ে ওঠেনি। অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সহায়তা এ স্বল্প সময়ের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পাওয়া যায়নি। এ অবস্থায়, নদী ও পানির পরিবেশ রক্ষা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কমিশনের কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের উল্লেখযোগ্য সহযোগিতা এ কমিশন দারুণভাবে প্রত্যাশা করছে। সরকারি-বেসরকারি সংস্থার প্রচেষ্টায় নদীর দখল উচ্ছেদ ও দূষণ এখন পর্যন্ত বন্ধ করা সম্ভব না হলেও জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩ এর ১২ ধারায় বর্ণিত (ক)-(ড) অনুচ্ছেদে অর্পিত দায়িত্বাবলী পালন করে আসছে। নদী রক্ষার বিষয়টি একটি জাতীয় ও সংবেদনশীল বিষয় হিসেবে সর্বসাধারণের কাছে তুলে ধরার প্রচেষ্টা কমিশন অব্যাহত রেখেছে।

০২। আপনি একমত হবেন যে দেশে নদীর নাব্যতাহীনতা বিশেষ করে শুষ্ক মৌসুমে, ক্রমবর্ধমান। তাছাড়া নদ-নদীর দখল, নদী, নদীর তীরভূমি (ফোরশোরসহ) অবৈধভাবে দখল, নদীসম্পদ—পানি ও পরিবেশ দূষণ ঘটছে। জীববৈচিত্র্য ও জলবায়ু প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট কারণে বিপন্ন হতে চলেছে। উন্নয়ন, শিল্পায়ন ইত্যাদির অজুহাতে সমগ্র বাংলাদেশের নদী গ্রাসের প্রবণতা লক্ষণীয়। এ প্রবণতা প্রতিরোধে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধীন দপ্তর/অধিদপ্তর প্রধান, স্টেকহোল্ডার হিসেবে কার্যকর সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করছেন। কমিশনের উপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিক ও সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য স্টেকহোল্ডার হিসেবে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন পরিবেশ অধিদপ্তরের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নদীর তীরে/অভ্যন্তরে স্থাপিত বিভিন্ন ধরনের শিল্পকারখানা হতে নির্গত তরল বর্জ্য নদীর পানিকে বিষিয়ে তুলছে। বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যার অবস্থাও একইরূপ। সম্প্রতি সাভারে হরিণধরায় স্থানান্তরিত চামড়া শিল্প নগরীর বর্জ্য শোধনে CETP অদ্যাবধি কার্যকরভাবে চালু করা সম্ভব হয়নি। ফলশ্রুতিতে ধলেশ্বরী নদীর পানিও বুড়িগঙ্গার ন্যায় দূষিত হচ্ছে। ফলে নদীর পানিতে দ্রবণীয় অক্সিজেন (Dissolved Oxygen) এর পরিমাণ আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে। পারদ, সিসা, ক্রোমিয়াম, আর্সেনিক, অ্যামোনিয়া, ফ্লাবিনসহ উপাদানগুলো পানির গুণাগুণ বিনষ্ট করছে। পানি দূষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ-প্রতিবেশ ও জলজ প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

০৩। গত ২৪-২৬ জুন ২০০৯ সালের রীট পিটিশন ৩৫০৩/২০০৯ এর রায়ে মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশে বলা হয়েছেঃ

"এখানে উল্লেখ্য যে, বর্তমানে ৪টি জেলায় সংশ্লিষ্ট নদীগুলির অভ্যন্তরে অবৈধ দখলদার কর্তৃক নির্মিত ও নির্মাণাধীন সকল স্থাপনা অপসারণের যে কার্যক্রম চলিতেছে তাহা অব্যাহতভাবে চলিতে থাকিবে। আরও উল্লেখ্য যে, নদী অভ্যন্তরে অবৈধ স্থাপনা অপসারণের ব্যাপারে কোনরূপ ব্যতিক্রম চলিবে না। অবৈধ স্থাপনা যাহারই হউক না কেন এবং তিনি যত বড় শক্তিশালীই হউক না কেন তিনি যে গোষ্ঠীরই হউক না কেন, বৈষম্যহীন এবং ব্যতিক্রম ছাড়া তাহা অপসারণ করিতে হইবে"।

এখানে আরও উল্লেখ্য যে, এই রীট মোকদ্দমায় বর্ণিত ৪টি নদীর প্রতিটিরই প্রতিবেশ ব্যবস্থা মনুষ্যসৃষ্ট স্থাপনা, নির্মাণ, দূষণ এবং বিভিন্ন শিল্প কল-কারখানা হইতে নিক্ষেপিত বর্জ্য দ্বারা এই জঘন্যতম অবস্থায় পতিত হইয়াছে।

বিজ্ঞ অ্যাডভোকেটবৃন্দের বক্তব্য আদালতে উপস্থাপিত সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত প্রতিবেদনদৃষ্টে প্রতীয়মান হইতেছে যে, সংশ্লিষ্ট নদীসমূহের পানি, প্রাণিকুল, উদ্ভিদসহ তীরভূমিতে বসবাসকারী নাগরিক গোষ্ঠী ভয়াবহ পরিবেশ দূষণগ্রস্ত অবস্থায় দুঃসহ জীবনযাপন করিতেছে। তাহাদের স্বাস্থ্য ও জীবন মারাত্মক সংকটাপন্ন অবস্থায় রহিয়াছে। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ এর ৫ ধারা অনুসারে উপরে বর্ণিত ৪ (চার)টি নদী ও সংলগ্ন এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা করিবার সকল উপাদান বিদ্যমান রহিয়াছে"।

চলমান পাতা-২

চেয়ারম্যান
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
হোসাইন টাওয়ার (১২ তলা)
বীর প্রতীক গাজী গোলাম দস্তগীর রে
১১৬, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০

আধা সরকারি পত্র নম্বর.....

তারিখ ঃ.....

০৪। আপনি একমত হবেন যে, কেবলমাত্র ঢাকা ও ঢাকার পার্শ্ববর্তী নদ-নদী, পানি ও পরিবেশের ক্ষেত্রেই উক্তরূপ জঘন্যতম অবস্থা যে বিদ্যমান তা-ই নয়, দেশের অন্যান্য সব নদীতে কমবেশি দখল ও দূষণ বিদ্যমান।

দেশের বর্ধিষ্ণু জনসংখ্যা, অর্থনৈতিক-কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন ব্যবস্থা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা, পানির সুষ্ঠু ও সুষম ব্যবস্থাপনা, নৌ-চলাচল ব্যবস্থাকে আরও সুগম ও অব্যাহত রাখা এবং জীববৈচিত্র্য-কে রক্ষা করা, তথা দেশের সার্বিক উন্নয়ন ব্যবস্থা উত্তরোত্তর বেগবান/টেকসই করার লক্ষ্যে নদ-নদী, খাল-বিল-জলাশয় ও জলাধারে অবৈধ স্থাপনা উদ্ধারের কাজ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করতে হবে। এক্ষেত্রে সরকার প্রধান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনা/পরামর্শ হলো : 'উন্নয়নের নামে/অজুহাতে দেশের নদ-নদী, খাল-বিল ও প্রাকৃতিক জলাধার কোনক্রমেই অবৈধভাবে দখল করা যাবে না/বরদাস্ত করা হবে না'। এর বাস্তবায়নে সম্মিলিত উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের করতে হবে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সেক্ষেত্রে সমন্বয়কের দায়িত্ব কেন্দ্রীয়/বিভাগ/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে পালন করছে।

এক্ষেত্রে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের ৩৫০৩/২০০৯ রিট পিটিশনে জুন ২৪ ও ২৫/২০০৯ তারিখের রায়ে জেলা প্রশাসকসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরকে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা ও দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে যা বিশেষ নজীর হিসেবে পালনীয় ও প্রয়োগযোগ্য। উল্লেখ্য যে, উক্ত মোকদ্দমাটি Continuing mandamus হিসেবে অব্যাহত রয়েছে। উক্ত রায়ে প্রদত্ত নির্দেশনাগুলি (ক)-(ঝ) বাস্তবায়নার্থে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন সদাশয় সরকার কর্তৃক গঠিত হয়েছে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩ অনুযায়ী নদীর সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সমন্বয় সাধনের বাস্তব উদ্যোগ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। **মহামান্য হাইকোর্টের উক্ত রায়ের (পঞ্চম পৃষ্ঠার)** কয়েকটি নির্দেশনা উদ্ধৃত করা হলো :

"ইহা বলার অপেক্ষা রাখে না যে নদী দখলমুক্তকরণ অতিশয় জরুরী। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বহু পূর্বেই গ্রহণ করা উচিত ছিল। বর্তমানে জাতীয় স্বার্থে সংশ্লিষ্ট সকলকেই ত্বরিত পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যথায় ৪ টি নদীর অপমৃত্যু রোধ করা যাইবে না। সেই সঙ্গে অপমৃত্যু ঘটিবে ঢাকা মহানগরীর, বিরান হইবে এই জনপদের। অতএব অবহেলার কোন সুযোগ নেই"।

"নদী অবৈধ দখলমুক্ত করিবার প্রথম পদক্ষেপ নদী সীমানা চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়া এবং সীমানা পিলার স্থাপন কার্য সম্পাদন করিতে কেহ অবহেলা করিলে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণ ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকিবেন।"

"এই জরিপ কাজ করিবার সময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা প্রদান ও সর্বপ্রকার সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করিবার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব, বাংলাদেশ পুলিশ বিভাগের মহা-পরিদর্শক ও ঢাকা মহানগরীর পুলিশ কমিশনারকে নির্দেশ প্রদান করা হইল।"

"জরিপ কার্য সুসম্পন্নকরণ এবং সীমানা পিলার স্থাপন করিবার পর সংশ্লিষ্ট নদীর সীমানা দৃশ্যমানভাবে চিহ্নিত করিতে হইবে। কর্তৃপক্ষের বিবেচনা অনুসারে Walk-way/Pavement বা সারিবদ্ধভাবে বৃক্ষ রোপণ করিতে হইবে। উদ্দেশ্য হইল যে, জেলা প্রশাসকগণ কর্তৃক নির্ধারিত নদীর সীমানা যেন কোনভাবেই স্থানান্তরিত না হয়। সেইদিকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাগণ যত্নবান হইবেন।"

০৫। (ক) মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের ৩৫০৩/২০০৯ নং রীট পিটিশনের রায়ে প্রদত্ত নির্দেশনা (সংযুক্তি: পরিশিষ্ট-২) এবং SATA, ১৯৫০ এর ৮৬ ও ৮৭ ধারার বিধানাবলি (সংযুক্তি: পরিশিষ্ট-১) পর্যালোচনায় এটি সুস্পষ্ট যে, নদীর জমির মালিক রাষ্ট্রের জনসাধারণের পক্ষে সর্বদাই সরকার এবং **নদীর জমির শ্রেণি পরিবর্তনযোগ্য নয় ও বন্দোবস্তযোগ্যও নয়।** প্রণিধানযোগ্য যে, নদ-নদীর জমি, তীরভূমি ও ফোরশোর রক্ষা ও ব্যবস্থাপনার আইন ও বিধি-বিধান খাস জমি বন্দোবস্ত দেয়ার বিধি-বিধান/নীতিমালার থেকে ভিন্ন, যা অবশ্যই প্রতিপালনীয়। SATA, ১৯৫০ এর ৮৬ (৪) ধারার বিধানানুযায়ী সিকস্তিকৃত নদীর জমি যথাস্থানে পয়স্তি ঘটলেই তার প্রকৃতমালিক কিংবা উত্তরসূরিকে ফেরৎ দেয়ার ক্ষেত্রে সিকস্তিপূর্ব মালিকানা উক্ত আইনের ৮৬ (১), ৮৬ (২) ও ৮৬ (৩) উপ-ধারার আবশ্যকীয় শর্তাদি (সংযুক্তি: পরিশিষ্ট-১) পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে/যাচাই-বাছাইয়ান্তে সঠিক প্রমাণিত হতে হয়। সংশ্লিষ্ট জেলার কালেক্টর অর্থাৎ জেলা প্রশাসক উক্তরূপ পালনীয় শর্তাদি প্রমাণিত হলেই উক্ত আইনের ৮৬ (৫) ধারানুযায়ী **কেবলমাত্র প্রকৃত মালিক কিংবা তার আইনানুগ উত্তরসূরিকে জমি** বরাদ্দ (Allotment) বিষয়ে বিবেচনা করতে পারেন; তবে তা জমির মালিকানা সীমা ষাট বিঘার অতিরিক্ত হতে পারবে না। কোন ব্যক্তির সীমার অতিরিক্ত অর্থাৎ ষাট বিঘার অতিরিক্ত জমি **সরকারের নিরঙ্কুশ ও নিরবচ্ছিন্ন মালিকানায়ই রেকর্ডভুক্ত থাকবে।**

চলমান পাতা-৩

চেয়ারম্যান
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
হোসাইন টাওয়ার (১২ তলা)
বীর প্রতীক গাজী গোলাম দস্তগীর রো
১১৬, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০

আধা সরকারি পত্র নম্বর.....

তারিখ ঃ.....

(খ) সিকস্তিকৃত নদীর জমির পরিমাণ ও মালিকানা, স্বত্ব, স্বার্থ সিকস্তি-পূর্ব সংশ্লিষ্ট দলিলাদি: রেজিস্টার্ড দলিল/পর্চা, সিকস্তি-উত্তর নির্দিষ্ট ফরমের আবেদন, সিকস্তিকৃত জমির পরিমাণ নির্ণায়ক রাজস্ব কর্মকর্তার প্রত্যয়ন, খাজনা হ্রাসের মঞ্জুরি পত্র; সিকস্তি-পূর্ব **দিয়ারা জরিপ** লিপি/ স্বত্বলিপি, জরিপ ম্যাপ, প্রাথমিক খাজনা লিপি, পয়স্তিলব্ধ জমির নক্শা/চর্চা ম্যাপ/আরওআর ইত্যাদি উক্ত ৮৬ ধারার উপধারা সমূহের আবশ্যকীয় শর্তাদি প্রকৃত মালিকানা নির্ণায়ক প্রমাণ হিসেবে গণ্য করতে হবে (সংযুক্তি: পরিশিষ্ট-১)।

(গ) এভাবে সিকস্তি জমি যথাস্থানে পয়স্তিলব্ধ (Reformation-in-situ) হলেই প্রকৃত মালিকানার উক্তরূপ প্রমাণাদি, নোটিশ, শুনানি ইত্যাদির মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে সরেজমিন তদন্ত ও **দিয়ারা জরিপের** প্রেক্ষিতে কালেক্টর বাহাদুর (রাজস্ব অফিসার)-কেই নির্ণয়/নির্ধারণ করতে হয়। উল্লেখ্য যে, নদীর জমিতে **দিয়ারা জরিপ** কালেক্টর বাহাদুরের চাহিদা মোতাবেক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের কারিগরি সহায়তা নিয়ে কালেক্টর বাহাদুরই (রাজস্ব কর্মকর্তা) সম্পন্নপূর্বক RoR হালনাগাদ করে থাকেন; নদ-নদীর জমি **দিয়ারা জরিপ (Diara Settlement)** ব্যাতিরেকে RS ভুক্ত করার আইনানুগ কোনো সুযোগ নেই (SATA, ১৯৫০: ৮৬-৮৭ ধারা)।

(ঘ) আরও উল্লেখ্য যে চর্চা ম্যাপের উপর ভিত্তি করে কোনোরূপ স্বত্ব ও স্বার্থ পরিবর্তন আইনানুগ নয় এবং তা বাতিলযোগ্য, যা কালেক্টর বাহাদুরই SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ধারা এবং ১৪৯ (৪) ধারার ক্ষমতাবলে প্রতিনিয়ত করতে ক্ষমতাবান। নদীর জমি (রাষ্ট্রীয় ও জনঅধিকারভূক্ত জমি) দখল কালেক্টরের পুনঃস্বত্বাধীনে আনয়নের বৃহত্তর স্বার্থে তিনি উক্ত আইনের ১৪৭/১৪৯/১৫০ ধারার ক্ষমতাও প্রয়োগ করতে পারেন।

(ঙ) প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ এর বিধি ২২(৩) অনুযায়ী তহশিলদার তার প্রতিবেদনে সিকস্তি, পয়স্তি ও পুনঃউদ্ভবের ক্ষেত্রে তার প্রকৃতি, ক্ষেত্র, অবস্থান উল্লেখ করবে; এবং পুনঃউদ্ভব পরিবৃদ্ধির ক্ষেত্রে জোতের খতিয়ান নম্বর এবং উক্ত ৮৬ ও ৮৭ ধারা অনুযায়ী যা প্রযোজ্য তা উল্লেখপূর্বক প্রতিবেদন রাজস্ব কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করবে।

(চ) প্রজাস্বত্ব বিধিমালার বিধি-২৩ অনুসরণে জোতদারের উক্ত ২২(৩) উপধারার **তথ্য সম্বলিত প্রতিবেদন প্রাপ্তির** পর তার ভিত্তিতে ৮৬(১), ৮৬ (২) এবং ৮৭ (২) উপধারার অধীন রাজস্ব কর্মকর্তা উক্ত **প্রতিবেদন** সম্পর্কে প্রয়োজনীয় **অনুসন্ধানপূর্বক** (পূর্ববর্তী জরিপলিপি, প্রাথমিক খাজনালিপি, খসড়া স্বত্বলিপি, হোল্ডিংওয়ারি খাজনালিপি এবং ২নং বালাম বই সংশ্লিষ্ট রেজিস্টার ইত্যাদি পর্যালোচনাসহ প্রয়োজনীয় যাবতীয় তথ্যাদি অনুসন্ধান) সঠিক মর্মে সন্তুষ্ট হয়েই স্বত্বলিপি চূড়ান্ত করবেন ও রেজিস্টারভুক্ত করবেন, যার অনুলিপি কালেক্টরের সেন্ট্রাল রেকর্ড রুমে প্রেরণ করবেন।

০৬। (ক) SATA, ১৯৫০ এর ৮৬ (৪) ধারার বিধান মোতাবেক প্রকৃত মালিকানার প্রমাণসাপেক্ষে প্রকৃত মালিক/উত্তরাধিকার ব্যতীত নদীর পয়স্তিলব্ধ জমি অন্য কোন ব্যক্তির বিক্রি বা অন্য কোন প্রক্রিয়ায় হস্তান্তরের আইনগত সুযোগ নেই; কেবলমাত্র তা রাষ্ট্রীয় মালিকানায় বর্তাবে যা কালেক্টর বাহাদুরের পদবির বিপরীতে ১নং খতিয়ানে রেকর্ডভুক্ত হবে। বর্ণিত ক্ষেত্রে, প্রকৃত মালিকানা প্রমাণিত না হলে জাল/বানোয়াট/ভুয়া দলিলাদির উপস্থাপনকারীকে অবৈধ দখলদার বিবেচনায় উচ্ছেদ করতে হবে। একই সঙ্গে, নদীর সম্পত্তি/রাষ্ট্রীয় সম্পদ সুবিবেচনায় অবৈধভাবে মালিকানা অর্জনকারী/ভুয়া দলিল সৃজনকারী ও দাবিদার ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দখলের দায়ে ও অপরাধে তাঁর/তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা কালেক্টর বাহাদুরকেই করতে হবে; কারণ, তিনিই তো রাষ্ট্রের পক্ষে নদ-নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর-এর মালিক ও রক্ষক। দুর্নীতি দমন কমিশন/পুলিশ বিভাগেও অপরাধের ধরন ও বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে ঐ সকল কেইস দুর্নীতি দমন কমিশনের পুলিশ বিভাগে হস্তান্তর করা যেতে পারে। উক্তরূপ প্রকৃত মালিক ও মালিকানা ব্যতীত নদ-নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর কাউকেই বন্দোবস্ত কিংবা ডিসিআর মূলে দেয়া হলে তা অবৈধ, যোগসাজশে প্রদত্ত কিংবা বলপূর্বক অন্যায়ভাবে দখলকৃত বলে বিবেচিত হবে; এবং তা অবিলম্বে কালেক্টর বাহাদুর বাতিল করবেন। উপর্যুক্ত মৌলিক আইন ও বিধি-বিধান জেলা প্রশাসক/কালেক্টর বাহাদুরকে সেই Review ও Revisional ক্ষমতা প্রদান করেছে।

(খ) আরও প্রণিধানযোগ্য যে, CS পর্চার ভিত্তিতেই SA/RS/BS পর্চা ও নকশার সঙ্গে তুলনামূলক বিবেচনায় কালেক্টরকেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। নদীর জমির পরিমাণে অমিল/পার্থক্য (হ্রাস প্রাপ্তি) হলে সেক্ষেত্রে RS/BS/সিটি জরিপ এর Presumptive Value অগ্রহণযোগ্য ও বাতিলযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। কারণ, নদীর জমি সিএস-পরবর্তী যে-কোনো জরিপে ব্যক্তি/গোষ্ঠী/সংস্থার নামে মালিকানা হস্তান্তরিত হবার কিংবা হ্রাস পাবার আইনগত কোনো সুযোগ নেই। নদীর জমির শ্রেণি পরিবর্তনযোগ্য নয় কিংবা বন্দোবস্তযোগ্য নয়, কিন্তু পরিবর্ধনযোগ্য। কালেক্টর (রাজস্ব কর্মকর্তা) অবিলেম্ব তার জেলা/উপজেলাধীন প্রবাহিত নদ-নদী কিংবা খালের জমি, তীরভূমি উক্ত আইনের **১৪৩ ধারা/১৪৯(৪)** ধারায় শুনানি নিয়ে তা বাতিল করে **নদীর জমি নদীকেই ফেরত দেবেন/নেবেন।**

চলমান পাতা-৪

চেয়ারম্যান
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
হোসাইন টাওয়ার (১২ তলা)
বীর প্রতীক গাজী গোলাম দস্তগীর রোড
১১৬, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০

আধা সরকারি পত্র নম্বর................ তারিখ ঃ.................................

উল্লেখ্য যে, নদীর সিকস্তি কিংবা পয়স্তিলব্ধ জমি বন্দোবস্ত কিংবা DCR মূলে অস্থায়ীভাবে ভোগ করার সুযোগ কোনো জেলা/উপজেলায় দেয়া হয়ে থাকলেও তা উপরে বর্ণিত আইনের পরিপন্থি বিবেচনায় কালেক্টর বাহাদুর অবিলম্বে স্বীয় উদ্যোগে (on his own motion) তা বাতিল করার যথোপযুক্ত আদেশ জারি করে নদীর জমি/তীরভূমি (ফোরশোর) সরকারের নিরঙ্কুশ দখলে নেবেন এবং তদানুযায়ী কালেক্টরের নামে ১ নং খতিয়ানে লিপিবদ্ধ করবেন/করাবেন।

০৭। উক্ত আইনের ৮৬ (১) ধারার বিধান অনুযায়ী নদী সিকস্তিস্থলে পরবর্তী কোনো সময়ে পয়স্তিলব্ধ (চর জেগে উঠলে) হলে ৮৬(৩) ধারা মোতাবেক তা **প্রাথমিকভাবে সরকারের মালিকানাধীনই থাকবে** এবং ৮৬(৪) ধারা মোতাবেক কালেক্টর বাহাদুর তার তাৎক্ষণিক দখল (immediate possession) নিশ্চিত করবেন এবং তা বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জনসাধারণকে অবহিত করবেন এবং তা দিয়ারা জরিপ করিয়ে ম্যাপ প্রস্তুত করবেন। ৮৬(৫) মোতাবেক ৮৬(৪) উপধারার বিধানানুযায়ী পয়স্তিলব্ধ জমির দখল গ্রহণ এবং জরিপ (**দিয়ারা**) ও ম্যাপ প্রস্তুতের ৪৫ দিনের মধ্যেই কেবলমাত্র উক্ত ৮৬ (২) মোতাবেক প্রকৃত মালিক বা উত্তরাধিকারীকে কালেক্টর বাহাদুর বরাদ্দ (Allotment) দেবেন (৬০ বিঘার অতিরিক্ত না হলে); যতটুকু ৬০ বিঘার অতিরিক্ত ততটুকু জমিই সরকারের কর্তৃত্বাধীনে, দখলে ও নামে লিপিবদ্ধ/ন্যস্ত থাকবে। SATA-র ৮৬ (৬) অনুযায়ী বন্দোবস্তকৃত **জমি সেলামিমুক্ত হবে,** তবে তিনি (প্রকৃত মালিক/উত্তরাধিকারী) ধার্যকৃত ন্যায়সঙ্গত **খাজনা ও ভূমি উন্নয়ন কর** পরিশোধে বাধ্য থাকবেন। আরও উল্লেখ্য যে, ৮৬ (৭) উপধারার বিধান অনুযায়ী কৃত্রিম ও যান্ত্রিক পদ্ধতিতে গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রমের ফলে নদীর জমি, তীরভূমি (ফোরশোরসহ) বৃদ্ধি প্রাপ্ত হলে তার মালিকানা সরকারের উপর অর্পিত থাকবে।

০৮। কালেক্টর বাহাদুর State Acquisition and Tenancy Act, 1950 এর ১৪৩ ও ১৪৯ (৪) ধারার ক্ষমতার যথার্থ ও ন্যায়ানুগ প্রয়োগের মাধ্যমে **যে কোনো সময়** সিএস পর্চানুযায়ী নদীর বাস্তব অবস্থা/ সীমানা/পূর্বাপর দলিলাদি/পর্চাসহ (যদি থাকে) ব্যক্তি/গোষ্ঠী/সংস্থার মালিকানা, দখল ও দাবির স্বপক্ষে এ পত্রের ৩(ক), (খ) ও (গ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত সকল প্রমাণাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে সরকারের নামে (রাষ্ট্রের পক্ষে) জনঅধিকারভূক্ত সম্পত্তি (Right of public easement) হিসেবে হালনাগাদ করে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে ক্ষমতাবান ও দায়িত্বপ্রাপ্ত। ১৪৪ (ক) ধারায় বর্ণিত RoR (RS/BS/SA) এর Presumptive Value প্রমাণাদি/সাক্ষ্যাদির প্রেক্ষিতে বস্তুনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে তা ভুল (incorrect) প্রমাণিত হলে সেই রেকর্ড/খতিয়ান RS/BS যাই-ই হোক না কেন, কালেক্টর বাহাদুর উক্ত ১৪৩/১৪৯ (৪) ধারায় তা বাতিল করবেন/করাবেন। উক্ত আইন ও হাইকোর্টের রায়ের নজির যথোপযুক্ত বিবেচনায়, সূত্রোল্লিখিত পত্রসমূহের মাধ্যমে একাধিকবার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসনকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও, এখন পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি বলে কমিটির প্রতিবেদনে দৃশ্যত প্রতিভাত হয়েছে। উক্ত SATA আইনের ১৪৫ (ঙ) এবং ১৪৫ (চ) ধারায় বর্ণিত বিধান ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র বিবেচনায় এনে কালেক্টর বাহাদুর যথোপযুক্ত আইনানুগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

০৯। মহামান্য হাইকোর্টের পূর্বোক্ত রায়ে বর্ণিত নির্দেশনা ও এ পত্রে উল্লিখিত বিভিন্ন আইন ও বিধিবিধান অনুসরণে আপনার জেলার নদনদীসমূহের অবৈধ দখল, উচ্ছেদ ও উদ্ধার এবং নদীসম্পদ—পানি, পলি, বালু, পাথর ইত্যাদি প্রচলিত আইনের কঠোর প্রয়োগে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাপনা এবং পানি ও পরিবেশের দূষণমুক্তকরণ, নদীর প্রবাহ সচল নিশ্চিতকরণ এবং নাব্যতা পুনরুদ্ধারে সর্বোপরি সরকারি ভূমি সংরক্ষণ করতে আপনার বলিষ্ঠ, সাহসী ও অব্যাহত প্রচেষ্টা জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন প্রত্যাশা করে। এসব কার্যাবলি সম্পাদনে আপনি আপনার নেতৃত্বাধীন জেলা নদী রক্ষা কমিটির সিদ্ধান্ত এবং বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির পরামর্শ ও নির্দেশনা কাজে লাগাতে পারেন। নদী সংশ্লিষ্ট এসব কার্যনির্বাহে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সার্বিক সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

শুভেচ্ছা, সুস্থতা ও সফলতা কামনায়,

ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার ৪/১/১৮
চেয়ারম্যান
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
ফোন ঃ ৪৯৩৪৯৬৭৬

আবু ছালেহ মোহাম্মদ ফেরদৌস খান
জেলা প্রশাসক
ঢাকা।

চেয়ারম্যান
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
হোসাইন টাওয়ার (১২ তলা)
বীর প্রতীক গাজী গোলাম দস্তগীর রো
১১৬, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০

আধা সরকারি পত্র নম্বর ১৮.২০.০০০০.০১৮.১৬.০০২.১৪-১০১ তারিখ ঃ ০৫/০২/২০১৯

প্রিয় জেলা প্রশাসক ও কালেক্টর মহোদয়,

সালাম ও শুভেচ্ছা জানবেন।

ইতঃপূর্বে আধাসরকারি পত্র (কপি সংযুক্ত) পাঠিয়ে নদ-নদী ও খাল-বিল, জলাশয়, জলাধার অবৈধ দখলদার চিহ্নিতকরণপূর্বক উচ্ছেদ ও উদ্ধার অভিযান পরিচালনার জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হয়েছিল। একই সাথে নদী সম্পদ- পানি, পলি, বালু, পাথর ইত্যাদি সম্পর্কিত প্রচলিত আইন ও বিধি-বিধান প্রয়োগের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সর্বোপরি সরকারি ভূমি সংরক্ষণে আপনার বলিষ্ঠ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়েছিল। এর প্রেক্ষিতে আপনার তরফ থেকে অবৈধ দখলদারদের তালিকা বা আপনার প্রশাসন কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে কোন প্রতিবেদন এ কমিশনে পাওয়া যায়নি।

২। আপনি ইতোমধ্যে সম্যক অবহিত হয়েছেন যে, মহামান্য হাইকোর্ট গত ৩১ জানুয়ারী ২০১৯ ও ৩ ফেব্রুয়ারী ২০১৯ নদ-নদীর দখল, দূষণ, ভরাট, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার বিষয়ে একটি ঐতিহাসিক রায় ঘোষণা করেছেন। উক্ত রায়ে নদ-নদী, খাল-বিল ও জলাশয়-জলাধারের দখল ও দূষণ প্রতিরোধ এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কয়েকটি সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান করেছেন। উক্ত রায়ে বিশেষ করে মহামান্য আদালত প্রতিটি জেলা, বিভাগ, পৌরসভা, সিটি করপোরেশনের অধিক্ষেত্রাধীন নদ-নদী, খাল-বিল ও জলাশয়-জলাধারের অবৈধ দখলদারদের তালিকা প্রণয়নপূর্বক আগামী ৩০ দিনের মধ্যে জনসমক্ষে প্রকাশের নির্দেশ প্রদান করেছেন। একই সাথে মহামান্য আদালত নদ-নদী, খাল-বিল ও জলাশয়-জলাধারের অবৈধ দখল ও দূষণকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করার আদেশ জারী করেছেন। রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ এর ৮৬ ও ৮৭ ধারা এবং ১৪৯(৪) ধারা অনুসারে কালেক্টর হিসেবে আপনি সেই ক্ষমতা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত। ফলে উক্তরূপ অবৈধ দখলদারদের চিহ্নিতকরণ ও তাদের উচ্ছেদের আইনানুগ ক্ষমতা ও এখতিয়ারও আপনারই।

৩। বর্ণিতাবস্থায়, আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৯ তারিখের মধ্যে আপনার জেলাধীন নদ-নদী, খাল, বিল ও জলাশয়-জলাধার ভিত্তিক অবৈধ দখলদারদের পূর্ণাংগ তালিকা প্রস্তুতপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ এবং আপনার দপ্তরের ওয়েবসাইটে ও নোটিশ বোর্ডে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। একইসঙ্গে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনার জন্য একটি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা (Time-bound Action Plan) প্রণয়ন ও জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের নিকট প্রেরণের জন্য আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় এক্ষেত্রে আপনার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রত্যাশা করছি।

শুভেচ্ছান্তে রইলাম।

ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার
চেয়ারম্যান
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

জনাব আবু ছালেহ মোহাম্মদ ফেরদৌস খান
জেলা প্রশাসক, ঢাকা।
ও
আহবায়ক, জেলা নদী রক্ষা কমিটি, ঢাকা

অনুলিপিঃ
বিভাগীয় কমিশনার ও আহবায়ক, বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটি, ঢাকা। উক্ত জেলা থেকে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে আহূত তালিকা প্রস্তুত ও প্রেরণ নিশ্চিত করণার্থে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
সাধারণ অধিশাখা

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের কার্যক্রম সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : জনাব মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
তারিখ ও সময় : ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯, বেলা ২:০০ ঘটিকা
সভার স্থান : মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সভাকক্ষ
সভায় উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি উপস্থিত কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন।

২। সভাপতির অনুমতিক্রমে সভার শুরুতে উপস্থিত সকল সদস্যকে অবহিত করার জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার নদীর সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কর্তৃক প্রস্তুতকৃত একটি ভিডিও দেখানো হয়। অতঃপর জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান সভার আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণাপত্র সভায় উপস্থাপন করেন। আলোচ্যসূচির ওপর বিস্তারিত আলোচনাক্রমে নিম্নে বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্রমিক	বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১.	সভা অবহিত হয় যে, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সৃষ্টির সূচনালগ্ন হতে নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কাজ করছে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন প্রণয়ন, বাজেট বরাদ্দ ও কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয় করে থাকে। নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে কমিশনের কার্যক্রম ও সুপারিশ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কিছু প্রতিবন্ধকতার বিষয় উল্লেখ করা হয়। স্বাধীনভাবে কাজ করার প্রয়াসে দুর্নীতি দমন কমিশনের ন্যায় জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান সভায় প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। সভায় আলোচনা হয় যে জাতীয় প্রতিযোগিতামূলক কমিশন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে কাজ করে যাচ্ছে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের কাজ নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ের কাজের সঙ্গে সার্বিকভাবে সংগতিপূর্ণ। নদী রক্ষার জন্যই নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয় হতে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সৃষ্টি করা হয়েছে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় রাখা যৌক্তিক হবে। নদী রক্ষা কমিশনের দেওয়া সুপারিশ নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে। এক্ষেত্রে নদী রক্ষা কমিশনের কোনো সুপারিশ বা প্রস্তাব যদি নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয় বাস্তবায়ন না করে বা অস্বীকৃতি জানায় অথবা কমিশন নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে যেসকল প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন তা নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়কে স্পষ্ট করে জানাতে পারে। বিকল্প হিসেবে সভায় আলোচনা হয় যে নদীর মালিকানা ভূমি মন্ত্রণালয়ের। সেই হিসেবে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ভূমি মন্ত্রণালয়েও ন্যস্ত করা যেতে পারে প্রাসঙ্গিকতার কারণে। তবে কোন বিষয় কোন্ মন্ত্রণালয়ের আওতায় থাকবে তা নির্ধারণের এখতিয়ার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর।	১। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় হিসাবে নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কাজ করতে পারে। এক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হলে তা নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়কে স্পষ্টভাবে জানাতে পারে। তাতেও কাজ না হলে কমিশন বিষয়টি সরাসরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নজরে এনে এটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বা ভূমি মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত হবে কীনা সে বিষয়ে তাঁর সানুগ্রহ সিদ্ধান্ত কামনা করতে পারে।	জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

ক্রমিক	বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
২.	সভা অবহিত হয় যে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, উক্ত আইনের আওতায় বিধিমালা প্রণয়ন এবং আইনটি মোবাইল কোর্ট আইনের আওতাভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। আইনটি মোবাইল কোর্ট আইনের আওতায় আনা হলে নদীর অবৈধ দখল ও পানি দূষণ বন্ধ করা সম্ভব হবে।	২। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, বিশেষ করে এই আইনে enforceable বিষয়াদি সংযোজন, উক্ত আইনের আওতায় বিধিমালা প্রণয়ন এবং আইনটি মোবাইল কোর্ট আইনের আওতায় আনার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয় ও জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
৩.	সভা অবহিত হয় যে নদীর জমি অবৈধভাবে দখল করে স্থায়ী/অস্থায়ী স্থাপনা তৈরি করা হয়েছে। অবৈধ স্থায়ী/অস্থায়ী স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে প্রয়োজনীয় আর্থিক বরাদ্দ প্রদান করা প্রয়োজন।	৩। নদীর জমি অবৈধভাবে দখল করে তৈরিকৃত স্থায়ী/অস্থায়ী স্থাপনা উচ্ছেদ করতে হবে এবং উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও প্রতিষ্ঠান/সংস্থাকে প্রয়োজনীয় আর্থিক বরাদ্দ প্রদান করতে হবে।	অর্থ মন্ত্রণালয়/ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়/ ভূমি মন্ত্রণালয় ও নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়
৪.	সভা অবহিত হয় যে নদীর তীর ঘেষে স্থাপিত শিল্প কারখানার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা যথাযথ নেই। শিল্প কারখানার তরল অপরিশোধিত বর্জ্য প্রতিনিয়তই নদীর পানিতে মিশে নদীর পানি দূষণ করছে। নদীর পানিতে যাতে শিল্প কারখানার বর্জ্য ফেলে পানি দূষিত করতে না পারে এটি রোধকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।	৪। শিল্প কারখানার বর্জ্য ফেলে নদীর পানি দূষণকারীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়/ পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ও জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
৫.	সভা অবহিত হয় যে সরকারি বিভিন্ন সংস্থার সহযোগিতায় উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করে অবৈধভাবে দখলকৃত নদীর জমি দখলমুক্ত করা হয়। উদ্ধারকৃত নদীর জমি যাতে পুনরায় দখল করতে না পারে এ বিষয়ে জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।	৫। সরকারি বিভিন্ন সংস্থার সহযোগিতায় উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করে উদ্ধারকৃত নদীর জমি যাতে পুনরায় দখল না হয় সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	ভূমি মন্ত্রণালয়/ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

৩। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
২১.৩.১৯
(মোহাম্মদ শফিউল আলম)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

২/৩

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪১৬.৯৯.০১০.১৮.২৬৭

তারিখ: ১৩ চৈত্র ১৪২৫ / ২৭ মার্চ ২০১৯

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

১. সিনিয়র সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩. চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, হোসাইন টাওয়ার (১২তলা), ১১৬, নয়াপল্টন, ঢাকা
৪. সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৫. সচিব, সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৬. সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৭. সচিব, নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৮. সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৯. সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১০. সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১১. সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১২. সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৩. সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৪. সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৫. সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, মতিঝিল, ঢাকা
১৬. সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

(মোঃ সাজ্জাদুল হাসান)
উপসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
হোসাইন টাওয়ার (১২ তলা)
বীর প্রতীক গাজী গোলাম দস্তগীর রোড
১১৬, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০।
www.nrccb.gov.bd

বিষয় ঃ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের সাথে ঢাকার চারপার্শ্বের নদীসমূহের সার্বিক বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি ঃ ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার
চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

সভার স্থান ঃ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সম্মেলন কক্ষ।

সভার তারিখ ও সময় ঃ ২২/০২/২০১৮ ইং সকাল ১০.৩০ মিনিট।

উপস্থিতির তালিকা ঃ পরিশিষ্ট 'ক' দৃষ্টব্য।

সভায় সভাপতি উপস্থিত সকল কর্মকর্তাকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন এবং নিজের পরিচয় ও সুদীর্ঘ কর্মজীবনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনান্তে কর্মকর্তাদের সাথে পরিচিত হন। অতঃপর কমিশনের আহ্বানে কমিশনের সভায় অংশগ্রহণের জন্য উপস্থিত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সভায় আলোচনাকালে তিনি অদ্যকার সভার প্রেক্ষপট উল্লেখপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন গঠন এবং কমিশনের দায়-দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। নদ-নদীকে সভ্যতার পাদভূমি হিসেবে উল্লেখ করত: কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল রাখাসহ সভ্যতার বিকাশ ও জাতীয় উন্নয়ন তরান্বিত করার ক্ষেত্রে নদীর গুরুত্ব অপরিসীম বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। নদী রক্ষার্থে নদীর দখল, দূষণ, প্রতিরোধসহ নাব্যতা বজায় এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নদীর বহুমাত্রিক ব্যবহার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নদী সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, সংস্থার কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন আবশ্যক বলে তিনি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের একার পক্ষে নদী রক্ষা করা সম্ভব নয়। এজন্য তিনি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন' ২০১৩ এর ১২(ক) এর বিধান মোতাবেক সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টা ও সহযোগীতা প্রত্যাশা করেন।

সভায় আলোচনাকালে সম্প্রতি তাঁর পরিদর্শনকালীন সময়ে গৃহীত বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা, বালু ও ধলেশ্বরী নদীর ভিডিও চিত্র সকলের অবলোকনের জন্য সভায় প্রদর্শন করা হয়। ভিডিও চিত্র হতে দেখা যায় যে, বুড়িগঙ্গা নদীর উভয় তীরে অবৈধভাবে অনেক শিল্পকারখানা, ইটেরভাটা ও অবৈধ স্থাপনা নির্মিত হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন হাউজিং কোম্পানী নদীর/খালের জায়গা অবৈধভাবে দখল ও ভরাট করে বিভিন্ন প্রকার অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ করা হচ্ছে। বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য, ময়লা আবর্জনা, পলিথিন ও ময়লা পানি নিঃসরণের ফলে নদীর পানি ও পরিবেশ মারাত্মকভাবে দূষিত হয়েছে। বিভিন্ন জাহাজ যত্রতত্র ফেলে রেখে নাব্যতা/নৌ চলাচল বন্ধ করে রাখা হয়েছে। তাছাড়া 'আশুলিয়া ল্যান্ডিং স্টেশন" হতে ইজতেমা মাঠ পর্যন্ত অবৈধ স্থাপনা ও ময়লা আবর্জনা নদীর মধ্যে ফেলে নৌ-পথকে বাধাগ্রস্ত করা হয়েছে। টঙ্গী রেল ব্রীজ এলাকায় তুরাগ নদীর পানির প্রবাহ একেবারেই স্তিমিত ও জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর পরিবেশ লক্ষ্য করা যায় বলে তিনি সভাকে অবহিত করেন। নদীর তীরে অগণিত ইটের ভাটা ও শিল্প কারখানা স্থাপনের কারণে ও নদীতে শিল্প বর্জ্য, ময়লা আবর্জনা ও Solid Waste ফেলার কারণে নদীর পানি বিষাক্ত ও পুঁতিগন্ধময় হয়ে পড়েছে। ইটের ভাটার ধোঁয়ায় ও নদীর পানি বিষাক্ত ও দুর্গন্ধযুক্ত হওয়ার কারণে আশেপাশের এলাকা বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়েছে বলে সভাপতি উল্লেখ করেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, নদীর তীরে ক্ষমতাধর ব্যক্তিবর্গকর্তৃক বাগানবাড়ি ও শিল্প প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা হয়েছে। বুড়িগঙ্গা ও তুরাগ নদীর তীরে অনেক অবৈধ স্থাপনার পাশাপাশি সরকারি দপ্তর/সংস্থার স্থাপনাও পরিদর্শনকালে দেখা গেছে। এই সমস্ত সরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তি মালিকানাধীন স্থাপনাসমূহ উচ্ছেদ করা কষ্টকর ও দূরূহ হয়ে পড়েছে মর্মে আশংকা ব্যক্ত করেন। আবার অনেক ক্ষেত্রেই নদীর স্বার্থ রক্ষা না করেই নদীতে অপরিকল্পিতভাবে উন্নয়নমূলক প্রকল্প/কর্মসূচি যেমন ব্রীজ/কালভার্ট/রাস্তা/পোল্ডার/স্লুইস গেট/বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিভাগ/বোর্ড/কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্মাণ করা হয়েছে ; যা সময়ের পরিক্রমায় অপ্রয়োজনীয় ও অপচয় হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে বিআইডব্লিউটিএ এর নির্ধারিত ফোরশোরে বিভিন্ন প্রকার অবৈধ স্থাপনা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা হয়েছে যা নদীর স্বাভাবিক গতি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিসহ নদীর পানিকে প্রতিনিয়ত দূষণ করছে। এছাড়া বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও গৃহস্থালির ময়লা আবর্জনা ও

বর্জ্য এবং হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহের বিষাক্ত বর্জ্য নদী গর্ভে ফেলার কারণে নদীর পানি দূষিত হচ্ছে। সাভারের হরিণধরাতে চামড়া শিল্প নগরী স্থানান্তরের কারণে বর্তমানে ধলেশ্বরী নদীর পানিও মারাত্মক দূষণ হচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি সিএস এবং আরএস মৌজা ম্যাপের ভিত্তিতে বিআইডব্লিউটিএ-কে নদীর ফোরশোর বুঝিয়ে দেয়ার পর পুনরায় সীমা নির্ধারণের বিষয়ে বিআইডব্লিউটিএ এর দাবীর যৌক্তিকতা তুলে ধরার জন্য তিনি বিআইডব্লিউটিএ এর উপস্থিত প্রতিনিধিদের বক্তব্য আহ্বান করেন।

এ পর্যায়ে বিআইডব্লিউটিএ এর উপস্থিত প্রতিনিধি ও যুগ্ম পরিচালক জনাব মোঃ জয়নাল আবেদীন সভায় উল্লেখ করেন যে, ১৯৬০ সনের পোর্ট এ্যাক্ট এবং পোর্ট রুল এর আলোকে বন্দর ব্যবস্থাপনার স্বার্থে নদীর ফোরশোর উত্তর-দক্ষিণ বরাবর নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। ১৯৯৬-৯৭ সনের পূর্বে নদীর প্রবাহ বিবেচনায় নদীর ফোরশোর নির্ধারণ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে মহামান্য হাইকোর্টে দায়েরকৃত ৩৫০৩/২০০৯ নং মোকদ্দমার আদেশের ভিত্তিতে সিএস মৌজা ম্যাপের ভিত্তিতে নদীর ফোরশোর নির্ধারন করতে গেলে কিছু স্থানে নদীর গর্ভে সীমানা পিলার স্থাপিত হয়। এতে বিআইডব্লিউটিএ হতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনসমূহের নিকট আপত্তি উত্থাপন করা হয়। উল্লেখ্য যে, Port Rule ও Port Act অনুযায়ী Port Limit কে Longitude ও Latitude দ্বারা সীমানা নির্ধারণ করা হয়। প্রবাহমান বিবেচনায় সিএস ম্যাপের উপর নদীর Low Water Line এবং High Water Line পোর্ট লিমিট ম্যাপে চিহ্নিত করা আছে। High Water Line ও Low Water Line এর জায়গা শিডিউলভুক্ত করে তা জেলা প্রশাসন ও বিআইডব্লিউটিএ এর যৌথ সার্ভের মাধ্যমে বাৎসরিক ১৬ (ষোল) লক্ষ টাকা সেলামি নির্ধারণ করে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ক্রমে তা জেলা প্রশাসন ঢাকা ও জেলা প্রশাসন নারায়নগঞ্জ কর্তৃক বিআইডব্লিউটিএকে বুঝিয়ে দেয়া হয়। নদীর High Water Line ও Low Water Line চিহ্নিত করে High Water Line থেকে ১৫০ ফিট উপর পর্যন্ত নদীর ফোরশোর নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। ১৫০ ফিট এর মধ্যে কোন প্রকার স্থাপনা বা Structure নির্মাণ করতে হলে বিআইডব্লিউটিএ থেকে অনাপত্তি নিতে হয়। প্রসংগত তিনি উল্লেখ করেন যে, বার্ষিক ১৬ (ষোল) লক্ষ টাকা পরিশোধের ভিত্তিতে নদীর ফোরশোর এর জায়গা বুঝে নিয়ে ঢাকা ও নারায়নগঞ্জ নদী বন্দরের ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হচ্ছে।

এই পর্যায়ে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জনাব মোঃ আওরঙ্গজেব সভায় সিএস, আরএস এবং সিটি জরিপের প্রণীত ম্যাপের ভিত্তিতে বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা ও তুরাগ নদীর জরীপ সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। এক্ষেত্রে ভূমি রেকর্ড ও জরীপ অধিদপ্তরের কার্যক্রমে কোন ভুল নেই বলে উল্লেখ করেন। এ সমস্ত নদীর ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট Hard ও Compact ধরণের। ফলে এ সমস্ত নদীতে কোন ভাঙ্গন দেখা যায় না। তুরাগ ও বালু নদীর প্রশস্ততা এমনিতেই কম। তাই এ সমস্ত নদীর নাব্যতা কম বিধায় নৌ-চলাচল স্বাভাবিক রাখা কষ্টকর। নদীর নাব্যতা রক্ষার্থে খনন কার্যক্রম গ্রহণের বিকল্প নেই বলে তিনি সভায় উল্লেখ করেন।

সভায় আলোচনাকালে ঢাকা জেলা প্রশাসন এর প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর জনাব মোঃ ইলিয়াস মেহেদী সভায় উল্লেখ করেন যে, বুড়িগঙ্গা ও তুরাগ নদীর তীরে নির্মিত ইটের ভাটাসমূহ পরিবেশ অধিদপ্তর হতে ছাড়পত্র গ্রহণ করে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এ প্রসংগে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপস্থিত যুগ্ম সচিব বেগম নুজহাত ইয়াসমিন ও জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের পরিচালক ইকরামুল হক উভয়ে সভায় বলেন যে, পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র নেয়া হয়েছে বলেই যে ইটের ভাটাসমূহ বেআইনীভাবে পরিবেশ দূষণ করে নদীর ক্ষতি করে যাবে তা মেনে নেয়া যায় না। এক্ষেত্রে জেলা প্রশাসন ঢাকা ও পরিবেশ অধিদপ্তর পরিবেশ দুষণকারী ইটের ভাটাসমূহের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করার পর তা নিয়মিত মনিটরিং করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

সভায় আলোচনাকালে তথ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব জনাব মোঃ রবিউল ইসলাম সভায় উল্লেখ করেন যে, নদীর দখল ও দূষণের বিষয়ে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে মিডিয়ার গুরুত্ব অত্যাধিক। বর্তমানে সরকারি প্রচার মাধ্যমের কার্যক্রম পরিধি ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে এবং বেসরকারি প্রচার মাধ্যমের কার্যক্রমের পরিধি ও সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে উল্লেখ করত : নদ-নদীর দখল, দূষণ প্রতিরোধে বেসরকারি মিডিয়াসমূহকে অধিকতর কাজে লাগানো এবং তাদের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি ও সমন্বয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের তত্ত্বাবধানে বা নেতৃত্বে নদী রক্ষার্থে প্রামান্য চিত্র তৈরি করে তা বহুল প্রচারের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে মর্মে অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি দখল দূষণের উপর দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করার সাথে সাথে 'উদাহরণ সৃষ্টি হয়েছে' এমন কার্যক্রমের উপর ফোকাস দেয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

চলমান পাতা-২

সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগের যুগ্ম সচিব জনাব মনীন্দ্র কিশোর মজুমদার তুরাগ নদীর পাড় অবৈধ দখল হয়ে গেছে মর্মে উল্লেখ করেন। প্রসংগত তিনি সড়ক ও মহাসড়ক হতে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করার পর পুনরায় তা অবৈধ দখল হয়ে গেছে মর্মে সভায় অবহিত করেন। তিনি উচ্ছেদ কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর তা পুনঃদখল রোধ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং এ বিষয়ে নিয়মিত পরিবীক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি নদীর রক্ষা কমিশন কর্তৃক নদীর অবৈধ দখল প্রতিরোধে দৃশ্যমান কার্যক্রম গ্রহণের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ২/৩টি নদী নির্ধারণ করে সার্বিক উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনার আহ্বান জানান। এ প্রসংগে অগ্রাধিকার বিবেচনায় মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রীট পিটিশনের রায়ের নির্দেশ বাস্তবায়নার্থে তিনি ঢাকার চারপার্শ্বের নদীসমূহ উদ্ধারের জন্য প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সেই সাথে সমগ্র বাংলাদেশের নদ-নদী অবৈধ দখল হতে রক্ষার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় নজর ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

স্পার্সোর প্রতিনিধি ও সদস্য জনাব আ.ক.ম জাহেদুল ইসলাম বলেন, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়ে থাকে। তবে অনেক ক্ষেত্রে প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়িত হয় না। তিনি বুড়িগঙ্গা নদীর পানি বিষাক্ত ও পুঁতিদুর্গন্ধময় হওয়ার কারণে এর তীরে বসবাসের অযোগ্য উল্লেখ করত : নদীর পানি পরিশুদ্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গুরুত্ব আরোপ করেন। সেই সাথে নদ-নদী রক্ষার্থে বিশেষজ্ঞ ও স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে জাতীয় পর্যায়ে ওয়ার্কশপ বা পরামর্শ সভা (Consultation meeting) করা যেতে পারে মর্মে অভিমত প্রকাশ করেন।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব রাজিব খাদেম সভায় দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বুড়িগঙ্গা নদীর তীরবর্তী এলাকার জনসাধারণকে নদীতে ময়লা না ফেলার জন্য উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালন করা হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন। কামরাঙ্গীচরে আদি বুড়িগঙ্গা নদীতে ময়লা বর্জ্য না ফেলে জমা করার জন্য দুটি Transfer Station নির্মাণ করা হয়েছে মর্মে সভায় অবহিত করেন। এছাড়া কনটেইনারের ময়লা আবর্জনাসমূহ Secondery Station এ স্থানান্তরিত করা হচ্ছে। ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের অর্থায়নে বুড়িগঙ্গার পানি দূষণরোধ করার জন্য ও নদীর তীরে ওয়াকওয়ে (Walk Way) নির্মাণসহ সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার নিমিত্তে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনকর্তৃক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন।

এ প্রসংগে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য জনাব মোঃ আলাউদ্দিন একই বিষয়ে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে মর্মে উল্লেখ করত: প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দ্বৈততা পরিহারের আহ্বান জানান। তিনি টঙ্গীব্রীজ থেকে উত্তর ও দক্ষিণ দিকে তাকালে Walk Way তে ময়লা আবর্জনার স্তুপ দেখা যায় মর্মে সভায় উল্লেখ করেন। তিনি ময়লা অপসারণে দক্ষিণ ও উত্তর সিটি কর্পোরেশন কে বিআইডব্লিউটিএ এর সাথে সমন্বয় করে কাজ পরিচালনা করার অনুরোধ করেন। এক্ষেত্রে নদীর সৌন্দর্য বর্ধণের চেয়ে নদী রক্ষার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। এ প্রসংগে উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রতিনিধি ও নগর পরিকল্পনাবিদ জনাব দিলবাহার আহম্মেদ সভায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে বর্জ্য অপসারণ ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করা হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন এবং এক্ষেত্রে Vehicle Traking করা হয় মর্মে সভায় অবহিত করেন। বর্তমানে উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ময়লা আবর্জনা সংগ্রহের নিমিত্তে ৬০(ষাট)টি Secondery Station ব্যবহার করা হচ্ছে। পরবর্তীতে আমিনবাজারে চূড়ান্তভাবে ময়লা আবর্জনা স্থানান্তর করা হচ্ছে। তুরাগ ও বালু দূষণ প্রতিরোধে উত্তর সিটি কর্পোরেশনকর্তৃক অদ্যাবধি কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি বলে তিনি সভায় অবহিত করেন।

এ প্রসংগে সভাপতি সিটি কর্পোরেশনের এলাকাভুক্ত নদীতে চলাচল বিঘ্নিত হয় বা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নদীতে ময়লা ফেলে নদীর পানি দূষিত হয় এমন কাজ সিটি কর্পোরেশন করতে পারে না বলে অভিমত প্রকাশ করেন। সিটি কর্পোরেশনের এলাকাধীন নদীর মালিক সিটি কর্পোরেশন নয়। উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য নদীর তীরের প্রয়োজন হলে সিটি কর্পোরেশন জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমতি নিতে পারে। Walk Way নির্মাণের ক্ষেত্রেও কমিশনকে অবহিত রেখে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।

সভায় আলোচনাকালে ভূমি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মোঃ মতিন সভাপতির নির্ভীক, সৎ ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহ রক্ষার্থে অর্পিত দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি নদীর তীর থেকে বালু উত্তোলনের ফলে নদীর তীর ভেঙ্গে যাচ্ছে বলে উল্লেখ করত: এ বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান। বুড়িগঙ্গা নদীতে যে পরিমাণ ময়লা আবর্জনা ফেলা হচ্ছে তাতে বুড়িগঙ্গা নদীর পানি অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে পড়েছে এবং বর্তমানে এই নদীর তীর বসবাসের অযোগ্য মর্মে সভায় উল্লেখ করেন। এক্ষেত্রে বিআইডব্লিউটিএ নদীর ব্যবহারকারী সংস্থা হিসাবে নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের লোকজনের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা উচিত বলে অভিমত প্রকাশ করেন। এ প্রসংগে সভাপতি কার্গোজাহাজ সমূহকে বুড়িগঙ্গা নদীর তীর পর্যন্ত আসার অনুমতি দিয়ে নদীর পানি দূষণ করা হচ্ছে কিনা তা বিবেচনায় নেয়ার জন্য এবং প্রয়োজনে শুধুমাত্র যাত্রীবাহী লঞ্চ/স্টিমার সমূহকে বুড়িগঙ্গা নদীর সদরঘাটে/বন্দরে আসার অনুমতি দেয়া যেতে পারে মর্মে দিক নির্দেশনা দেন।

চলমান পাতা-৩

সভায় ধলেশ্বরী নদীর প্রসংগে আলোচনাকালে সভাপতি সম্প্রতি সাভারের হরিণধরাতে চামড়া শিল্প নগরী পরিদর্শনকালীন তিক্ত অভিজ্ঞতা সভায় উল্লেখ করেন। সাভার শিল্প নগরীর সিইটিপি এর ৪ (চার)টা মডিউলের শিল্প বর্জ্য ও তরল বর্জ্য ধলেশ্বরী নদীতে ফেলা হচ্ছে। এ সমস্ত বর্জ্য ধলেশ্বরী নদীর পানি মারাত্মকভাবে দূষিত করছে। ফলে ধলেশ্বরী নদীর জীব বৈচিত্র্য হুমকির সম্মুখীন ও আশেপাশের এলাকার পরিবেশ বিষাক্ত ও দুর্গন্ধময় হয়ে পড়ছে। এক্ষেত্রে সিইটিপির পরিশোধনাগারে শিল্প বর্জ্যসমূহ যথাযথভাবে পরিশোধন করে ধলেশ্বরী নদীতে ডিসচার্জ করা হচ্ছে না। পরিদর্শনকালীন সময়ে সিইটিপি কর্তৃপক্ষ পরিশোধনাগারে কি কি রাসায়নিক উপাদান ব্যবহার করা হচ্ছে তা জানাতে ব্যর্থ হয়েছে। এছাড়া চোরাগুপ্তা লাইন ব্যবহার করে চামড়া শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ ধলেশ্বরী নদীতে শিল্প বর্জ্য ও তরল বিষাক্ত বর্জ্য ফেলছে। সিইটিপিতে ক্রোম সেপারেশনের ও ডিস্যালাইনেশনের কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি। যথাযথ পরিশোধন ব্যতিরেকেই ধলেশ্বরী নদীতে শিল্প বর্জ্যসমূহ ডিসচার্জ করা হচ্ছে। বর্তমান অবস্থা অব্যাহত থাকলে অদূর ভবিষ্যতে ধলেশ্বরী নদীর অবস্থা বুড়িগঙ্গা নদীর পরিণতি হবে মর্মে সভাপতি আশংকা প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে একাধিকবার সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় ও পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের সাথে তাঁর আলোচনার কথা সভায় উল্লেখ করেন। মাননীয় শিল্প মন্ত্রী এ বিষয়ে অবহিত রয়েছেন বলে তিনি সভায় জানান। সাভার শিল্প নগরীতে গৃহীত প্রকল্পটি চীনা প্রতিষ্ঠান Turn key ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করে আসছে। মোট ৫০০ কোটি টাকার প্রকল্পের মধ্যে ইতোমধ্যে ৩৭৫ কোটি টাকারও বেশি চীনা কর্তৃপক্ষ বরাবর পরিশোধ করা হয়েছে। অথচ ধলেশ্বরী নদীতে চামড়া শিল্পের বর্জ্য নিষ্কাশন প্রক্রিয়ায় মারাত্মক ত্রুটি রয়ে গেছে।

এ প্রসংগে পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি সভায় উল্লেখ করেন যে প্রতিমাসে দুইবার সরেজমিনে পরিদর্শন করে সাভার শিল্প নগরীর সিইটিপির কার্যক্রম ও Sample collect করে পরিবীক্ষণ করা হয়। প্রাপ্ত ফলাফল শিল্প মন্ত্রণালয় ও বিসিক-কে অবহিত করা হয়ে থাকে। সাভার শিল্প নগরীর সিইটিপিতে Solid Waste পরিশোধন করার কোন ব্যবস্থা নেই বলে তিনি সভায় উল্লেখ করেন। এ প্রসংগে সভাপতি শুধুমাত্র পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের উপর সীমাবদ্ধ না থেকে পরিবেশ অধিদপ্তরকে জরিমানা ও মামলা করার পরামর্শ দেন এবং প্রয়োজনে দায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ চিহ্নিত করত: সীলগালা করে দেয়ার আহ্বান জানান। তিনি সাভার শিল্পনগরীতে সিইটিপি কার্যক্রম পরিবীক্ষণের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুপস্থিতি ও অবহেলাকে দায়ী করেন। সভায় আলোচনাকালে পানি উন্নয়ন বোর্ড এর নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব দেওয়ান আইনুল হক তাঁর বক্তব্যে পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক গোড়ান চাটবাড়ী প্রকল্পের মাধ্যমে মীরপুর থেকে আব্দুলাহপুর পর্যন্ত বেড়িবাঁধের নিকটে নিচু এলাকার পানি সংরক্ষণ করে তা পাম্পের মাধ্যমে তুরাগ নদীতে ডিসচার্জ করা হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন। এই প্রকল্পের মোট ৫৭৩ একর জমিতে নিচু এলাকার পানি ধারণ করা হয় এবং প্রতি সেকেন্ডে ৬৬ কিউমেক পানি তুরাগ নদীতে নিক্ষেপ করা হচ্ছে। সার্বক্ষণিক সদস্য তুরাগ নদীতে পরিশোধিত পানি ছাড় করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রয়োজনে পানি উন্নয়ন বোর্ড এ বিষয়ে পৃথক প্রকল্প গ্রহণ করতে পারে মর্মে অভিমত প্রকাশ করেন। এ প্রসংগে নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব গোড়ান চাটবাড়ী প্রকল্পের পানিতে Biological Pollution বেশী না বরং Industrial Pollution বেশি আছে মর্মে সভায় অবহিত করেন। সভাপতি Industrial Pollution প্রতিরোধ করার জন্য দায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ চিহ্নিত করে ETP চালুকরণ এর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। শিল্প মন্ত্রণালয় ও পরিবেশ অধিদপ্তর সমন্বিতভাবে এই কার্যক্রম গ্রহণ করবে মর্মে তিনি প্রত্যাশা করেন।

সভায় বিআইডব্লিউটিএ এর উপস্থিত প্রতিনিধি যুগ্মপরিচালক জনাব জয়নাল আবেদীন সভায় উল্লেখ করেন যে, বিআইডব্লিউটি এ কর্তৃক ঢাকার আশপাশের চারটা নদীর দু'পাড়ের ২২০ কি:মি: ফোরশোরে ওয়াকওয়ে নির্মাণ কাজ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ২৩ কি:মি: ওয়াকওয়ে নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এবং ৫০ কি:মি: বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে মর্মে সভায় অবহিত করেন। নদীর সীমানা পিলার নির্মাণ ও স্থাপনের জন্য বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের অধীনে প্রতিটি পিলার মাটির উপরে ১০ এবং মাটির নিচে ১০ ফুট করে নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। ফলে ভবিষ্যতে নদীর তীর হতে পিলার অপসারণ/চুরি করা সহজ হবে না মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। প্রকল্পটি বর্তমানে একনেকে বিবেচনাধীন রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। এছাড়া বিআইডব্লিউটিএ এর ফোরশোরভুক্ত জায়গা হতে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদের নিমিত্তে নিয়মিত অভিযান পরিচালিত হচ্ছে মর্মে সভায় অবহিত করেন।

সভায় আলোচনাকালে সভাপতি উল্লেখ করেন যে, সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাসমূহ নদীর ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত। এই ব্যবস্থাপনার সাথে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও পানি উন্নয়ন বোর্ড, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বিআইডব্লিউটিএ, বিআইডব্লিউটিসি, ভূমি মন্ত্রণালয়, পরিবেশ মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রত্যক্ষ/পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত। নদীর জায়গা বেদখল হলে তার উদ্ধারের দায়িত্ব জেলা প্রশাসকের। রাষ্ট্রের জমি encroachment হলে কে উদ্ধার করবে তা নির্ধারিত রয়েছে। পানি উন্নয়ন বোর্ড নদীর পানি ব্যবস্থাপনা, নাব্যতা রক্ষা

চলমান পাতা-৪

ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের সাথে সম্পর্কিত। বিআইডব্লিউটিএ নদীর নাব্যতা রক্ষা ও নৌ বন্দর পরিচালনার সাথে জড়িত। এ সমস্ত সংস্থাকে নদীর ভূমি দেয়া হয় ব্যবহারের জন্য। নদীর জায়গায় বা নদীর তীরে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলে এবং নদী দূষণ করলে সে বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়দায়িত্ব রয়েছে। তেমনি নদীর পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

নদীর প্রকৃত মালিক হচ্ছে দেশের জনসাধারণ। জনগণের পক্ষে রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের পক্ষে সরকার এবং সরকারে পক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয় তথা কালেক্টর বা জেলা প্রশাসক নদীর মালিক হিসাবে নদীর স্বার্থ দেখাশুনার দায়িত্ব পালন করেন। জেলা প্রশাসক রেকর্ড অব রাইটস বা RoR সংরক্ষণ করে থাকেন ও ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করে থাকেন। নদীর জায়গা কারো নয় বা কাউকে দেয়া হয়নি। জনগণের ব্যবহারের জন্য নদীর জায়গা সংরক্ষণ করতে হবে। বংশ পরম্পরায় জনগণ নদীর জায়গা ব্যবহার করে আসবে। জেলা প্রশাসকগণ তা নিশ্চিত করবেন। বিআইডব্লিউটিএ, পরিবেশ অধিদপ্তর ও অন্যান্য সংস্থা জেলা প্রশাসককে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও সহায়তা করবেন। নদীর পথ সচল রাখতে হবে এবং এর দূষণ প্রতিরোধ করতে হবে। নদীর অবৈধ দখল উচ্ছেদের জন্য জেলা প্রশাসন ও বিআইডব্লিউটিএকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে নদী রক্ষা কমিশনের নেতৃত্বে কমিটি গঠন করে সরেজমিনে মাঠ পর্যায়ে উচ্ছেদ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা হবে।

নদীর সিকস্তি ও পয়স্তির কারণে নদীর সীমানা চিহ্নিতকরণ প্রসংগে সভাপতি ১৯৫০ সনের প্রজাসত্ত্বআইন এর ৮৬ এবং ৮৭ ধারা উল্লেখপূর্বক নদীর মালিকানা, স্বত্ব সংরক্ষণ দলিল/পর্চাসহ সীমানা চিহ্নিতকরণের ও অধিগ্রহণের দায়িত্ব জেলা প্রশাসকগণের উপর বলে তিনি সভায় উল্লেখ করেন। জেলা প্রশাসক/কালেক্টরের চাহিদা/অনুরোধ পত্র মোতাবেক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর নদীর সীমানা নির্ধারণের দায়িত্বপ্রাপ্ত। অথচ অদ্যাবধি ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর নদীর সীমানা নির্ধারণ শেষ করতে পারেনি। এ বিষয়ে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরকে অনতিবিলম্বে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগপূর্বক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ নিশ্চিতকরণে পরামর্শ প্রদান করেন। প্রয়োজনে জেলা প্রশাসক/কালেক্টরের চাহিদা মোতাবেক বাস্তবতার ভিত্তিতে এ বিষয়ে পৃথক প্রকল্প গ্রহণ করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সাথে সমন্বয় করে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর বাংলাদেশের সকল নদ-নদীর সীমানা নির্ধারণের কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক নদীর সীমানা পুন:চিহ্নিতকরণের দাবীর বিষয়ে সভাপতি জেলা প্রশাসন ঢাকা/নারায়নগঞ্জ/গাজীপুর/মুন্সীগঞ্জ/মানিকগঞ্জ কর্তৃক সিএস এবং আরএস ম্যাপের ভিত্তিতে বিআইডব্লিউটিএ কে নদীর ফোরশোর বুঝিয়ে দেয়ার পরেও পুনরায় ফোরশোর চিহ্নিতকরণের যৌক্তিকতা স্পষ্ট হওয়া উচিত মর্মে মন্তব্য করেন। নদীর জায়গা সিএস ম্যাপে যেখানে ছিল আরএস ম্যাপেও এর কোন ব্যক্তিক্রম হবার কোন সুযোগ নেই বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। সিএস ম্যাপের ভিত্তিতে নদীর সীমানা নির্ধারণ করতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আরএস ম্যাপকে বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। তবে তা ব্যতিক্রম হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে তা সরেজমিনে যাচাই করে নির্ধারণ করতে হবে। বিআইডব্লিউটিএর উত্থাপিত আপত্তিসমূহের ক্ষেত্রে সিএস ম্যাপ অনুযায়ী বন্দর কর্তৃপক্ষকে নদী বন্দরের জায়গা হস্তান্তর দলিল/চুক্তি পত্রের ভিত্তিতে বুঝিয়ে দিতে হবে। প্রয়োজনে চাহিদা মোতাবেক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন এ বিষয়ে সহযোগিতা প্রদান করবে। সে ক্ষেত্রে আপত্তিকৃত সীমানা পিলার চিহ্নিতকরণের স্থানসমূহ Plot to Plot ভিত্তিতেই চলিত আইনকানুন ও বিধিবিধান এবং মহামান্য হাইকোর্টের উক্ত রায়ের আলোকে যাচাই করা হবে।

নদীর জায়গায় দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচীর আওতায় নির্মিত আশ্রয়ন/আদর্শ গ্রাম/গুচ্ছ গ্রাম জাতীয় প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যা অন্যত্র খাস জমিতে স্থানান্তর করা যেতে পারে। নদীর জমি Public Easement এর জায়গা বিধায় কোন প্রকার আশ্রয়ন প্রকল্প বা আদর্শ গ্রাম প্রকল্প এক্ষেত্রে বাস্তবায়নযোগ্য নয় মর্মে সভাপতি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন।

সভাপতি আলোচনাকালে সম্প্রতি পরিদর্শনকালে মানিকগঞ্জ জেলার হেমায়েতপুর-মানিকগঞ্জ সড়কে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ধলেশ্বরী নদীর উপর ছোট ব্রীজ নির্মাণের কারণে ঐ এলাকায় নদীর নাব্যতা বিনষ্ট হয়ে পড়েছে এবং নদীতে চর জেগে উঠেছে বলে সভায় উল্লেখ করেন। জেলা প্রশাসক, মানিকগঞ্জ কর্তৃক ডিসিআর মূলে ঐ চরে বিভিন্ন ব্যক্তিকে লীজ দেয়া হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনকে ঐ সমস্ত পত্তন/বরাদ্দ বাতিলের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে বলে তিনি সভায় অবহিত করেন। বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক নদীর স্বার্থ বিবেচনা না করে অপরিকল্পিতভাবে নদীর জায়গায় ব্রীজ/কালভার্ট/অন্যান্য প্রকল্প গ্রহণ করার কারণে নদীসমূহ হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ব্রীজ/কালভার্ট বা কোন প্রকল্প গ্রহণের বিরোধিতা করছে না মর্মে সভায় উল্লেখ করেন। তবে অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় রাজনৈতিক বিবেচনায় বিভিন্ন প্রকল্প নেয়া হয়ে থাকে বা যথাযথ study করে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়না। এতে পরবর্তীতে

চলমান পাতা-৫

আশেপাশের এলাকার পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ বড়াল নদীতে পানি উন্নয়ন বোর্ড ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন বাঁধ, কালভার্ট ও স্লুইস গেইট নির্মাণের কারণে বড়াল নদী মৃত প্রায় হয়ে পড়েছিল। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের নেতৃত্বে ও স্থানীয় পরিবেশবিদ ও বড়াল নদী উদ্ধার আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্তদের সহায়তায় বিভিন্ন বাঁধ, কালভার্ট অপসারণের মাধ্যমে মৃত প্রায় বড়াল নদীতে পানির প্রবাহ সৃষ্টি করা হয়েছে। ভবিষ্যতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক নদী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সাথে পরামর্শ পূর্বক প্রকল্প গ্রহণ করবে মর্মে পরামর্শ প্রদান করেন এবং পরিকল্পনা কমিশন নদী সংশ্লিষ্ট যে কোন প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়ায় জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের প্রতিনিধির উপস্থিতি এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের পরামর্শ গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন মর্মে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ প্রকল্প ছক বা DPP এর এক কপি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের পর্যালোচনার জন্য প্রেরণ করবেন। নদীর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যে কোন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সমন্বয় করবে বলে তিনি প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় ঃ

ক্রমিক নং	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	ঢাকার চারপার্শ্বের নদীর সীমানা ইতোপূর্বে যে জায়গায় চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি সেসব নদ-নদীর জমি, তীরভূমি ও ফোরশোর সিএস ম্যাপের ভিত্তিতে মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রীট পিটিশনে প্রদত্ত রায়ের নির্দেশানুযায়ী SATA, ১৯৫০ এর ৮৬ ও ৮৭ ধারাসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইনকানুন ও বিধিবিধানের আলোকে অবিলম্বে পুন:চিহ্নিতকরণ করতে হবে। বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক আপত্তিকৃত পিলারসমূহ সঠিকভাবে চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে যেক্ষেত্রে আরএস ম্যাপকে বিবেচনায় নেয়া হবে,সেক্ষেত্রে Plot-to-Plot সরেজমিনে যাচাই করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বিদ্যমান আইন কানুন মোতাবেক জেলা প্রশাসক/কালেক্টরকেই গ্রহণ করতে হবে। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর জেলা প্রশাসক/কালেক্টরকে তাদের চাহিদা/প্রয়োজন মোতাবেক সহযোগিতা করবে। প্রয়োজনে, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন এক্ষেত্রে সার্বিক সমন্বয়/সহযোগিতা প্রদান করবে।	১। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ৩। জেলা প্রশাসক, ঢাকা/মানিকগঞ্জ/নারায়নগঞ্জ/মুন্সীগঞ্জ/গাজীপুর/নরসিংদী ৪। গণপূর্ত অধিদপ্তর
২	ভূমি রেকর্ড ও জপির অধিদপ্তর ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনাক্রমে মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রীট পিটিশনের রায়ের নির্দেশের প্রেক্ষিতে সিএস ম্যাপ অনুযায়ী বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহের সীমানা কালবিলম্ব ব্যতিরেকে নির্ধারণ করবেন। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পৃথক সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা (Timebound Action plan) গ্রহণ করে সীমানা নির্ধারণ করবে। ভূমি মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে সার্বিক সমন্বয়, সহযোগিতা ও অর্থায়নের জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন প্রয়োজনানুসারে/চাহিদা..অনুরোধপত্র পেলে কার্যাদির সমন্বয়ের ও সহযোগিতায় পার্শ্বে থাকবে।	১। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় ২। মহাব্যবস্থাপক, ভূমি রেকর্ড ও জপির অধিদপ্তর ৩। জেলা প্রশাসক (সংশ্লিষ্ট জেলা)
৩।	উক্ত রায়ের আলোকে সীমানা পিলার স্থাপন ও ওয়াকওয়ে নির্মাণের লক্ষ্যে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পের প্রকল্প ছক বা DPP এর এক কপি (একনেকে বিবেচনাধীন) জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের অবগতির জন্য কমিশনে প্রেরণ করবে। উক্ত রায়ে বর্ণিত যথাকর্তৃপক্ষ কর্তৃক Walk Way/Pavement নির্মাণ উদ্যোগ/ প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে।	১। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ৩। বিভাগীয় কমিশনার ৪। জেলা প্রশাসক

চলমান পাতা-৬

৪।	নদীর তীরে স্থাপিত শিল্প প্রাতষ্ঠান/ইটের ভাটা/ব্যক্তগত প্রতিষ্ঠান/বাগানবাড়ি/রিসোর্ট/বিনোদন কেন্দ্র সমূহ নদীর জায়গা থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে সরিয়ে নিতে হবে। অন্যথায় ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ অপসারণ করার জন্য জরুরি ভিত্তিতে উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	১। সাচব, শিল্প মন্ত্রণালয় ২।মহাপরিচালক, পরিবেশঅধিদপ্তর ৩। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড ৪। জেলা প্রশাসক,ঢাকা/মানিকগঞ্জ/ নরায়নগঞ্জ/মুন্সীগঞ্জ/গাজীপুর/নরসিংদী
৫।	নদীর তীরে বা নদীর জায়গায় দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি বা অন্য কোন কর্মসূচির আওতায় আশ্রয়ন/আদর্শগ্রাম/গুচ্ছগ্রাম বা এই জাতীয় কোন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকলে তা জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করতে হবে ; এবং তা খাস জমিতে স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, ঢাকা/মানিকগঞ্জ/নারায়নগঞ্জ/মুন্সীগঞ্জ/ গাজীপুর/নরসিংদী
৬।	বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক নদীর ফোরশোরে যে সমস্ত লিজ/সাব লীজ এবং অনাপত্তি পত্র ও লাইসেন্স দেয়া হয়েছে সে সম্পর্কিত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ নিশ্চিত করবে। সে সাথে নদীর ফোরশোরে অবৈধভাবে নির্মিত সকল প্রকার স্থাপনা উচ্ছেদের বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	১। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ
৭।	নদীর তীরে স্থাপিত ইটেরভাটাসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনাপত্তি পত্র প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করবে। যে সমস্ত ইটের ভাটা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ নদীর পরিবেশ দূষণ করছে তাদের বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তর মামলা দায়ের করবে। প্রয়োজনে প্রদত্ত অনাপত্তি/লাইসেন্স অবিলম্বে মোবাইল কোর্ট পরিচালনাসহ বাতিল করতঃ দায়ী প্রতিষ্ঠাসমূহ বন্ধ ও সিলগালা করে দিতে হবে অথবা স্থানান্তর (Relocation) করার ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, ঢাকা/মানিকগঞ্জ/নারায়নগঞ্জ/মুন্সীগঞ্জ/ গাজীপুর/নরসিংদী
৮।	নদীর তীরে স্থাপিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ নদীর জায়গা থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে সরিয়ে নিতে হবে এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে ইটিপি চালুকরণের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে। যে সমস্ত চামড়া শিল্প গুপ্ত পথে শিল্প বর্জ্য ও কঠিন বর্জ্য ফেলে বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, তুরাগ ও ধলেশ্বরীর নদীর পানি দূষণ করছে তা চিহ্নিতপূর্বক ঐ সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	১। সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় ২। বিসিক ৩। প্রকল্প পরিচালক, চামড়া শিল্প নগরী, হরিণধরা, সাভার ৪। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর
৯।	জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন ২০১৩ এর ১২(ক) ধারা বিধান কার্যকররূপে অনুসরণ ও বাস্তবায়নার্থে সমন্বয়ের সুবিধার্থে/জনস্বার্থ রক্ষার্থে এবং প্রয়োজনীয় বরাদ্দ ও বরাদ্দকৃত অর্থের সর্বোত্তম ব্যবহার সুনিশ্চিতকরণার্থে নদী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/অধিদপ্তর/ দপ্তর/সংস্থাসমূহ নদী সংক্রান্ত বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের পরামর্শ গ্রহণ করবে। প্রকল্প ছক বা ডিপিপিএর ১(এক) কপি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের জন্য জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ নিশ্চিত করবে। নদী স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়ায় জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশন প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	১। সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ২। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় ৩। সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ৪। সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ৫। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ৬। সচিব, সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগ ৭। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ ৮। জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ৯। সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ ১০। সদস্য পরিকল্পনা কমিশন (সকল)
১০।	প্রকল্প বাস্তবায়নের স্বার্থে নদীর তীরবর্তী জায়গার পার্শ্বে অতিরিক্ত জমি প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির সাথে আলোচনাক্রমে/গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী নদী রক্ষার্থে ও জনস্বার্থে অধিগ্রহণ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ সম্পত্তি	১। সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ২। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় ৩। সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ৪। সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ৫। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ

চলমান পাতা-৭

	জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করবেন এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবে।	মন্ত্রণালয় ৬। সচিব, সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগ ৭। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ ৮। জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ৯। সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ ১০। সদস্য পরিকল্পনা কমিশন (সকল)।
১১।	নদী সিকস্তি বা পয়স্তির কারণে যথাক্রমে জমির ভাঙ্গন কিংবা লব্ধ হলে ১৯৫০ সনের প্রজাসত্ব আইনের ৮৬ ও ৮৭ ধারার বিধান অনুয়ায়ী নদীর জমির হালনাগাদ ROR প্রস্তুতপূর্বক তা সংরক্ষণ করবেন। নদীর জমি জনঅধিকারভুক্ত (Right of Public Easement) সম্পত্তি বিধায় তা রাষ্ট্রের পক্ষে SATA, ১৯৫০ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন-কানুনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে জেলা প্রশাসকগণ সংরক্ষণ করবেন যা তাদের পবিত্র দায়িত্ব। নদীর জায়গায় বা নদীর তীরে যে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান/অবৈধ স্থাপনা রয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন করে জেলা প্রশাসকগণ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে নিয়মিত নিশ্চিতরূপে মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন এবং অবৈধ স্থাপনাসমূহ উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক নদীর তীর ও নদীর জায়গা জনগণ, রাষ্ট্র তথা সরকারের ট্রাষ্টি হিসেবে বিধি মোতাবেক নিশ্চিতরূপে সংরক্ষণ করবেন। মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রীট পিটিশনের ২৪ ও ২৫ জুনের প্রদত্ত রায়ের নির্দেশনাসমূহ (রায়ের পৃষ্ঠা নং-৪, ৫ ও ৮) অবিলম্বে কোনরূপ অবহেলা ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন নিশ্চিতপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন। এ বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সার্বিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতা প্রদান করবেন।	১। মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ ২। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ৩। ডিআইজি, নৌপুলিশ ৪। জেলা প্রশাসক (সকল) ৫। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
১২।	তথ্য মন্ত্রণালয় ও অধিনস্ত দপ্তর/সংস্থার সাথে যোগাযোগ ও আলোচনাপূর্বক জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	১। সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয় ২। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ৩। বিভাগ/জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটিসমূহ
১৩।	নদীর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/সংস্থার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ স্ব স্ব অফিস প্রধানকে অবহিত করবেন এবং নদী রক্ষা কার্যক্রমে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে সার্বিক সহযোগিতা অব্যাহত রাখবেন।	১। ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাবৃন্দ ২। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

সভায় আর কোন আলোচনার বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকল ফোকাল কর্মকর্তার সুস্বাস্থ্য কামনা করে ও অদ্যকার সভায় সকলের উপস্থিতির জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে সভার পরিসমাপ্তি ঘোষণ করেন।

ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার
চেয়ারম্যান
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

চলমান পাতা-৮

"বাঁচাও নদী, বাঁচাও মানুষ, বাঁচাও দেশ"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
হোসাইন টাওয়ার (১২ তলা)
বীর প্রতীক গাজী গোলাম দস্তগীর রোড
১১৬, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০।
www.nrccb.gov.bd

বিষয় ঃ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার
চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

সভার স্থান : জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সম্মেলন কক্ষ।

সভার তারিখ ও সময় : ২০/০৩/২০১৯ ইং সকাল ১১.০০ মিনিট।

উপস্থিতির তালিকা : পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য।

সভায় সভাপতি উপস্থিত সকল কর্মকর্তাকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। কমিশনের আহ্বানে সভায় অংশগ্রহণের জন্য উপস্থিত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি গত ১৩/০৯/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনার আহ্বান জানান। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন, সংশ্লিষ্ট সকল গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের/সংস্থার সবাইকে সদস্য করে যৌথভাবে নদীর সীমানা জটিলতা নিরসনকল্পে কমিটির মাধ্যমে নদীর প্রকৃত সীমানা চিহ্নিত করা হচ্ছে। বাংলাদেশের ঢাকা ব্যতিত অন্যান্য জেলায় জেলা প্রশাসক/কলেক্টর বাহাদুর আইনানুগভাবে নদীর সীমা চিহ্নিত করবেন। মূলত মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ রায়ের নির্দেশনার আলোকে, সিএস ও আরএস মোতাবেক নদীর সীমানা চিহ্নিত করতে হবে। যে ক্ষেত্রে নদী ভাঙনের শিকার হয়ে নদী প্রসারিত হয়েছে সেক্ষেত্রে আরএস পর্চাকে গ্রহণ করে নদীর সীমানা চিহ্নিত করতে হবে। নদীর তীরভূমি বা চরভূমিতে সরকার কর্তৃক গুরুত্বের ভিত্তিতে কোনো উন্নয়নমূলক কাজ করা হলে সে ভূমি জেলা প্রশাসককে সংরক্ষণ করতে হবে।

২। সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা গিয়েছে যে, স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্তৃক সমগ্র বাংলাদেশে বিভিন্ন নদী ও খালের ওপর নদীর প্রবাহ বন্ধ করে অসংখ্য ব্রিজ তৈরি হয়েছে। এসব ব্রিজ ও ব্রিজসংলগ্ন নদী ও খালে ভৌতকাঠামো সঠিকভাবে স্টাডি করে নদীপ্রবাহ শতভাগ বজায় রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। মানিকগঞ্জের ধলেশ্বরী এবং নরসিংদীর মেঘনা নদীর ওপর নির্মিত শেখ হাসিনা ব্রিজ সংকুচিত করে নির্মাণ করা হয়েছে। সমগ্র বাংলাদেশে এরকম অনেক ব্রিজ নদীর একদিকে অথবা উভয়দিকে আড়াআড়ি বেঁধে নদীকে মেরে ফেলে ব্রিজ করার প্রবণতা বন্ধ করতে হবে। ব্রিজ নির্মাণের সময় নদীর প্রস্থ ও প্লেনল্যান্ড বজায় রেখে ব্রিজ নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

৩। ৪৮ নদী প্রকল্পের মরফোলজিস্ট প্রকৌশলী সাজিদুর রহমান বলেন, AD line না টানা পর্যন্ত নদীর জমি পুনঃচিহ্নিত করা যায়না। অনেক নদীতে তীর সংলগ্ন জেগে ওঠা ভূমি flood plain হিসেবে চিহ্নিত। নদীর উভয় তীরে জমি দিয়ারা জরিপের মাধ্যমে চিহ্নিত করা না হলে মালিকানা উন্নয়নে লিজ/সাবলীজ প্রদান করা যাবে না। তিনি আরও বলেন যে, নদীর ওপর ব্রিজ করতে হলে নদী রক্ষা কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের মতামত গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে সড়ক ও জনপথ বিভাগের যুগ্ম সচিব জনাব মনীন্দ্র মজুমদার বলেন, বর্তমানে আমাদের দেশে সড়ক ও জনপথ বিভাগ কর্তৃক যেসব ব্রিজের ডিজাইন করা হচ্ছে, সড়ক ও সেতু মন্ত্রণালয় যে সমস্ত ব্রিজের ডিজাইন পাস করছে তা উপর্যুক্ত আলোচনা মোতাবেক করা হচ্ছে। মানিকগঞ্জের ধল্লা ইউনিয়নের ধল্লা মৌজায় নির্মিত শহীদ রফিক ব্রিজ/ধল্লা ব্রিজের উভয়পাশে নদী বেঁধে নদীকে সংকীর্ণ করে ফেলা হয়েছে। সভায় অভিমত প্রকাশ করা হয় যে, সমগ্র বাংলাদেশের নদীসমূহের ওপর নির্মিত ব্রিজগুলো জেলাভিত্তিক তালিকা করে, যেসব ব্রিজ নদীগুলোর পানি প্রবাহের ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে, সেগুলোর priority basis এ প্রবাহ সচলকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে কাজ করতে হবে। এক্ষেত্রে বিআইডব্লিউটিএ এবং সড়ক ও জনপথ বিভাগ, এলজিইডি কর্তৃক নির্মিত ব্রিজসমূহের তালিকা স্ব স্ব প্রতিষ্ঠান তৈরি করে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সংস্কার কাজ বাস্তবায়ন করতে পারে।

চলমান পাতা-২

পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকৌশলী জনাব একেএম সাইফুল ইসলাম বলেন, নরসিংদিতে ব্রহ্মপুত্র আড়িয়াল খাঁ, পাহাড়ি, মেঘনা হাড়িদোয়া ইত্যাদি ৫টি বড় নদী খননের প্রকল্প চালু রয়েছে। এ কাজের বাস্তবায়নের দায়িত্ব সেনাবাহিনীর হাতে ন[illegible]। যশোর, খুলনা অঞ্চলের ভৈরব নদ ৯৬ কিলোমিটার খনন কাজ চলমান। ইছামতি নদীর খনন কাজ আশানুরূপভাবে এগুচ্ছে। ভৈরব নদের খনন বিষয়ে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের উপপরিচালক ড. অশোক কুমার বিশ্বাস বলেন যে তিনি যশোর অঞ্চলে সম্প্রতি সফরে গিয়ে দেখেছেন যে, ভৈরব নদে যে খনন কাজ হচ্ছে তা ভুল পদ্ধতিতে সম্পন্ন হচ্ছে। তিনি দেখতে পান যে, যশোরসহ সংলগ্ন ক্যান্টনমেন্ট অঞ্চলে খয়েরতলা বাজারের পাশে এক কিলোমিটারের মতো ভৈরব নদ খনন করা হয়েছে। এই এক কিলোমিটার নদী খননের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, ভৈরব নদের সমগ্র খাত আনুমানিক ২০০ মিটার চওড়া বা প্রস্থ হলেও খাতের মাঝে খনন করা হয়েছে আনুমানিক ৮০ মিটার। নদী খাতের উভয় পাশে ৬০ মিটার করে নদীখাত খনন করা হয়নি। খননহীন স্থানগুলোতে নদী খাতের মধ্যেই উক্ত ৮০ মিটার খননের মাটি (dredged) অসংলগ্নভাবে ফেলা হয়েছে। ফলে বর্ষা মৌসুমের পানিতেই উক্ত খননকৃত অংশ খননের মাটি দ্বারা পুনরায় ভরাট হয়ে যাবে তাতে সন্দেহ নেই। এভাবে অপরিকল্পিতভাবে সংকীর্ণ করে নদীখাত খনন এবং খননের মাটি খাতমধ্যে ফেললে উক্ত প্রকল্পের শত শত কোটি টাকা ব্যয় হলেও তার সফলতা পাওয়া যাবে না। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সতর্ক দৃষ্টি দিয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান। পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকৌশলী বলেন নরসিংদী অঞ্চলে বালু মাটি উত্তোলন বালু ব্যবস্থাপনা আইনের আলোকে হচ্ছে। বিআইডব্লিউটিএর প্রকল্প মনোহরদী বেলাবো উপজেলাতে চলছে। এ অঞ্চলে নদীর সীমানা সিএস বা আরএস ধরে চিহ্নিত করলে এলাকাবাসীর মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিচ্ছে। সুতরাং এটার সমাধান দ্রুত হওয়া দরকার। এ বিষয়ে কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন যে, নদীর সীমানা জটিলতা নিরসনকল্পে গঠিত কমিটি, পানি উন্নয়ন বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) নরসিংদীর উক্ত সমস্যা সমাধানে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এ বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। অবৈধ তালিকা তৈরি করে নদীর সীমানা মেপে প্রকৃতভাবে নদী ও ভূমির মালিকানার সীমানা নির্ধারণ করবে। SATA ১৯৫০ এর ১৪৩ ধারা প্রয়োগ করে নদীর বিষয়ে কার্যকর সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এলাকাভিত্তিক case to case যাচাই-বাছাই করে সমাধান করতে হবে যেন সরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে কোনো ধরণের গ্যাপ বা মতানৈক্য না থাকে। সকল জেলা প্রশাসক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, ঢাকার সংগে আলাপ করে সিএস মানচিত্র সংগ্রহ করবেন।

মানিকগঞ্জ জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) জনাব পঙ্কোজ কুমার ঘোষ বলেন, ধলেশ্বরী নদীর ধল্লা মৌজার ধল্লা ব্রিজের পাশে নর্দান পাওয়ার প্ল্যান্ট বিষয়ে হাইকোর্টে রিট মামলা রয়েছে। এ নদী ৪০ কিলোমিটার লম্বা। মানিকগঞ্জ জেলা প্রশাসক কর্তৃক এ নদীর উভয় তীরের সীমানা নির্ধারণকল্পে দিয়ারা জরিপকরণের জন্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় লোকবল সরবরাহের অনুরোধ করা হয়েছিল। এখনও তা বাস্তবায়িত হয়নি। নদী কমিশনের মাধ্যমে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা কামনা করেন।

কমিশনের চেয়ারম্যান পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃপক্ষকে সকল প্রতিবেদন/প্রকল্প প্রতিবেদ ইংরেজির পাশাপাশি বাংলায় তৈরি করার অনুরোধ করেন। নদীর flood flow zone দখল হয়ে যাচ্ছে। গাজীপুর, টাঙ্গাইল জেলায় পিলার সঠিকভাবে না স্থাপনের ফলে ব্যাপকভাবে নদী খাল দখল হয়ে যাচ্ছে। যথাসম্ভব দ্রুত এ সমস্যার সমাধান করতে হবে। কমিশনের চেয়ারম্যান আরও বলেন, রাজউকের প্রকল্প চলমান থাকা কালে কমিশনের সংগে সভা করতে হবে। কমিশনকে তাদের যাবতীয় নদীলগ্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ওয়াকিবহাল রাখতে হবে। রাজউক প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে নদীর সমস্যা নিয়ে কমিশনের সংগে বৈঠকের মাধ্যমে মিমাংসা করতে হবে। রাজউকের নদীভিত্তিক প্রকল্পের ক্ষেত্রে ডিজিএলআর, ডব্লিউডিবি, স্পারসো সবাইকে ডেকে সভা করে নদীর সীমানা চিহ্নিত করতে হবে। ইতোমধ্যে কমিশনের বাস্তবায়নাধীন ৪৮ নদী প্রকল্প কর্তৃক ৫৫টি নদী চিহ্নিত করা হয়েছে। বাঁধ করার ফলে ঢাকাসহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ শহরে ক্যানেল, স্যুয়ারেজ পদ্ধতি ভুলভাবে করা হয়েছে। ফলে সমস্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। নদীর জমির শ্রেণি কোনোভাবেই পরিবর্তন করা যাবে না। ইতোমধ্যে নদীর জমি শ্রেণি পরিবর্তনে কোনো ভুল হয়ে থাকলে জেলা প্রশাসক সেগুলো করণিক ভুল বিবেচনায় SATA ১৯৫০ এর সংশ্লিষ্ট ধারা মোতাবেক সংশোধন করবেন।

নগর পরিকল্পনাবিদ মাহফুজা আক্তার বলেন, ঢাকার নতুন detailed area plan চলমান রয়েছে। এ বিষয়ে কোনো secondary data পাওয়া যায়নি। flood plain চিহ্নিত করার জন্য অভিজ্ঞ কর্মকর্তা চাওয়া হয়েছিল, কৃষকদের সংগে কথা বলা হয়েছিল। বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে walkway করলে সমস্যা হবে না। কিন্তু তুরাগ নদীর তীরে walkway করলে পলি আসতে পারবে না। তখন কৃষকের ক্ষতি হবে। এ বিষয়টি বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন।

চলমান পাতা-৩

কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন, রাজউকের চেয়ারম্যান, মেম্বার, পরিকল্পনাবিদগণের সংগে আগামী সপ্তাহে একটি সভা আহ্বান করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন বলেন, online monitoring system উন্নয়ন করা হলে সফটওয়ারে ETP গুলো চলছে কিনা তা জানা যাবে। বর্তমানে অফিস থেকে অসৎ কর্মচারিদের মাধ্যমে মনিটরিংয়ে পরিদর্শন করার সময় আগেই শিল্প-কলকারখানা ব্যবস্থাপকের কানে খবর চলে যায়। ফলে ETP বন্ধ থাকে কিনা তা দেখা সম্ভব হয়না। এক্ষেত্রে নমুনা সংগ্রাহকের দোষও থাকতে পারে। এ সমস্যার সমাধান করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন সমগ্র শহরে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কাজ করে। তারা নদীর পাড়ে বর্জ্য নিক্ষেপ করে। পরিবেশ অধিদপ্তর এগুলো নিয়ন্ত্রণের জন্য কাজ করে। তা সত্বেও এগুলো নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। গৃহবর্জ্যের ক্ষেত্রে বায়োলজিক্যাল কারণে মিথেন গ্যাস বের হয়। হাসপাতালের বর্জ্যের একটি অংশ পুড়িয়ে ফেলা হয়, আরেকটি অংশ মাটিতে পুতে ফেলা হয়। এ বিষয়ে ঢাকার সাভারে অবস্থিত একটি প্রিজম অর্গানাইজেশন হসপিটাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করে থাকে। ঢাকার বাইরে জেলা পৌরসভার হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এখনও সমন্বয়ের মাধ্যমে করা যাচ্ছে না। বিপজ্জনক বর্জ্য বিধিমালা রয়েছে। তারও সংশোধনী আনা হচ্ছে। পরিবেশ অধিদপ্তর ক্ষতি মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে কাজ করছে। এক্ষেত্রে আইন প্রয়োগ করা হলেও যথাযথ ফল পাওয়া যাচ্ছে না। শিল্প কলকারখানার ক্ষেত্রে zero discharge plan positively দেখা হয়। এক্ষেত্রেও সমস্যা রয়েছে–পানি পুরো রিসাইকেল করতে হয়। এমন কিছু টেকনোলজি আসছে সেটি প্রয়োগ করলে পানি দূষণ বা বায়ু দূষণ ঘটবে না। তেল দূষণ হলে ETP ছাড়া হবে না। এসব সমস্যার সমাধানে আইনের কঠোর বিধি সংশোধনীর মাধ্যমে পাস করাতে হবে। একই অপরাধ কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান একাধিকবার করলে একইসংগে জেল জরিমানার ব্যবস্থা রাখা দরকার। জলাশয় ভরাটের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারলেও বাস্তবে নদীর সীমানা সঠিকভাবে চিহ্নিতকরণের কাজ শেষ না হলে তা বাস্তবায়নে সমস্যা হচ্ছে।

অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলো গড়ে উঠছে সাধারণত নদীর পাড়ে। আটারমিল, তেলেরমিল বা অন্যান্য মিল সবই নদীর পাড়ে গড়ে উঠেছে। ফলে বহুমুখি সমস্যা সৃষ্টি হয়, যা সমাধান করা খুবই কঠিন। সোনাগাজীর ইপিজেড একটি মারাত্মক সমস্যা। এসব দূষণ দ্রুত সংশোধনের ব্যবস্থা করা দরকার।

মৎস্যপ্রজনন এলাকায় যেমন-বলেশ্বর নদীতে পাওয়ার প্ল্যান্ট হচ্ছে। মৎস্য অধিদপ্তর হতে এগুলোর ছাড়পত্র নিতে হয়। তালতলি উপজেলায় কলাতলির পাওয়ার প্ল্যান্ট বাতিল করার জন্য পত্র দেয়া হয়েছে। ইলিশের ব্রিডিং জোন থাকলে সেখানে পাওয়ার প্ল্যান্ট গড়ে উঠতে পারবে না।

৪৮ নদীর বিভিন্ন জায়গায় water monitoring station প্রয়োজন। নদী কিভাবে বাঁধানো যায় সে ব্যাপারে পরিবেশ অধিদপ্তরকে সহযোগিতা করতে হবে। water monitoring station ৬৬টি। এটা ৯০ তে উন্নীত করা হচ্ছে। GEO referencing ছিল না। আগামী ২-৩ মাসের মধ্যে ৯০টি হবে। Coordination map সব জায়গায় দেয়া সম্ভব হবে না। পরিবেশ অধিদপ্তরের বায়োলজিক্যাল মনিটরিং রিপোর্ট দেয়া সম্ভব নয়। RHC (River Health Cup) বিষয়ে আগামী মাসে পরিবেশ অধিদপ্তর পুনরায় একটি ওয়ার্কশপ করবে। ১৭টি অর্থনৈতিক জোন অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

সাভারের CTP অ্যারোবিক। CTP ভল্যুম উচ্চমাত্রার হলে কস্টিক সোডা দেয়া হয়। ফলে CTP কাজ করে না। কারখানা মালিকরা অনেক কিছু করে না। কঠিন বর্জ্য সমস্যার কোনো সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নেই। চামড়ার কঠিন বর্জ্য পুনঃব্যবহারের মাধ্যমে নিম্নমানের চামড়ার প্রকল্প তৈরি করা সম্ভব। পানি দূষণ রক্ষার বিষয়ে পরিবেশ অধিদপ্তরকে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন দিতে হবে।

৩৩টি ডকইয়ার্ডের বিষয়ে ঢাকার জেলা প্রশাসকের মতামত দেওয়ার বিষয় তাগিদপত্র প্রেরিত হয়েছে। আর নদীর অবৈধ দখলের তালিকা প্রণয়নের জন্য পুনঃতাগিদ দেয়া হয়েছে। জেলা প্রশাসক ঢাকাকে নদীর তীরে উচ্ছেদ অভিযানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। বিআইডব্লিউটিএর সঙ্গে যৌথভাবে এসব কাজ করা দরকার। জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে উচ্ছেদ করাটাই সংগত ও বিধিসিদ্ধ হবে।

চলমান পাতা-৪

সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় ঃ

ক্রম	১৩/৯/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত	২০/৩/২০১৯ তারিখে পূর্বসভায় সিদ্ধান্তের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও নতুন সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	মন্তব্য
১।	ঢাকার চারপার্শ্বের নদীর সীমানা ইতোপূর্বে যে জায়গায় চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি সেসব নদ-নদীর জমি, তীরভূমি ও ফোরশোর সিএস ম্যাপের ভিত্তিতে মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রীট পিটিশনে প্রদত্ত রায়ের নির্দেশানুযায়ী SATA, ১৯৫০ এর ৮৬ ও ৮৭ ধারাসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইনকানুন ও বিধিবিধানের আলোকে অবিলম্বে পুনঃচিহ্নিতকরণ করতে হবে। বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক আপত্তিকৃত পিলারসমূহ সঠিকভাবে চিহ্নিত করার লক্ষ্যে যেক্ষেত্রে আরএস ম্যাপকে বিবেচনায় নেয়া হবে, সেক্ষেত্রে Plot-to-Plot সরেজমিনে যাচাই করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বিদ্যমান আইন কানুন মোতাবেক জেলা প্রশাসক/কালেক্টরকেই গ্রহণ করতে হবে। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর জেলা প্রশাসক/কালেক্টরকে জেলা প্রশাসনের বাস্তব চাহিদা/প্রয়োজন মোতাবেক সহযোগিতা করবে। প্রয়োজনে, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সার্বিক সমন্বয়/সহযোগিতা প্রদান করবে। এর বিষয়ে **বাস্তবায়ন প্রতিবেদন প্রদান করবেন ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাবৃন্দ।**	১৯৫৬-১৯৬২ সালে জরিপকৃত এসএ রেকর্ডে ব্যক্তির নামে কিছু জমি করা হয়েছে। plot to plot, case to case সব অভিজ্ঞ কর্মকর্তাদের নিয়ে নদী তীরবর্তী সমস্যাপূর্ণ জমি কমিটি দেখবে ও সমাধানের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেবেন। case to case সমাধান করতে না পারলে সেক্ষেত্রে হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২।চেয়ারম্যান,বিআইডব্লিউটিএ ৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ওয়াসা, ঢাকা ৪। জেলা প্রশাসক, ঢাকা/মানিকগঞ্জ/নারায়নগঞ্জ/ মুন্সীগঞ্জ/গাজীপুর/নরসিংদী ৫। গণপূর্ত অধিদপ্তর	
২।	ভূমি রেকর্ড ও জপির অধিদপ্তর ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনাক্রমে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের চাহিদার ভিত্তিতে মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রীট পিটিশনের রায়ের নির্দেশের প্রেক্ষিতে সিএস ম্যাপ অনুযায়ী বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহের সীমানা বিলম্ব ব্যতিরেকে নির্ধারণ করবেন। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পৃথক সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা (Timebound Action Plan) গ্রহণপূর্বক করে সীমানা নির্ধারণ করবে। ভূমি মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে সার্বিক সমন্বয়, সহযোগিতা ও অর্থায়নের জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে কোনো অজুহাতে নদীর সীমানা নির্ধারণ তথা নদী রক্ষার কাজকে বিলম্ব করা যাবে না। **সংশ্লিষ্ট দপ্তর এ বিষয়ক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন দেবে আগামী ১(এক) মাসের মধ্যে পেশ করবে।**	নদ-নদী সমূহের সীমানা নির্ধারণকল্পে সকল জেলা প্রশাসক প্রয়োজনে প্রকল্প গ্রহণ করবেন। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় সকল জেলা প্রশাসককে প্রয়োজনীয় প্লটার (plotter machine) মেশিন ক্রয়পূর্বক সরবরাহ করবেন বলে এ সভার মাধ্যমে অনুরোধ করা হয়। সকল জেলা প্রশাসককে যথাসম্ভব দ্রুত সিএস মানচিত্র সংগ্রহ করার পুনঃঅনুরোধ জানানো হয়।	১। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় ২। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ৩। জেলা প্রশাসক (সংশ্লিষ্ট জেলা)	

চলমান পাতা-৫

ক্রম	পূর্ববর্তী সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত	অগ্রগতি পর্যালোচনা	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	মন্তব্য
৩	উক্ত রায়ের আলোকে সীমানা পিলার স্থাপন ও ওয়াকওয়ে নির্মাণের লক্ষ্যে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পের প্রকল্প ছক বা DPP-র এক কপি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের অবগতির জন্য কমিশনে প্রেরণ করবে। উক্ত রায়ে বর্ণিত অন্যান্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক Walk-Way/Pavement নির্মাণ উদ্যোগ/প্রকল্প গ্রহণ সমন্বয়ের মাধ্যমে দ্বৈততা পরিহার করে বাস্তবায়ন করতে হবে। **আগামী মাসের মধ্যে বাস্তবায়ন প্রতিবেদন পেশ করবে।**	নদীর জায়গা ছেড়ে দিয়ে pathway তৈরি করা যাবে না। নদীর জায়গায় কোনো উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হলে সমন্বিতভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। যে প্রতিষ্ঠানই প্রকল্পে গ্রহণ করুক না কেন সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার সাথে কমিটি করে সম্মিলিতভাবে কর্মসম্পাদন করতে হবে। নদীর জন্য স্বপ্রণোদিত হয়ে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কাজ করবে। পিলার তৈরির ক্ষেত্রে সকল পিলারে একইরকম ডিজাইনে তৈরি করতে হবে। প্রত্যেকটি পিলারের ধারাবাহিক নম্বর, পরিচিতি থাকতে হবে। মডেলিং স্কেচ করে নির্দেশ দিতে হবে। পিলারগুলোর ইউনিফরমিটি থাকতে হবে। পিলারের গায়ে নদী কমিশনের নামও থাকবে।	১। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ৩। জেলা প্রশাসক (সংশ্লিষ্ট জেলা)	১৩৪৭
৪।	নদীর তীরে স্থাপিত শিল্প প্রতিষ্ঠান/ইটের ভাটা/ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান/বাগানবাড়ি/রিসোর্ট/ বিনোদন কেন্দ্রসমূহ নদীর জায়গা থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে সরিয়ে নিতে হবে। অন্যথায় ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ অপসারণ করার জন্য জরুরি ভিত্তিতে উচ্ছেদ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	ঢাকার আশেপাশে নদীর তীরে স্থাপিত শিল্প প্রতিষ্ঠান/ইটের ভাটা/ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান/বাগানবাড়ি/রিসোর্ট/ বিনোদনকেন্দ্রসমূহ নদীর জায়গা থেকে অবিলম্বে অপসারণের কাজ বাস্তবায়ন করতে হবে।	১। সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় ২। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর ৩। মহাপরিচালক, পাউবো ৪। জেলা প্রশাসক,ঢাকা/ মানিকগঞ্জ/নরায়নগঞ্জ/ মুন্সীগঞ্জ/গাজীপুর/নরসিংদী	
৫।	নদীর তীরে বা নদীর জায়গায় দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি বা অন্য কোনো কর্মসূচির আওতায় আশ্রয়ন/আদর্শগ্রাম/গুচ্ছগ্রাম বা এই জাতীয় কোনো প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকলে তা জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করতে হবে এবং নদী রক্ষার অগ্রগণ্যতা বিবেচনায় তা খাস জমিতে স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	নদীর Hydrological water boundary চিহ্নিত করা হয়নি। জরুরিভিত্তিতে তা করা দরকার। নদীর তীরে বা মধ্যে হাউজিং প্রকল্প, শিল্প কলকারখানা, বস্তি, গ্রাম আছে সেগুলো চিহ্নিত সব নদীর সমস্যা সংক্রান্ত ডাটাবেজ তৈরি করা দরকার। এসব করতে সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয় করে কাজ করতে হয়। কোনো প্রতিষ্ঠান যথাযথ নদী স্টাডি না করে নদীর সীমানা সঠিকভাবে চিহ্নিত না করে প্রকল্প বাস্তবায়ন করলে এবং সে প্রকল্পের কারণে নদীর ক্ষতি হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গৃহীত হবে।	১। জেলা প্রশাসক, ঢাকা/ মানিকগঞ্জ/নারায়নগঞ্জ/ মুন্সীগঞ্জ/গাজীপুর/নরসিংদী ২।চেয়ারম্যান,বিআইডব্লিউটিএ ৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ওয়াসা, ঢাকা ৪। মহাপরিচালক, পাউবো	
৬।	বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক নদীর ফোরশোরের যে সকল জায়গা লিজ/সাব-লিজ এবং অনাপত্তি পত্র ও লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে সে সম্পর্কিত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ নিশ্চিত করবে। সে সাথে নদীর ফোরশোরে অবৈধভাবে নির্মিত সকল প্রকার স্থাপনা উচ্ছেদের বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করবে।		১।চেয়ারম্যান,বিআইডব্লিউটিএ ২। জেলা প্রশাসক (সংশ্লিষ্ট জেলা)	

চলমান পাতা-৬

৩০৫

ক্রম	পূর্ববর্তী সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত	অগ্রগতি পর্যালোচনা	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	মন্তব্য
৭।	নদীর তীরে স্থাপিত ইটের ভাটাসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনাপত্তি পত্র প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করবে। যে সমস্ত ইটের ভাটা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান নদীর তীরে গড়ে উঠেছে এবং পরিবেশ দূষণ করছে তাদের বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তর মামলা দায়ের করবে। প্রয়োজনে প্রদত্ত অনাপত্তি/লাইসেন্স অবিলম্বে মোবাইল কোর্ট পরিচালনাসহ বাতিল করে দায়ী প্রতিষ্ঠাসমূহ বন্ধ ও সিলগালা করে দিতে হবে অথবা স্থানান্তর (Relocation) করার ব্যবস্থা নিতে হবে।		১। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর ২।চেয়ারম্যান,বিআইডব্লিউটিএ ৩। জেলা প্রশাসক, ঢাকা/ মানিকগঞ্জ/নারায়নগঞ্জ/ মুন্সীগঞ্জ /গাজীপুর/নরসিংদী	
৮।	নদীর তীরে স্থাপিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ নদীর জায়গা থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে সরিয়ে নিতে হবে এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে ইটিপি চালুকরণের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে। যে সমস্ত চামড়া শিল্প মাটির নিচ দিয়ে পাইপলাইন বসানোর মাধ্যমে গুপ্তপথে শিল্পবর্জ্য ও কঠিনবর্জ্য ফেলে বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, তুরাগ ও ধলেশ্বরীর নদীর পানি দূষণ করছে তা চিহ্নিতপূর্বক ঐ সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।		১। সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় ২। চেয়ারম্যান, বিসিক ৩। প্রকল্প পরিচালক, চামড়া শিল্প নগরী, হরিণধরা, সাভার ৪। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর ৫। জেলা প্রশাসক, ঢাকা	
৯।	নদী সিকস্তি বা পয়স্তির কারণে যথাক্রমে জমির ভাঙন কিংবা লব্ধ হলে ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাসত্ব আইনের ৮৬ ও ৮৭ ধারার বিধান অনুয়ায়ী নদীর জমির হালনাগাদ ROR প্রস্তুতপূর্বক সংশ্লিষ্ট কালেক্টর বাহাদুর তা সংরক্ষণ করবেন। নদীর জমি জনঅধিকারভুক্ত (Right of Public Easement) সম্পত্তি বিধায় তা রাষ্ট্রের পক্ষে SATA, ১৯৫০ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন-কানুনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে জেলা প্রশাসকগণ সংরক্ষণ করবেন যা তাদের আইনানুগ পবিত্র দায়িত্ব।		১। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরীপ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক (সকল) ৩। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন	

চলমান পাতা-৭

২০৪৭

ক্রম	পূর্ববর্তী সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত	অগ্রগতি পর্যালোচনা	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	মন্তব্য
১০।	নদীর জায়গায় বা নদীর তীরে যে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান/অবৈধ স্থাপনা রয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন করে জেলা প্রশাসকগণ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে নিয়মিত নিশ্চিতরূপে মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন এবং অবৈধ স্থাপনাসমূহ উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক নদীর তীর ও নদীর জায়গা জনগণ, রাষ্ট্র তথা সরকারের ট্রাস্টি হিসেবে বিধি মোতাবেক নিশ্চিতরূপে সংরক্ষণ করবেন। মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রীট পিটিশনের ২৪ ও ২৫ জুনের প্রদত্ত রায়ের নির্দেশনাসমূহ (রায়ের পৃষ্ঠা নং-৪, ৫ ও ৮) অবিলম্বে কোনোরূপ অবহেলা কিংবা বিলম্ব ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন নিশ্চিতপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন। এ বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সার্বিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতা প্রদান করবেন।		১। মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ ২। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরীপ অধিদপ্তর ৩।চেয়ারম্যান,বিআইডব্লিউটিএ ৪। ডিআইজি, নৌপুলিশ ৫। জেলা প্রশাসক (সকল)	
১১।	নদী ও খালের উপর ব্রিজ করার ক্ষেত্রে নদীর প্রবাহ যাতে বিঘ্নিত না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।		১। প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি ২। প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ ৩। নির্বাহী পরিচালক, সেতু বিভাগ	
১২।	উপর্যুক্ত সিদ্ধান্তসমূহ মাননীয় মন্ত্রী ও সচিবের সদয় অবগতির জন্য পেশ করা প্রয়োজন।		ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাবৃন্দ	
১৩।	নদী রক্ষা দিবস এবং বিশ্ব নদী দিবস উপলক্ষে এ বছরের প্রতিপাদ্য "নদীই বাংলাদেশের ঠিকানা"-কে সামনে রেখে সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর নদীকে দখলমুক্ত রাখা, দূষণমুক্ত রাখা এবং নদীর অবাধ প্রবাহকে প্রতিবন্ধকতামুক্ত রাখার লক্ষ্যে প্রচারমূলক কাজ করবে।		১। মহাপরিচালক, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা ঢাকা ২। মহাপরিচালক, বিটিভি, রামপুরা, ঢাকা ৩। প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, পিআইডি, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ৪। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর ৫। মহাপরিচালক, পাউবে ৬। জেলা প্রশাসক (সকল)	
১৪।	তথ্য মন্ত্রণালয় ও অধীনস্ত দপ্তর/সংস্থা সকল প্রিন্ট ও ই-মিডিয়ার সাথে যোগাযোগপূর্বক নদী রক্ষা, পানি ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা অব্যাহত রাখবে।		১। সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয় ২। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ৩। বিভাগ/জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটিসমূহ (সকল)	

চলমান পাতা-৮

সভায় আর কোন আলোচনার বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকল ফোকাল কর্মকর্তা-কে সুস্বাস্থ্য কামনা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার পরিসমাপ্তি ঘোষণ করেন।

ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার
চেয়ারম্যান
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.০৬.০০১.১৪-

চৈত্র ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
তারিখ -------------------
মার্চ ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

বিতরণ : (জ্যেষ্ঠতা অনুসারে নয়) ঃ

১। যুগ্মসচিব, ...
২। সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়/ভূমি মন্ত্রণালয়/পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়/তথ্য মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ/সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগ/শিল্প মন্ত্রণালয় (সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা উপস্থিত থাকার অনুরোধসহ)
৩। বিভাগীয় কমিশনার ও আহ্বায়ক, বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটি (দৃ:আ: সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাকে প্রেরণের অনুরোধ)
৪। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, সাত রাস্তার মোড়, তেজগাঁও, ঢাকা (দৃ:আ: সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাকে প্রেরণের অনুরোধ)
৫। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা (দৃ:আ: সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা প্রেরণের অনুরোধ)
৬। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল, ঢাকা (দৃ:আ: সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাকে প্রেরণের অনুরোধ)
৭। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ, ১৪১-১৪৩, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা (দৃ:আ: সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাকে প্রেরণের অনুরোধ)
৮। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
৯। চেয়ারম্যান, রাজউক, রাজউক ভবন, মতিঝিল, ঢাকা
১০। ডিআইজি, নৌ-পুলিশ, মিরপুর-১, ঢাকা
১১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব (অতিরিক্ত সচিব), নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)
১২। সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
১৩। জেলা প্রশাসক, ঢাকা/নারায়ণগঞ্জ/মুন্সীগঞ্জ/মানিকগঞ্জ/গাজীপুর/নরসিংদী ও আহ্বায়ক, জেলা নদী রক্ষা কমিটি
১৪। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন (মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
১৫। সার্বক্ষণিক সদস্য মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারি, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন (মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
১৬। দপ্তর কপি (সংরক্ষণার্থে)।

ইকরামুল হক
(উপসচিব)
পরিচালক (পরিবীক্ষণ)
দূরালাপনী ঃ ৫৮৩১৪০৯৭

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
হোসাইন টাওয়ার (১২ তলা)
বীর প্রতীক গাজী দস্তগীর রোড
১১৬, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০।
www.nrccb.gov.bd

৭৮

বিষয় ঃ আন্তদেশীয় নদ-নদীর সংখ্যা নির্ধারণ, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষন বিষয়ে আন্তসংস্থার সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি ঃ ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার।
চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
তারিখ ঃ ২৭/০৬/২০১৮ ।
সময় ঃ বিকাল ০৩.০০ ঘটিকা।
সভার স্থান ঃ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সম্মেলন কক্ষ।

গত ২৭/০৬/২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ-ভারত-মায়ানমারের সাথে আন্তঃদেশীয় (Transboundary) নদীর ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষন, খনন ও পানির প্রবাহ সচল রাখার বিষয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন (পরি-ক)। সভাপতি উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করার জন্য কমিশনের সার্বক্ষনিক সদস্য কে আহবান জানান। সভার প্রারম্ভে পরিচিতির পর পরই কমিশনের সার্বক্ষনিক সদস্য সভা আহবানের প্রেক্ষাপট ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি আন্তঃদেশীয় নদ-নদীর বর্তমান অবস্থা, রক্ষণাবেক্ষন এবং নদ-নদীতে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহনের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট নদী, শাখা নদী, উপনদীতে বিভিন্ন প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করেন। সভাপতি মহোদয় সারা বাংলাদেশের নদ-নদীর সাথে উজানের আন্তঃদেশীয় বিদ্যমান নদ-নদীর পানি প্রবাহের ও সংযোগের ভৌত সংশ্লিষ্টতা, নৌ-পথের সংরক্ষণ ও যৌথ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

সভায় উপস্থিত সকল সদস্য আন্তর্জাতিক নদ-নদীসমূহের গতি, প্রকৃতি, ব্যবস্থাপনা, আন্তঃদেশীয় নদীর উপর উজানে পানি প্রবাহ বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ পূর্বক ডাইভারশনসহ নদী ব্যবস্থাপনার পরিবর্তনশীল তথ্যাদি সংগ্রহ ও ডাটাবেইজ তৈরীর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

(১) আন্তঃদেশীয় নদ-নদীর সংরক্ষিত ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষনের জন্য নদ-নদীর সংখ্যা নির্ধারণ, অবস্থান চিহ্নিত করা, যৌথ ব্যবস্থাপনা এবং পানি প্রবাহের গতিপথের পরিবর্তনজনিত তথ্যাদি নিয়মিত যথোপযুক্ত সময়ে প্রাপ্তির জন্য জেআরসি এর মাধ্যমে নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক।

বাস্তবায়নঃ যৌথ নদী কমিশন, পানি সম্পদ মন্ত্রনালয় ।

অপসারণ করলে বাংলাদেশে বিদ্যমান ঐ নদীর অবশিষ্টাংশের উপর প্রভাব কি পড়ছে/পড়বে তা জানা অপরিহার্য এবং তদনুসারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তি (RS/GIS/GPS/IT based technology) ব্যবহার/প্রয়োগ করে Webbased/Online ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেয়া হলো।

বাস্তবায়নঃ যৌথ নদী কমিশন, পাউবো, পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয় ।

(৩) ভারত, চীন ও মিয়ানমার এর সাথে আন্তঃদেশীয় নদ-নদী সম্পর্কে পুরো তথ্যাদি সংগ্রহ এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বহুপক্ষীয় (জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, জেআরসি, পাউবো, বিজিবি) কমিটি গঠন করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ আবশ্যক।

বাস্তবায়নঃ যৌথ নদী কমিশন,পাউবো, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।

(৪) আন্তঃদেশীয় নদীসমূহের সার্বিক তথ্যাদি, বর্তমান ভৌত অবস্থা, নদীর পানি ধারণ ও প্রবাহ, ডেলিভারী ইত্যাদি সম্পর্কে যথাযথ তথ্য সমৃদ্ধ রিপোর্ট তৈরি করার জন্য বাংলাদেশের পক্ষে এককভাবে এবং সংশ্লিষ্ট দেশ/দেশগুলির সঙ্গে যৌথভাবে সমীক্ষা করা প্রয়োজন।

বাস্তবায়নঃ যৌথ নদী কমিশন, বিআইডব্লিউটিএ, বিজিবি, ভূমি জরিপ অধিদপ্তর।

(৫) আন্তঃদেশীয় নদ-নদীর সুশাসন, সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও পাহাড়ী ঢল, বন্যার পূর্বাভাস দেয়ার জন্য যৌথ তথ্য ভান্ডার/তথ্য কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নঃ যৌথ নদী কমিশন, পাউবো, বিআইডব্লিউটিএ, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ।

(৬) আন্তঃদেশীয় নদীর বর্তমান সংখ্যা ৫৭টি। এই নদীর সংখ্যা নিয়ে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের মতভেদ জেআরসি, পাউবো, স্পারসো, নদী গবেষণা ইনষ্টিটিউট ও জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন যৌথভাবে hydro-morphological এবং Geo-physical সমীক্ষা/গবেষণার মাধ্যমে নদীর সংখ্যা ও বর্তমান অবস্থান ও অবস্থা চূড়ান্ত করবে। এ সকল নদীপথের পূর্ণাঙ্গ প্রযুক্তিগত ও থিমেটিক ম্যাপ তৈরী করবে।

বাস্তবায়নঃ যৌথ নদী কমিশন, পাউবো।

(৭) বাংলাদেশে বিদ্যমান আন্তঃদেশীয় নদীর যে-অংশ ভারতীয় পলি, বালু, দূষিত ময়লা আবর্জনায় ভরে যাচ্ছে ও নদ-নদীগুলির নাব্যতা বিনষ্ট/হরণ করছে, তা খনন করার জন্য ভারতীয় সহযোগিতা-আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা (Partnership)চাওয়া যেতে পারে এবং যৌথ ব্যবস্থার বিশেষজ্ঞ ফোরাম গঠন করা যেতে পারে। বাস্তবায়নঃ পাউবো, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়,বিআইডব্লিউটিএ,পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়,পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়।

(৮) ভূমি জরীপ অধিদপ্তর সীমান্ত নদীসমূহের নিয়মিত জরীপ করবে এবং জরীপ বিবরণী জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে অবহিত করবে।

বাস্তবায়নঃ ভূমি রেকর্ড ও জরীপ অধিদপ্তর, বিজিবি।

(৯) পাউবো ১৫টি আন্তঃ নদীর উপর যে প্রকল্প গ্রহণ করেছে সেগুলির নদীভিত্তিক কর্মসূচীর চলমান প্রকল্পের বিবরণী ও বাস্তবায়ন জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ও যৌথ নদী কমিশন কে অবহিত রাখবে।

বাস্তবায়নঃ পাউবো, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

(১০) আন্তঃদেশীয় যে-সকল নদীর উপর প্রকল্প চলমান, সেই সকল প্রকল্পের কার্যক্রম বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা নদী রক্ষা কমিটিকে অবহিত রাখতে হবে।

বাস্তবায়নঃ পাউবো, সংশ্লিষ্ট জেলা নদী রক্ষা কমিটি, সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক, পাউবো (সংশ্লিষ্ট জেলা)।

সভায় আর বিশেষ কোন আলোচনা থাকায় সভাপতি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
২৭/০৬/২০১৮
ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার
চেয়ারম্যান
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
দূরালাপনী ঃ ৪৯৩৪৯৬৭৬

নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.০২৯.০০১.১৬/ ৭২৬ ক

২৯ আশ্বিন ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
তারিখ ----------
১৪ অক্টোবর ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ

দয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুলিপিঃ

১। সিনিয়র সচিব/সচিব, নৌপম/পাসম/ পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়/স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
২। মহাপরিচালক, বিজিবি, পিলখানা, নিউমার্কেট,ঢাকা।
৩। চেয়ারম্যান বিআইডব্লিউটিএ মতিঝিল, ঢাকা।
৪। মহাপরিচালক, পাউবো, ঢাকা।
৫। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, নৌপম।
৬। সদস্য, যৌথ নদী কমিশন, ৭২ গ্রীন রোড ঢাকা।
৭। মাননীয় চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা (চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৮। সার্বক্ষণিক সদস্য মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা।
৯। দপ্তর কপি।

ইকরামুল হক
(উপসচিব)
পরিচালক (পরিবীক্ষণ)
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।

"বাঁচাও নদী, বাঁচাও মানুষ, বাঁচাও দেশ"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
হোসাইন টাওয়ার (১২ তলা)
বীর প্রতীক গাজী গোলাম দস্তগীর রোড
১১৬, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০।
www.nrccb.gov.bd

বিষয় ঃ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কর্তৃক ''নিম্ন আয়ের'' দেশ থেকে ''নিম্ন-মধ্য আয়ের'' দেশে উত্তরণের প্রেক্ষাপটে ''বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নদ-নদীর অবদান ও উপযোগিতা'' বিষয়ক গোল টেবিল বৈঠক আলোচনা।

বাংলাদেশ নিম্ন আয়ের দেশ থেকে নিম্ন-মধ্য আয়ের দেশে উত্তরণ উদযাপন উপলক্ষে গত ২৪/০৩/২০১৮ তারিখ রোজ শনিবার সকাল ১১.০০ টায় বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নদ-নদীর অবদান ও উপযোগিতা বিষয়ক গোল টেবিল বৈঠকের আলোচনার আয়োজন করা হয়। আলোচনায় সভাপতিত্ব করেন কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার। তিনি বলেন যে, গত ১৫ মার্চ, ২০১৮ তারিখে জাতিসংঘের কমিটি ফর ডেভেলাপম্যান্ট পলিসি (CDP) কর্তৃক নিম্ন আয়ের দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরনের বিষয়ে ঘোষণা প্রদান করা হয়েছে। পানি সম্পদ, নদী রক্ষা, জাতীয় অর্থনীতিতে নদীর অবদান অতি গুরুত্বপূর্ণ। ২০৪১ সালে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে পৌছাঁনোর জন্য নদ-নদীর ভূমিকা যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। আজকের আলোচনার মাধ্যমে আমাদের সামনে চ্যালেঞ্জগুলো চিহ্নিত করা এবং তদপ্রেক্ষিতে করণীয় নির্ধারন করা সহজ হবে। পরবর্তীতে বাংলাদেশের এই উত্তরণ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়। তারই ভিত্তিতে বাংলাদেশ সরকারের এই অর্জনকে স্মরনীয় এবং টেকসই করে রাখার জন্য বাংলাদেশ নদী রক্ষা কমিশন কর্তৃক বাংলাদেশের নদ-নদীর অবদান ও উপযোগিতা বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। অদ্যকার আলোচনা অনুষ্ঠানে আলোচক হিসেবে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন ঃ-

(১) ডঃ আইনুন নিশাত, প্রফেসর ইমেরিটাস, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়।
(২) সৈয়দ আবুল মকসুদ, বিশিষ্ট গবেষক ও কলামিস্ট, ঢাকা।
(৩) জনাব মোহাম্মদ আবদুল মাননান, অতিরিক্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
(৪) জনাব আবু নাসের খান, চেয়ারম্যান, পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন।
(৫) জনাব শরীফ জামিল, যুগ্ম সম্পাদক, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন।
(৬) জনাব মোঃ মনির হোসেন, সভাপতি, নদী পরিব্রাজক দল।

সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন জনাব মোঃ আলাউদ্দিন, সার্বক্ষণিক সদস্য, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন। তিনি তাঁর বক্তব্যে নিম্ন আয়ের দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরনের পরবর্তী ধাপসমূহের উপর আলোকপাত করেন। বাংলাদেশ কে উন্নয়নশীল দেশে পৌছাঁর জন্য আরো কয়েকটি কঠিন পরীক্ষায় পাশ করতে হবে মর্মে উল্লেখ করেন। তিনি বাংলাদেশকে ২০১৮ সাল থেকে রূপান্তর করার জন্য কর্মকৌশল নির্ধারণের আহ্বান জানান। তাই নদী কমিশনকে জাতীয় দায়িত্ব হিসেবে নদীর দখল, দূষণ রক্ষা করে নদীকে আয়বর্দ্ধক হিসেবে ২০৪১ পর্যন্ত অনেকগুলো পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। তিনি এ উত্তরনের সম্ভাব্য সুবিধা ও ঝুকিঁর উপরও আলোকপাত করেন। রপ্তানী খাতে কোটা হ্রাস এবং ঋণ প্রাপ্তির বিষয়ে বাংলাদেশের অগ্রাধিকার

হ্রাসেরও আশংকা করেন। আলোচনা সভায় নদী সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থার ও সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সভার আলোচক নদী মাতৃক দেশ হিসেবে নদী পরিব্রাজক দলের সভাপতি জনাব মনির হোসেন বলেন যে, নদীর বাংলাদেশে নদ-নদী আজ চরমভাবে অবহেলিত। তিনি গাজীপুর জেলার তুরাগ, শীতলক্ষ্যা, চিলাই, বংশী, ব্রহ্মপুত্র ইত্যাদি নদীর বিপদাপন্ন অবস্থার কথা উল্লেখ করেন।

বাপা'র যুগ্ম-সম্পাদক জনাব শরীফ জামিল বলেন যে, নদীভিত্তিক বাজার তৈরী নদীকে আয়বর্দ্ধক হিসেবে গন্য করতে হবে। নদীতে পানি থাকলে অর্থাৎ নাব্যতা থাকলেই নদীকে আয় উৎপাদনের মাধ্যম হিসাবে ধরা হবে। নদী বস্তুতঃ যোগাযোগ এবং পরিবহনের অন্যতম মাধ্যম। নৌপথে পরিবহন খরচ খুবই কম। ঢাকা শহরের চার পার্শ্বে বিদ্যমান নদ-নদীর পানি শিল্প কারখানার তরল ও কঠিন বর্জ্য পদার্থে দূষণ হচেছ। শিল্প কারখানায় ETP (Effluent Treatment Plant) না থাকায় বাংলাদেশের ৬০ ভাগ নদী দূষণ হচ্ছে। নদীর যত্ন ও যথাযথ সংরক্ষণ না করায় ইলিশ মাছের চারণক্ষেত্র আন্ধারমানিক, আগুনমুখা নদীতে প্রাকৃতিক পদ্ধতি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। অপরদিকে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের ফলে প্রতিবছর পানির লেবেল ক্রমান্বয়ে নীচে নেমে যাচ্ছে। নদীর স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করবে আগামী দিনের উন্নয়ন।

পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলনের চেয়ারপার্সন জনাব আবু নাসের খান বলেন, নদীর ব্যবহারকারী সাধারণ মানুষ। আমাদের দেশের ইকোসিষ্টেম নদী কেন্দ্রিক। ইকো সিষ্টেম না বাচঁলে আমরা বাচঁবনা। জমির উর্বরতা নির্ভর করে নদীর সিষ্টেমের উপর। জমির সাথে নদী খালের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। আমাদের নদী কেন্দ্রিক সংস্কৃতিও দূর্বল হয়ে পড়েছে। নদীর দূষণ, পানির দূষনের কারনে আমাদের খাদ্য সিষ্টেমেও প্রভাব পড়ছে। ইকোসিষ্টেমে বিপন্ন হওয়ার কারনে নীরব গণহত্যা চলছে। বাংলাদেশের নদী রক্ষার জন্য দেশের আপামর জনসাধারণ, পেশাজীবি, সাংবাদিক, ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা সবাইকে নদী রক্ষায় সম্পৃক্ত করতে হবে।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব আবদুল মাননান বলেন, বাংলাদেশের নদ-নদীর সম্পর্ক খাল, বিল, হাওর, বাওর এর সাথে। দেশের গ্রামঞ্চলে বন্যা নিয়ন্ত্রনের নামে যত্রতত্র বাঁধ দিয়ে এবং যোগাযোগের নামে সংক্ষিপ্ত ব্রীজ, কালভার্ট নির্মাণ করে নদ-নদীর প্রবাহ বন্ধ করা হয়েছে। ফলে নদ-নদীর মৃত্যু ত্বরান্বিত হয়েছে। সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের অপরিকল্পিত নির্মাণ কাজের জন্য বাংলাদেশের বড় বড় নদীও ভরাট হয়ে যাচেছ। তারমধ্যে তেতুলিয়া, কীর্তনখোলা, পায়রা নদীও ভরাট হয়ে যাচ্ছে।

সৈয়দ আবুল মকসুদ বলেন যে, অর্থনীতি-তে নদীর ভূমিকা সীমাহীন। পূর্বে নৌপথে ব্যবসা বাণিজ্য চলতো মানিকগঞ্জ সদর হতে নৌপথে দিনাজপুর মালামাল আসা যাওয়া করত। বাংলাদেশের শিল্পী, সাহিত্যিক, ভাস্কর, রাজনীতিবিদ আমাদের নদীর সৃষ্টি। আমাদের গর্বের জয়নুল আবেদীন বাংলাদেশের নদ-নদীর সৃষ্টি। বাংলাদেশে নদী দেখার ও রক্ষার অতীতে কেউ ছিল না। সিভিল সোসাইটি এবং বিভিন্ন পরিবেশ কর্মীদের আবেদন-নিবেদনের জন্য বর্তমান সরকার আইন করে প্রশাসন জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন গঠন করেছে। নদী রক্ষার জন্য আরও জ্ঞান অর্জন ও গবেষণা করা প্রয়োজন। সর্বোপরি নদী রক্ষায়

চলমান পাতা-২

রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকতে হবে। নদীর সর্বোচ্চ ব্যবহার, সর্বত্রই করতে হবে, নদীর রক্ষা ও সংরক্ষণ আগে নিশ্চিত করতে হবে।

ড. আইনুন নিশাত, প্রফেসর ইমেরিটাস, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় বলেন যে, বাংলাদেশে নদ-নদী, খাল, হাওর, জলাশয় প্রত্যেকটি বিষয়ে স্পষ্ট সংজ্ঞা থাকা আবশ্যক। বাংলাদেশে বিদ্যমান সকল নদীর জন্য একই রকম কার্যকর হবেন। প্রত্যেকটি সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য পৃথক পৃথক প্রক্রিয়া থাকতে হবে। এখন নদ-নদী-খাল অঞ্চল বিশেষ নামে পরিচিত। বাংলাদেশ সরকার জীব-বৈচিত্র্যের গুরুত্ব অনুধাবন করে সংবিধানের ১৮ (ক) অনুচ্ছেদে রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যত নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করার এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র, জলাভূমি, বন ও বন্য প্রাণির সংরক্ষন ও নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

<u>গোলটেবিল বৈঠকের আলোচনার ভিত্তিতে সুপারিশসমূহ ঃ</u>

(ক) নদীর দখল দূষণ, নদীর উপকারিতা ইত্যাদি বিষয়ে প্রথম শ্রেণী হতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্য বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা;

(খ) জাতীয় নদী রক্ষা বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়ন করা এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের দায়-দায়িত্ব আরোপ করা ;

(গ) নদী, খাল, ছড়া ইত্যাদির সংখ্যা ও সংজ্ঞা এবং এ দুয়ের তথ্য প্রদান ও সংজ্ঞায়িত করা;

(ঘ) নদীকে মাছের চলাচল উপযোগী এবং মৎস্য প্রজনন চারণক্ষেত্র বিবেচনা করে আগুনমুখার মত অন্যান্য নদীকে সংরক্ষন করা;

(ঙ) আন্তঃদেশীয় নদীর সুরক্ষা ও সুব্যবস্থাপনার জন্য আন্তদেশীয় আঞ্চলিক নদী সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চীন, ভারত, নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশ সমন্বয়ে নদী ফোরাম গঠন করা;

(চ) নদী রক্ষার জন্য স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষকদের সম্পৃক্ত করা;

(ছ) খালবিল, জলাশয়, নদী রক্ষার জন্য বিদ্যমান সকল আইন, নিয়ম, বিধি বিধান সবাইকে অবহিতকরণ ও কঠোর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা ;

(জ) নদীর সমস্যা চিহ্নিত করার জন্য গবেষণা পরিচালনা এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা ;

(ঝ) নদী রক্ষার জন্য সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছার দৃষ্টান্তমূলক কার্যাবলী সম্পাদন করা;

(ঞ) প্রত্যেকটি বড় নদীর জন্য আলাদাভাবে সমস্যা চিহ্নিত করতে হবে এবং সমস্যা সমাধানের জন্য পৃথকভাবে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে;

(ট) বাংলাদেশের নদী, শাখা নদী, জলাশয়, খাল, ঝড়া, ছড়া, হাওর ইত্যাদির সংজ্ঞা চিহ্নিত করা;

(ঠ) নদীতে কালভার্ট, পাইপ কালভার্ট লো হাইট ব্রীজ, স্লুইজ গেট, পোল্ডার তৈরি করে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ বন্ধ না করা;

(ড) বাংলাদেশের নদীতে হট স্পট (hot spot) চিহ্নিত করা এবং হট স্পটে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা;

(ঢ) নদী রক্ষার জন্য নদীর মুখ্য স্টেক হোল্ডারদের মতামত জানতে হবে এবং পরামর্শ অনুসারে নদী রক্ষার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা;

(ণ) নদীর জন্য বাফার জোন, জলাশয় ও প্লাবন সমভূমি এলাকা সংরক্ষণ করা;

চলমান পাতা-৩

(ত) বাংলাদেশের রিভার নেটওয়ার্ক কার্যকর রাখা;

(থ) নদীর সীমানা চিহ্নিত করে নদীর সীমানা পিলার স্থাপন করা;

(দ) সকল সামাজিক মিডিয়ার মাধ্যমে নদীর সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি করা ও জনগণকে সচেতন করা;

(ধ) নদীর জন্য বাফার জোন, জলাভূমি সংরক্ষন করে Environment Flow রক্ষা বজায় রাখা;

(ন) ট্রান্স বাউন্ডারী নদীর দূষণ, দখল ও সুরক্ষার জন্য জয়েন্ট রিভার কমিশন সম্পৃক্ত করা;

(প) নদী সংলগ্ন জলাশয়, বিল, হাওর এবং হাওরের মধ্যে অবস্থিত খালসমূহের সংরক্ষণ করা;

(ভ) নদীর বহুমুখী ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য নদী ভিত্তিক যোগাযোগ, মৎস্য চাষ, চাষাবাদ, পর্যটন কার্যক্রম গ্রহণ করা।

স্বাক্ষরিত/=
তারিখ : ২৩/০৪/২০১৮
ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার
চেয়ারম্যান
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
দূরালাপনী ঃ ৪৯৩৪৯৬৭৬

নং১৮.২০.০০০০.০১৮.২৩.০০২.১৪-১৯১

২৭ চৈত্র ১৪২৪ বঙ্গাব্দ
তারিখ ----------
১০ এপ্রিল ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো ঃ

বিতরণ ঃ

০১। মেয়র, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, নগর ভবন, গুলশান, ঢাকা-১২১২।
০২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন বিমানবন্দর, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।
০৩। সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৪। সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়/গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়/পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/তথ্য মন্ত্রণালয়/ভূমি মন্ত্রণালয়/পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।
০৫। জনাব মোহাম্মদ আবদুল মাননান, অতিরিক্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৬। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/ময়মনসিংহ/রংপুর/রাজশাহী/সিলেট/খুলনা/বরিশাল বিভাগ।
০৭। মহাপরিচালক, ভূমি জরিপ ও রেকর্ড অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।
০৮। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২১৭।
০৯। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড, মতিঝিল, ঢাকা।
১০। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (স্পারসো), আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
১১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব,নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়/গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়/পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/তথ্য মন্ত্রণালয়/ভূমি মন্ত্রণালয়/পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০ (মাননীয় মন্ত্রী'র সদয় অবগতির জন্য)।
১২। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ/বিআইডব্লিউটিসি, মতিঝিল/বাংলামটর, ঢাকা।
১৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা, কাওরানবাজার, ঢাকা-১২১৫।
১৪। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর/দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, নগর ভবন, গুলশান/গুলিস্থান, ঢাকা।
১৫। জেলা প্রশাসক, ঢাকা/নারায়ণগঞ্জ/নরসিংদী/মুন্সিগঞ্জ/গাজীপুর/মানিকগঞ্জ/ময়মনসিংহ।

চলমান পাতা-৪

১৬। সৈয়দ আবুল মকসুদ, বিশিষ্ট কলামিষ্ট, গবেষক ও সহ-সভাপতি, বাপা, বাসা #২৫,সড়ক # ৩২,ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫

১৭। জনাব মোঃ মনির হোসেন, সভাপতি, নদী পরিব্রাজক দল।

১৮। জনাব মিহির বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন (বাপা), ঢাকা।

১৯। জনাব আবু নাসের খান, চেয়ারম্যান, পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন (পবা), ঢাকা।

২০। ড. আইনুন নিশাত, প্রফেসর ইমেরিটাস, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, গুলশান, ঢাকা-১২১২।

২১। সভাপতি, নদী বাচাঁও আন্দোলন, নভেল হাউস, ৭ম তলা, ১৩৭, শান্তিনগর, পল্টন, ঢাকা-১২১৭।

২২। চেয়ারম্যান মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন (মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

২৩। সার্বক্ষণিক সদস্য মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা (মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

২৪/৭/১৯

ইকরামুল হক
(উপসচিব)
পরিচালক (পরিবীক্ষণ)
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
ফোন ঃ ৪৯৩৪৯৬৭৬।

গোপনীয়

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়
কমিটি শাখা-১৭

www.parliament.gov.bd

বিষয়: একাদশ জাতীয় সংসদে গঠিত নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি'র পঞ্চম বৈঠকের কার্যবিবরণী।

সভাপতি: মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম, বীরউত্তম(২৬৪ চাঁদপুর-৫),নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি।

তারিখ : ১২ জুন, ২০১৯ খ্রি./ ২৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৬ ব.।

রোজ : বুধবার

সময় : সকাল ১০: ৩০ ঘটিকা।

স্থান : সংসদ ভবনের পশ্চিম ব্লকের দ্বিতীয় লেভেলে অবস্থিত কেবিনেট কক্ষ।

২। বৈঠকে কমিটির নিম্নবর্ণিত মাননীয় সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন :

ক্রমিক	মাননীয় সদস্যবৃন্দের নাম	নির্বাচনী এলাকা	পদবী
১)	জনাব খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী	৭ দিনাজপুর-২	সদস্য
২)	জনাব শাজাহান খান	২১৯ মাদারীপুর-২	সদস্য
৩)	জনাব মোঃ মজাহারুল হক প্রধান	১ পঞ্চগড়-১	সদস্য
৪)	জনাব রণজিৎ কুমার রায়	৮৮ যশোর -৪	সদস্য
৫)	জনাব মাহফুজুর রহমান	২৮০ চট্টগ্রাম-৩	সদস্য
৬)	ডাঃ সামিল উদ্দিন আহমেদ শিমুল	৪৩ চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১	সদস্য
৭)	জনাব মোঃ আছলাম হোসেন সওদাগর	২৫ কুড়িগ্রাম-১	সদস্য
৮)	জনাব এস এম শাহজাদা	১১৩ পটুয়াখালী-৩	সদস্য

৩। বৈঠকে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ আবদুস সামাদ, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান কমডোর জুলফিকার আজিজ, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের সদস্য (অর্থ) বেগম ইয়াসমিন আকসানা, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়াম্যান কমডোর জাহাঙ্গীর আলমসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

৪। কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের যুগ্ম-সচিব (এসএসসি) ও কমিটি সচিব জনাব কল্লোল কুমার চক্রবর্তী, সভাপতির একান্ত সচিব উপ-পরিচালক (রিপোর্টিং) ড.দয়াল চাঁন মণ্ডল, সহকারী সচিব খন্দকার আবদুল মুত্তালিব কমিটি শাখা-১৭ এর অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং সহকারী পরিচালক (গণ-সংযোগ) বেগম নীলুফার ইয়াসমিনসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

৫। বৈঠকের আলোচ্যসূচি নিম্নরূপ:

(ক) চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ:

১) উন্নয়ন প্রকল্প এবং সে সবের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা;

২) ফিন্যানশ্‌ল স্টেটমেন্ট, এডিপি ও রেভেনিউ বাজেট সম্পর্কে আলোচনা;

(খ) মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ:

১) উন্নয়ন প্রকল্প এবং সে সবের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা;

২) ফিন্যানশ্‌ল স্টেটমেন্ট, এডিপি ও রেভেনিউ বাজেট সম্পর্কে আলোচনা;

(গ) পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ এর সার্বিক কার্যক্রম এবং অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা

(ঘ) বিবিধ।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে বৈঠকের কার্যক্রম শুরু করেন।

৬। গত ১৪-০৫-২০১৯ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত কমিটির চতুর্থ বৈঠকের কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ:

৬.১। সভাপতি বিগত ১৪-০৫-২০১৯ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত কমিটির চতুর্থ বৈঠকের কার্যবিবরণী অনুমোদনের আহ্বান জানালে কোনো প্রকার সংশোধনী ছাড়াই উক্ত কার্যবিবরণীটি সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিত করা হয়।

৭। আলোচ্যসূচি-(ক) চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ:

১) উন্নয়ন প্রকল্প এবং সে সবের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা;

২) ফিন্যানশ্‌ল স্টেটমেন্ট, এডিপি ও রেভেনিউ বাজেট সম্পর্কে আলোচনা;

৭.১। সভাপতির আহ্বানে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান কমডোর জুলফিকার আজিজ বৈঠকে পেশকৃত কার্যপত্রের আলোকে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের গৃহীত প্রকল্প, ভবিষ্যৎ প্রকল্প এবং উহার বাস্তবায়ন অগ্রগতিসহ ফিন্যানশ্‌ল স্টেটমেন্ট, এডিপি এবং রেভিনিউ বাজেট সম্পর্কে কমিটিকে অবহিত করেন এবং মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে তা উপস্থাপন করেন। এ সময় তিনি উক্ত প্রকল্পসমূহের নাম কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থা এবং প্রকল্প সমাপ্তির সম্ভাব্য সময় উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এর উন্নয়ন প্রকল্পের মধ্যে ১১টি চলমান এবং ৬টি ভবিষ্যৎ প্রকল্প। নিউমুরিং কন্টেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) এর ৫১টি ইক্যুইপমেন্টের মধ্যে ৪৭টি চট্টগ্রাম বন্দরের ইক্যুইপমেন্ট ফ্লিট এ যুক্ত হয়েছে। বাকী ৪টি গ্যান্ট্রিক্রেন চলমান জুন ২০১৯ এর মধ্যে জাহাজে করে নিয়ে আসা হবে। বর্তমানে বন্দরের কন্টেইনার, কার্গো হ্যান্ডলিং দ্বিগুণসহ সকল ক্ষেত্রে সক্ষমতা এবং আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে প্রধান বাধা হচ্ছে

কাস্টম। পণ্য খালাসে বিলম্ব হচ্ছে কাস্টমস্ এর কাজের বিদ্যমান পদ্ধতির কারণে। বন্দরের জেটি, ইয়ার্ডসহ সীমানা বৃদ্ধির কাজ চলছে। পূর্বে চট্টগ্রামের পোর্ট লিমিট ছিল সাড়ে সাত কিলোমিটার বর্তমানে তা মাতারবাড়ি পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়ে পোর্ট লিমিট হয়েছে ৫০ কিলোমিটার। তাই ভিটিআইএমএস-এর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাও সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। কর্ণফুলী নদীর সদরঘাট হতে বাকলিয়ার চর পর্যন্ত ড্রেজিং এর মাধ্যমে নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৩টি ড্রেজারের মাধ্যমে ড্রেজিং কাজ চলমান রয়েছে। এর কার্যক্রম টেস্ট-কেইস হিসাবে এগিয়ে যাচ্ছে। এটি একটি চ্যালেঞ্জিং প্রকল্প। নদীর তলদেশে পলিথিন, কাপড়, এবং ময়লা আবর্জনা রয়েছে। এগুলো পরিস্কার করতে হবে। তাই ড্রেজিংয়ের আগে অন্য কোনো পদ্ধতিতে নদীর তলদেশ পরিস্কার করতে হবে। এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা চলছে।

তিনি আরও বলেন, চট্টগ্রাম বন্দর ভবন এর ৪০তলা পোর্ট টাওয়ার নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত ছিল। কিন্তু বুয়েট বলেছে ২০তলার উপরে টাওয়ার নির্মাণ করা হলে তা 'ভায়াবল' হবে না। তাই চট্টগ্রাম পোর্ট টাওয়ার কত উচু করা হবে তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে। এ সময় তিনি চট্টগ্রামে মুক্তিযুদ্ধ মিউজিয়াম মন্যুমেন্ট নির্মাণের একটি ভিটিও ক্লিপ দেখান।

বে-কন্টেইনার টার্মিনাল ও বে টার্মিনাল ডেলিভারী ইয়ার্ড(কার্গো ইয়ার্ড, কন্টেইনার ইয়ার্ড এবং ট্রাক টার্মিনাল) নির্মাণ এর ব্যাপারে তিনি বলেন, উত্তর হালিশহরের সমুদ্র সংলগ্ন এলাকায় অবিস্থত ৯০৭ একর জায়গায় এটি নির্মিত হবে। বে- টার্মিনালের কন্টেইনার টার্মিনাল হবে ২টি । একটি ১২২৫ মিটার ও অপরটি ৮৩০ মিটার। এছাড়াও একটি মাল্টিপারপাস টার্মিনাল হবে যার দৈর্ঘ্য ১৫০০ মিটার। এ ব্যাপারে Feasibility Study ও Layout চূড়ান্ত করা হয়েছে। এ টার্মিনাল নির্মাণের ব্যাপারে ইতোমধ্যে দেশী-বিদেশী অনেক প্রতিষ্ঠান আগ্রহ প্রকাশ করেছে। ইতোমধ্যে কাজটি পিপিপি পদ্ধতিতে অগ্রগামী হওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্য প্রকল্প Summary PM দপ্তরে প্রেরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দরের বর্তমান অবস্থা এবং বে-কন্টেইনার টার্মনাল নির্মাণের Phasing এর বিষয়ে IBA ও IIFC এর মাধ্যমে একটি Studyএর কাজও হাতে নেওয়া হয়েছে।

টার্মিনাল নির্মাণ কাজটি সময়সাপেক্ষ বিধায় বে-টার্মিনালের এলাকায় Land Use Plan এর অংশ হিসেবে উক্ত এলাকায় একটি বে-টার্মিনাল ডেলিভারী ইয়ার্ড নির্মাণের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। বর্তমানে চট্টগ্রাম বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় কন্টেইনার রিসিভিং ,কন্টেইনার রাখা ,আন-ষ্টাফিং এবং ডেলিভারী ইত্যাদি কাজ সম্পাদন করা হয়। দিনের একটা নির্দিষ্ট সময়ে ট্রাক এবং কাভার্ড ভ্যান চলাচলের কারণে জেটি এলাকায় যানজট সৃষ্টি হয়। তাছাড়া বর্তমান কন্টেইনার হ্যান্ডলিং এর যে প্রবৃদ্ধি রয়েছে তা অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে এ যানজট আরও বৃদ্ধি পাবে। উক্ত পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার লক্ষ্যে সল্পসময়ে একটি মানসম্পন্ন ইয়ার্ড নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়। উক্ত ইয়ার্ড জেটি এলাকায় বিরাজমান যানজট নিরসনে বড় ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়। চট্টগ্রাম বন্দরকে সচল রাখার লক্ষ্যে

বর্ণিত ডেলিভারী ইয়ার্ড নির্মাণের কাজটি অতি দ্রুতসম্পন্ন করা প্রয়োজন। অন্যথায় বর্তমান ইয়ার্ড স্থান সংকুলান না হওয়ার কারণে আগামী ২/৩ বছরের মধ্যে আমাদানী-রপ্তানী কার্যক্রম ব্যাহত হবে।

উল্লেখ্য ডেলিভারী ইয়ার্ড নির্মাণ সংক্রান্ত কাজের একটি ডিপিপি অনুমোদনের জন্য নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

এই বে-টার্মিনাল প্রকল্পটি বন্দরের জন্য খুবই গুরুত্বপূণ এবং জাতীয় অর্থনীতিতে এর ব্যাপক ইতিবাচক প্রভাব থাকবে। প্রকল্পটি জাতীয় গুরুত্বপূণ প্রকল্প হিসাবে গণ্য করতে দ্রুত কাজ শুরু এবং সমাপ্ত করা প্রয়োজন। তাই দ্রুত উক্ত কাজটি শুরু এবং সমাপ্ত করার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে বলে তিনি জানান।

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের আর্থিক বিষয়ে তিনি বলেন, গত ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে কর পরবর্তী নীট আয় ৬৩২.৭৭ কোটি টাকা এবং ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে কর পরবর্তী নীট আয় ৮৩৫.২১ কোটি টাকা। এ বছর আরও বেশি লাভ হবে। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ গড়ে প্রতিদিন আনুমানিক আয় ২.৫০ কোটি টাকা। বন্দরের আয় যেমন বাড়ছে তেমন চাহিদাও বাড়ছে। তাই বন্দর উন্নয়ন করা একান্ত দরকার। বর্তমানে খুব ক্রাইসিস সময় যাচ্ছে। কারণ বন্দরের চ্যালেঞ্জ দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। চট্টগ্রাম বন্দরের চাহিদা বাড়ছে প্রতি বছর। কিন্তু বন্দরের উন্নয়ন করতে সময় লেগে যাবে ৩ বছর। চাহিদার সাথে চট্টগ্রাম বন্দর উন্নয়ন করতে গেলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। ২০২৫ সালে বন্দরের জমাকৃত সকল টাকা খরচ করে আরও ৫,৫০০ হাজার কোটি টাকার প্রয়োজন হবে। অন্যথায় চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হবে। সক্ষমতা বাড়বে না। এরপর তিনি সভাপতি ও মাননীয় সদস্যবৃন্দের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।

৭.২। মাননীয় সদস্য জনাব মোঃ মজাহারুল হক প্রধান বলেন, নদীর ময়লা-আবর্জনা পরিস্কার করার জন্য প্রচলিত ড্রেজিং না করে প্রথমে উহা পরিস্কার করার কথা মাথায় রাখা উচিত। তাই এ ব্যাপারে নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করার জন্য তিনি প্রস্তাব করেন।

৭.৩। মাননীয় সদস্য জনাব শাজাহান খান বলেন, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের জমাকৃত ২৬ কোটি টাকার শেয়ার ক্রয় করায় ২ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা লোকসান হয়েছে। শেয়ার বাজার জুয়া খেলার মত। তাই চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এর জমাকৃত অর্থ শেয়ারে বিনিয়োগ না করে এফডিআর-এ বিনিয়োগ করার জন্য তিনি পরামর্শ দেন। তিনি আরও বলেন, চট্টগ্রাম বন্দরে টেরিফের পরিমাণ কম, এটি পুনঃনির্ধারণ করা যেতে পারে। এরপর তিনি বলেন, তাঁর মন্ত্রিত্ব থাকাকালীন নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সকল উন্নয়নের উপর একটি বই তৈরী করা হয়েছিল। সেটি ছাপানো এবং বিতরণের জন্য মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। তাছাড়া চট্টগ্রামে 'মুক্তিযুদ্ধের মিউজিয়াম মন্যুমেন্ট' নির্মাণ এবং 'অপারেশন জেকপট' নামক সিনেমা তৈরী করার জন্যও গত বৈঠকে বলা হয়েছিল। কিন্তু সেগুলো করা হয়নি। তাই উক্ত বিষয়গুলো মন্ত্রণালয় কর্তৃক অবিলম্বে বাস্তবায়নের জন্য তিনি পুনরায় প্রস্তাব করেন।

৭.৪। মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ আবদুস সামাদ বলেন, নদীর তলদেশ থেকে পলিথিন ও আবর্জনা পরিস্কার করতে বর্তমান ড্রেজারে হবে না। এর জন্য ক্র্যাব ড্রেজারের প্রয়োজন হবে। এটি বাংলাদেশে কারও নেই। এ লক্ষ্যে একটি কারিগরী কমিটি নরওয়ে এবং জাপান যাবে। শুধু কর্ণফুলী নদী নয়, সারাদেশের নদী খননের জন্য এই ড্রেজার দরকার হবে। তবে জনগণ যাতে পলিথিনসহ ময়লা-আবর্জনা যেখানে-সেখানে না ফেলে তার জন্য জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। এ ব্যাপারে জনগণকে জেল-জরিমানার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। চট্টগ্রামবাসী কে সচেতনের জন্য ডিসি এবং মেয়র-এর সাথে আলোচনা করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, বিশ্বের সকল দেশে কাস্টম অফিস বন্দর এলাকার বাইরে থাকে। কিন্তু বাংলাদেশে বন্দরের অপারেশন এরিয়ার মধ্যে কাস্টম অফিস অবস্থিত । অন্যান্য দেশে কাস্টম বন্দরে ৫% পণ্যসামগ্রি তদন্ত করে, আর চট্টগ্রাম বন্দরে কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষ ২০% তদন্ত করে থাকে। ফলে বন্দরের পণ্য খালাসে বিলম্বের সৃষ্টি হয়। তাছাড়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের মাত্র ৩৭টি জাহাজ রয়েছে। অপরদিকে অন্যান্য দেশে ৫ হাজার পর্যন্ত জাহাজ রয়েছে। এ সকল বিষয়ে সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে চট্টগ্রাম বন্দরে ফুল-অটোমেশন পদ্ধতি চালু করতে হবে বলে তিনি জানান।

৭.৫। মাননীয় সদস্য ও প্রতিমন্ত্রী জনাব খালিদ মাহ্মুদ চৌধুরী বলেন, সিনাম তৈরী করবে তথ্য মন্ত্রণালয়। 'অপারেশন জেকপট' নামক সিনেমা চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃক তৈরী করা হলে প্রশ্ন উঠতে পারে। তাই এ ব্যাপারে সিনামা তৈরী করতে তথ্য মন্ত্রণালয় এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনায় বসতে হবে। প্রয়োজনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা বলতে হবে। এর আগে কিছু করা সঠিক নয় বলে তিনি উল্লেখ করেন।

৭.৬। সভাপতি বলেন, কর্ণফুলী নদীর তলদেশে জমে থাকা পলিথিন, কাপড় ও ময়লা-আবর্জনা পরিস্কার ও ড্রেজিং করার ব্যাপারে জনগণকে সচেতন করার পাশাপাশি কাজের জন্য যথোপযুক্ত ড্রেজারের ব্যবস্থা করা দরকার।

যদি শেয়ারের মার্কেটে বিনিয়োগ ঝুকিপূর্ণ বলে বিশেষজ্ঞরা মতামত দেন তাহলে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তপক্ষের জমাকৃত টাকায় শেয়ার ক্রয় না করে এফডিআর করে রাখা যেতে পারে।

"বে-টার্মিনাল" প্রকল্পটি বন্দরের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং জাতীয় অর্থনীতিতে এর ব্যাপক ইতিবাচক প্রভাব থাকবে। তাই প্রকল্পটি 'জাতীয় প্রকল্প' হিসাবে গণ্য করে দ্রুত কাজ শুরু এবং সমাপ্ত করা বন্দরের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রকল্পের কাজ দ্রুত শুরু এবং সমাপ্ত করার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এটাই সাবার প্রত্যাশা।

আলোচনা প্রসঙ্গে মাননীয় সদস্যবৃন্দ অভিমত ব্যাক্ত করেন যে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সকল প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের কার্যাদেশ উপযুক্ত ঠিকাদারদের প্রতিযোগিতামূলক অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রদান করা বাঞ্ছনীয়।

তাছাড়া চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের কী পরিমাণ সম্পদ ও অর্থ আছে, দেনার পরিমাণ কত এবং ভবিষ্যতে বন্দর উন্নয়নের নিমিত্ত যে ৫,৫০০ কোটি টাকার প্রয়োজন তা কীভাবে সংগ্রহ করা হবে সেসব তথ্য সম্বলিত একটি প্রস্তাবনা কমিটিতে প্রেরণের আহ্বান জানানো হয়।

৮। আলোচ্যসূচি- (খ) মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ:

১) উন্নয়ন প্রকল্প এবং সে সবের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা;

২) ফিন্যানশ্‌ল স্টেটমেন্ট, এডিপি ও রেভেনিউ বাজেট সম্পর্কে আলোচনা;

৮.১। সভাপতির আহ্বানে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের সদস্য (অর্থ) বেগম ইয়াসমিন আফসানা এর পক্ষে সদস্য (প্রকৌশল) জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন খান পেশকৃত কার্যপত্র থেকে মোংলা বন্দরের বিভিন্ন চলমান প্রকল্প, ভবিষ্যৎ প্রকল্প এবং বিবেচ্য প্রকল্প সম্পর্কে কমিটিকে অবহিত করেন এবং মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে তা উপস্থাপন করেন। এ সময় তিনি বন্দরের গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং বর্তমান অবস্থা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বর্তমানে মোংলা বন্দরের অবস্থা ভাল। আগত জাহাজের সংখ্যা, গাড়ি, কন্টেইনার, কার্গো, আমদানী-রপ্তানী পণ্য হ্যান্ডলিংসহ সবকিছুই বেড়েছে এবং আয়ও বেড়েছে। বর্তমানে মোংলা বন্দর বছরে ১৫০০টি জাহাজ হ্যান্ডলিং করে। ভবিষ্যতের চাহিদা মেটাতে বন্দরের সক্ষমতা আরও বাড়াতে হবে। এ লক্ষ্যেকে সামনে রেখে বন্দরের উন্নয়ন করতে হবে। তাই মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ এর ক্যাপিটাল ড্রেজিং, জেটি নির্মাণ, অত্যাবশকীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, ভিটিএমআইএস, ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্থাপন, ট্রেলিং সাকশান হপার ড্রেজার সার্ভিস ভেসেল, আবাসিক ভবন নির্মাণসহ বিভিন্ন জলযান সংগ্রহ এবং বন্দরের স্ট্রেটেজিক মাস্টার-প্ল্যান তৈরীর প্রকল্প গ্রহণ করেছে। তিনি আরও বলেন, পশুর চ্যানেলে ক্যাপিটাল ড্রেজিং করা হলে ১০.৫ মিটার ড্রাফ্টের জাহাজ মোংলা বন্দর হ্যান্ডলিং করতে পারবে। স্ট্রেটেজিক মাস্টার প্ল্যান ফর মোংলা পোর্ট প্রকল্পের বিডারকে চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য আহ্বান করা হলে অপর বিডার কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্টে রীট করা হয়েছে। তবে এটি তাড়াতাড়ি মীমাংসা করা হবে। মোংলা বন্দরে "শেখ রাসেল টাওয়ার" নামে একটি ভবন তৈরী করা হবে বলে তিনি জানান।

৮.২। মাননীয় সদস্য জনাব মোঃ মজাহারুল হক প্রধান বলেন, মোংলা বন্দরে 'শেখ রাসেল টাওয়ার' নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়েছে। এ নামে কোনো কিছু করতে হলে 'বঙ্গবন্ধু ট্রাস্ট' রয়েছে, সেখান থেকে অনুমতি নেয়া প্রয়োজন। কাজেই মোংলা বন্দরে 'শেখ রাসেল টাওয়ার' নির্মাণ করতে হলে 'বঙ্গবন্ধু ট্রাস্ট' এর অনুমোতি নেয়ার প্রয়োজন রয়েছে। এরপর তিনি মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ এর গৃহীত প্রকল্প কাজের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রীটসহ মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য দপ্তরের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলাসমূহ নিস্পত্তির নিমিত্ত নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ে উকিল নিয়োগের পরামর্শ প্রদান করেন।

৮.৩। মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ আবদুস সামাদ বলেন,'স্ট্রেটেজিক মাস্টার প্ল্যান ফর মোংলা পোর্ট' প্রকল্পে মোংলা পোর্ট কর্তৃপক্ষ সঠিক ভাবেই 'Lowest bidder'কে কার্যাদেশ দিয়েছে। কিন্তু অপর পার্টি মহামান্য হাইকোর্ট রীট পিটিশন করেছে। এটি মীমাংসা করার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে বলে তিনি জানান।

৮.৪। মাননীয় সদস্য ও প্রতিমন্ত্রী জনাব খালিদ মাহ্মুদ চৌধুরী মাননীয় সদস্য জনাব মোঃ মজাহারুল হক প্রধান এর বক্তব্য সমর্থন করে বলেন, মোংলা বন্দরে 'শেখ রাসেল টাওয়ার' নির্মাণ করতে হলে নিয়মমাফিক বঙ্গবন্ধু ট্রাস্টের অনুমতি নিতে হবে। অনুমতি না নিয়ে এটি করা হলে পরবর্তীতে এর অনুমতি নাও দিতে পারে। এতে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে। এ ধরনের উদাহরণ রয়েছে। তাই মোংলা বন্দরে 'শেখ রাসেল টাওয়ার' নির্মাণ করতে হলে বঙ্গবন্ধু ট্রাস্টের অনুমতি নেয়া দরকার। তিনি আরও বলেন, মোংলা বন্দরের 'স্ট্রেটেজিক মাস্টার প্ল্যান ফর মোংলা পোর্ট' প্রকল্পের কার্যাদেশের বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্টে যে রীট পিটিশন দায়ের করা হয়েছে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় এবং মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ সেটি সমাধানের ব্যবস্থা করবে বলে উল্লেখ করেন।

৮.৫। সভাপতি বলেন, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত 'পশুর চ্যানেল ক্যাপিটাল ড্রেজিং' প্রকল্পে কোন্ পয়েন্ট থেকে কোন্ পর্যন্ত খনন করা হবে এবং দৈর্ঘ্য কত কিলোমিটার হবে, এখানে বর্তমানে কত কিলোমিটার ড্রাফ্ট আছে, খননের পর কত মিটার ড্রাফ্টের জাহাজ আসতে পারবে এবং এতে কত টাকা খরচ হবে ইত্যাদি বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত একটি লিখিত প্রতিবেদন কমিটিতে প্রেরণ করতে হবে। রীট পিটিশন করে কেউ মোংলা বন্দরের উন্নয়ন কাজ দীর্ঘ দিন বন্ধ করে রাখতে পারে না। এ ব্যাপারে আইন বিশারদ ও আইন মন্ত্রণালয়ের সহায়তা নেয়া প্রয়োজন। এটি দ্রুত সমাধান করে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করতে হবে। তাই 'স্ট্র্যাটেজিক মাস্টার প্লান ফর মোংল পোর্ট' প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্টে দায়েরকৃত রীট পিটিশন দ্রুত নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তাছাড়া 'ট্রেলিং সাক্শান হপার ড্রেজার সংগ্রহ' জরুরী প্রয়োজন হলে এবং উক্ত প্রস্তাবে চীন সহায়তা না করলে দ্রুত বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এরপর তিনি চট্টগ্রাম, মোংলা এবং পায়রা প্রত্যেক বন্দর কর্তৃপক্ষের ভবিষ্যত খরচ মিটানোর নিমিত্ত আয় বাড়ানো এবং বন্দরের কাজে প্রয়োজনীয় নৌ-যান সংগ্রহের ব্যবস্থা করার আহ্বান জানান।

৯। <u>আলোচ্যসূচি- (গ) পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ এর সার্বিক কার্যক্রম এবং অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা</u>

৯.১। পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান কমডোর জাহাঙ্গীর আলম পেশকৃত কার্যপত্রের আলোকে পায়রা বন্দরের কার্যক্রম, বর্তমান অবস্থা, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং সুপারিশমালা সম্পর্কে সংক্ষেপে কমিটিকে অবহিত করেন এবং মাল্টি-মিডিয়ার মাধ্যমে তা উপস্থাপন করেন। এ সময় তিনি বন্দরের জনবল, চলমান প্রকল্প, মধ্যমেয়াদি কম্পোনেট, অন্যান্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য কম্পোনেটসহ বিভিন্ন কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি কমিটিতে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, গত ২০১৬ খ্রি. পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ এর নির্মাণ কাজ শুরু হয়। বর্তমানে ৫টি প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। বন্দরের গৃহীত প্রকল্পের ৮০% আর্থিক অগ্রগতি এবং ৭৪% কাজের বাস্তব অগ্রগতি

হয়েছে। পায়রা বন্দরের প্রথম কাজ হচ্ছে ভূমি অধিগ্রহণ এবং ভবন নির্মাণ। এই বন্দরের জন্য মোট সাড়ে ৬ হাজার একর জমি নেয়া হবে। ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের নিমিত্ত মোট ৪ হাজার পরিবারকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। বর্তমানে ৭০০ জনকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং অন্যদেরও প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। এই বন্দরের ডিটেইল্ড মাস্টার প্লানসহ ক্যাপিটাল ড্রেজিং, টার্মিনাল, জেটি, ও ইয়ার্ড নির্মাণ, শীপ ইয়ার্ড ও শীপ মেরামত, বিশেষ অর্থনৈতিক জোন প্রতিষ্ঠা এবং বিমান ও রেল যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে। বন্দরের গৃহীত প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করা গেলে আগামী ২০২২ খ্রি. নাগাদ দেশের তৃতীয় বন্দর হিসাবে পায়রা বন্দর পুর্ণাঙ্গভাবে চালু করা যাবে বলে তিনি জানান।

৯.২। মাননীয় সদস্য ডাঃ সামিল উদ্দিন আহমেদ শিমুল বলেন, বাংলাদেশের নদীসমূহ ড্রেজিং করার পর দেখা যায় সেটি আবারও ভরাট হয়ে যায়। তাই নদী ড্রেজিং অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাওয়া দরকার, যাতে পরবর্তীতে নদীর তলদেশ ভরাট হতে না পারে। এ ব্যাপারে তিনি দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প গ্রহণ করার প্রস্তাব করেন।

৯.৩। সভাপতি, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উত্থাপিত প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের নিমিত্ত সংশ্লিষ্টদের সাথে আলাপ- আলোচনা করার জন্য নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

১০। <u>আলোচ্যসূচি-(ঘ) বিবিধঃ</u>

১০.১। মাননীয় সদস্য জনাব মাহফুজুর রহমান বলেন, কুমিরা-গুপ্তছড়া নৌ-পথে গত ঈদ-উল-ফিতরে বিআইডব্লিউটিসি কর্তৃক 'এম.ভি মতিন' নামক একটি জাহাজ দেয়া হয়েছে। এর জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান। কিন্তু দুঃখ প্রকাশ করে তিনি বলেন, গত ঈদ-উল-ফিতরে যাতায়তকারী মানুষের নিকট থেকে অতিরিক্ত টাকা আদায় করা হয়েছে। টিকেটের গায়ে ভাড়া বাবদ মূল্য ৮০/- টাকা লিখা থাকলেও ১৬০/- টাকা করে আদায় করা হয়েছে। অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে বলা হয় এপার ও ওপার এর টাকা নেয়া হয়েছে। চ্যানেলের দু'পারে বিবিধখাতে ১০ টাকা করে (১০+১০)= ২০/- টাকা এবং ভাড়া ৮০ টাকাসহ সর্বমোট ১০০/- টাকা নিতে পারে। সেক্ষেত্রে জন প্রতি ১৬০/- টাকা করে আদায় করছে। এটি অনেক বেশী। তাই দেখা দরকার। তিনি আরও বলেন, স্বাধীনতার ৪৭ বছর অতিবাহিত হলেও তাঁর জনগণের জন্য নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থা করতে পারেনি। অথচ তাঁর এলাকার জনগণ বেশি পরিমাণ ট্যাক্স দিয়ে থাকেন। তাছাড়া এলাকার ভিতরে রাস্তার ব্যাপক উন্নয়ন করা হয়েছে। এরপর তিনি কুমিরা-গুপ্তছড়া নৌ-রুটের নিরাপদ যাতায়াতের ব্যবস্থা গড়ে তোলার অথবা উক্ত কাজে প্রাইভেট সেক্টরকেও যুক্ত করার প্রস্তাব দেন।

১০.২। মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ আবদুস সামাদ বলেন, কুমিরা-গুপ্তছড়া নৌ-রুট গত ঈদ-উল-ফিতরে যাত্রীদের নিকট থেকে বিআইডব্লিউটিসি কর্তৃক অতিরিক্ত অর্থ আদায় করেছে। এটি উচিত হয়নি। যেখানে টিকেটের গায়ে ৮০/- টাকা লিখা রয়েছে সেখানে দু'পারের খরচ (১০+১০) = ২০/- টাকাসহ সর্বমোট ১০০/- টাকা নিতে

পারে। কিন্তু ১৬০/- টাকা করে ভাড়া আদায় করা হয়েছে। এটি তারা করতে পারেন না। এ অতিরিক্ত অর্থ কেন আদায় করা হল তা দেখা হবে। তিনি আরও বলেন, দ্বীপ এলাকায় বসবাসকারী মানুষের বন্দি জীবন। সেখানকার জনগণ যাতে সন্ধ্যার পরও নৌ-পথে যাতায়াত করতে পারে সে ব্যবস্থা করা হবে। এ লক্ষ্যে সেখানে একটি 'পর্যটন নগরী' তৈরী করা যেতে পারে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

১০.৩। মাননীয় সদস্য ও প্রতিমন্ত্রী জনাব খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী বলেন, বর্তমানে চেতনাভিত্তিক এবং দেশপ্রেমিক একটি সরকার দেশ পরিচালনা করছে। সেখানে সরকারি চার্জ কেন দিগুণ টাকা নেয়া হল? এ বিষয়টি দেখা দরকার। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিবকে উক্ত অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের বিষয়টি দেখার জন্য তিনি নির্দেশ প্রদান করেন।

১০.৪। সভাপতি বলেন, এই নৌ-রুটে তিনি ভ্রমণ করেছেন এবং এর সমস্যা সম্পর্কে তিনি জানেন। এ ব্যাপারে সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার। বর্তমান সরকারের সময়েই প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে এ ব্যাপারে বিদেশী কনসালটেন্ট নিয়োগ করা যেতে পারে। এরপর হাতীয়া, সন্দ্বীপ এবং ভোলা দ্বীপ অঞ্চলের মানুষের নদী পথে যাতায়াতের সুবির্ধার্থে নিরাপদ আধুনিক যাতায়ত ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে দ্রুত প্রকল্প গ্রহণ এবং কুমিরা-গুপ্তছড়া নৌ-পথে আগামী ৩-৪ মাসের মধ্যে 'বয়া-বাতি' স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

১১। <u>বিস্তারিত আলোচনান্তে বৈঠকে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত/সুপারিশসমূহ গৃহীত হয় :</u>

(১) বিগত ১৪-০৫-২০১৯ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত কমিটির চতুর্থ বৈঠকের কার্যবিবরণীটি কোনো প্রকার সংশোধনী ব্যতিত সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিত করা;

(২) কর্ণফুলী নদীর তলদেশে জমে থাকা পলিথিন, কাপড় ও ময়লা-আবর্জনা পরিস্কার ও ড্রেজিং করার নিমিত্ত জনগণকে সচেতন করার পাশাপাশি 'ক্র্যাব ড্রেজার' অথবা উপযুক্ত ড্রেজারের ব্যবস্থা করার সুপারিশ করা হয়;

(৩) চট্টগ্রাম বন্দর কর্তপক্ষের জমাকৃত টাকায় কোনো শেয়ার ক্রয় বা এফডিআর করে রাখা কোনটি ঠিক হবে বিশেষজ্ঞের পরামর্শে মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেবে;

(৪) চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের কী পরিমাণ সম্পদ ও অর্থ আছে, দেনার পরিমাণ কত এবং ভবিষ্যতে বন্দর উন্নয়নের নিমিত্ত যে ৫,৫০০ কোটি টাকার প্রয়োজন কীভাবে তার ব্যবস্থা করা হবে সে সম্পর্কিত তথ্য সম্বলিত একটি প্রস্তাবনা মন্ত্রণালয় ও কমিটিতে প্রেরণের সুপারিশ করা হয়;

(৫) মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত 'পশুর চ্যানেল ক্যাপিটাল ড্রেজিং' প্রকল্পে কোন্ পয়েন্ট থেকে কোন্ পর্যন্ত খনন করা হবে এবং দৈর্ঘ্য কত কিলোমিটার হবে, এখানে বর্তমানে কত কিলোমিটার

গভীরতা আছে, খননের পর কত মিটার ড্রাফ্টের জাহাজ আসতে পারবে এবং এতে কত টাকা খরচ হবে ইত্যাদি বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত একটি প্রতিবেদন কমিটিতে প্রেরণের সুপারিশ করা হয়;

(৬) 'স্ট্র্যাটেজিক মাস্টার প্লান ফর মোংলা পোর্ট' প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্টে দায়েরকৃত রীট পিটিশন দ্রুত নিস্পত্তি করার সুপারিশ করা হয;

(৭) 'ট্রেলিং সাক্শান হপার ড্রেজার সংগ্রহ' একান্ত প্রয়োজন হলে এবং উক্ত প্রস্তাবে চীন সহায়তা না করলে দ্রুত অন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৮) চট্টগ্রাম, মোংলা এবং পায়রা প্রত্যেক বন্দর কর্তৃপক্ষের ভবিষ্যত খরচ মিটানোর নিমিত্ত আয় বাড়ানো এবং ভেসেল সংগ্রহের ব্যবস্থা করার সুপারিশ করা হয়;

(৯) পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উত্থাপিত প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের নিমিত্ত সংশ্লিষ্টদের সাথে আলাপ-আলোচনা করার জন্য নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়;

(১০) হাতীয়া, সন্দ্বীপ এবং ভোলা দ্বীপ অঞ্চলের মানুষের নদী পথে যাতায়াতের সুবির্ধার্থে নিরাপদ আধুনিক যাতায়ত ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে দ্রুত প্রকল্প গ্রহণের সুপারিশ করা হয়;

(১১) কুমিরা-গুপ্তছড়া নৌ-পথে আগামী ৩-৪ মাসের মধ্যে 'বয়া-বাতি' স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার সুপারিশ করা হয়;

(১২) "বে-টার্মিনাল" প্রকল্পটি বন্দরের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং জাতীয় অর্থনীতিতে এর ব্যাপক প্রভাব থাকবে। তাই প্রকল্পটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প হিসাবে গণ্য করতে দ্রুত কাজ শুরু এবং সমাপ্ত করা বন্দরের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই দ্রুত উক্ত কাজটি শুরু এবং সমাপ্ত করার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য কমিটি কর্তৃক সুপারিশ করা হয়;

(১৩) নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সকল প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের কার্যাদেশ উপযুক্ত ঠিকাদারদের প্রতিযোগিতামূলক অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রদানের জন্য সুপারিশ করা হয়।

১২। অতঃপর আর কোনো আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

23 June 2019

মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম, বীর উত্তম, এমপি

সভাপতি

নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি।

www.parliament.gov.bd

বিষয়: একাদশ জাতীয় সংসদে গঠিত নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি'র চতুর্থ বৈঠকের কার্যবিবরণী।

সভাপতি: মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম, বীরউত্তম(২৬৪ চাঁদপুর-৫),নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি।

তারিখ : ১৪ মে, ২০১৯ খ্রি./ ৩১ বৈশাখ, ১৪২৬ ব.।

রোজ : মঙ্গলবার

সময় : সকাল ১০: ৩০ ঘটিকা।

স্থান : সংসদ ভবনের পশ্চিম ব্লকের দ্বিতীয় লেভেলে অবস্থিত কেবিনেট কক্ষ।

২। বৈঠকে কমিটির নিম্নবর্ণিত মাননীয় সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন :

ক্রমিক	মাননীয় সদস্যবৃন্দের নাম	নির্বাচনী এলাকা	পদবী
১)	জনাব খালিদ মাহ্মুদ চৌধুরী	৭ দিনাজপুর-২	সদস্য
২)	জনাব শাজাহান খান	২১৯ মাদারীপুর-২	সদস্য
৩)	জনাব মোঃ মজাহারুল হক প্রধান	১ পঞ্চগড়-১	সদস্য
৪)	জনাব রণজিৎ কুমার রায়	৮৮ যশোর -৪	সদস্য
৫)	জনাব মাহফুজুর রহমান	২৮০ চট্টগ্রাম-৩	সদস্য
৬)	ডাঃ সামিল উদ্দিন আহমেদ শিমুল	৪৩ চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১	সদস্য
৭)	জনাব মোঃ আছলাম হোসেন সওদাগর	২৫ কুড়িগ্রাম-১	সদস্য
৮)	জনাব এস এম শাহজাদা	১১৩ পটুয়াখালী-৩	সদস্য

৩। বৈঠকে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ আবদুস সামাদ, বিআইডব্লিউটিএ'র চেয়ারম্যান কমডোর এম মাহবুব-উল ইসলাম, বিআইডব্লিউটিসি'র চেয়াম্যান জনাব প্রণয়কান্তি বিশ্বাস, বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়াম্যান জনাব তপন কুমার চক্রবর্তীসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

৪। কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের যুগ্ম-সচিব (এসএসসি) ও কমিটি সচিব জনাব কল্লোল কুমার চক্রবর্তী, সভাপতির একান্ত সচিব উপ-পরিচালক (রিপোর্টিং) ড.দয়াল চাঁন মণ্ডল, সহকারী সচিব খন্দকার আবদুল মুত্তালিব কমিটি শাখা-১৭ এর অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সহকারী পরিচালক (রিপোটিং) জনাব মোঃ

জাহিদুল ইসলাম এবং সহকারী পরিচালক (গণ-সংযোগ) জনাব মোঃ সাব্বির মাহমুদসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

৫। বৈঠকের আলোচ্যসূচি নিম্নরূপ:

(ক) বিগত তৃতীয় বৈঠকের কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ;

(খ) বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) এর সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা;

(গ) বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি) এর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আলোচনা;

(ঘ) বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ (বাস্থবক) এর গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা;

(ঙ) বিবিধ।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে বৈঠকের কার্যক্রম শুরু করেন। শুরুতেই তিনি সকলকে পবিত্র মাহে রমজানের শুভেচ্ছা জানান।

৬। আলোচ্যসূচি-(ক) গত ১১-০৪-২০১৯ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত কমিটির তৃতীয় বৈঠকের কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ:

৬.১। সভাপতি বিগত ১১-০৪-২০১৯ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত কমিটির তৃতীয় বৈঠকের কার্যবিবরণী অনুমোদনের আহ্বান জানালে কোনো প্রকার সংশোধনী ছাড়াই উক্ত কার্যবিবরণীটি সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিত করা হয়। এরপর তিনি কোনো বৈঠকের কার্যবিবরণীতে কোনো সংস্থার সংশোধনী থাকলে তা পরবর্তী বৈঠকের আগেই উক্ত সংশোধনী লিখিত আকারে কমিটির নিকট পেশ করার আহ্বান জানান।

৭। আলোচ্যসূচি-(খ) বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ(বিআইডব্লিউটিএ) এর সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা;

৭.১। সভাপতির আহ্বানে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) এর চেয়ারম্যান কমডোর এম মাহবুব-উল ইসলাম বৈঠকে পেশকৃত কার্যপত্র থেকে বিআইডব্লিউটিএ'র সংক্ষিপ্ত কার্যক্রম সম্পর্কে কমিটিকে অবহিত করেন এবং মাল্টি-মিডিয়ার মাধ্যমে তা উপস্থাপন করেন। এ সময় তিনি বিআইডব্লিউটিএ'র জনবল, চলমান উন্নয়ন প্রকল্প, অপেক্ষমান উন্নয়ন প্রকল্প এবং ভবিষ্যৎ প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি বলেন, বর্তমানে বিআইডব্লিউটিএ'র কাজ অনেক বেড়ে গেছে। তবে বিআইডব্লিউটিএ'র জনবলের অভাব রয়েছে। শূন্য পদে জনবল নিয়োগের অনুমোদন পাওয়া যায়নি। এ অনুমোদন খুব শীঘ্রই পেয়ে যাবেন। দেশের ৫৩টি নৌ-পথের ক্যাপিটাল ড্রেজিং হবে। ইতোমধ্যে ২৪টি নৌ-পথ খননের অগ্রগতি হয়েছে। কয়েকটি উদ্ধোধন করা হবে। তবে খননকৃত মাটির ব্যবস্থাপনায় সমস্যা হচ্ছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন নদীর তীর অবৈধ দখল থেকে উদ্ধার করে বনায়ন, ওয়াক-ওয়ে, সবুজ বেষ্টনি এবং ইকোপার্ক তৈরী করা হবে। বর্তমানে ৩২টি নদীবন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রম চলছে। চট্টগ্রামের ৩টি পাবর্ত্য জেলায় ৩টি নদী খননের প্রস্তাবনা দেয়া হবে। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় ঢাকার পোস্তগোলা শ্মশানঘাটে টার্মিনাল করা হবে। আইনের কিছু সমস্যা আছে তা নিরসনের ব্যবস্থা করা হবে।

আসন্ন ঈদ-উল-ফিতর-এর পূর্ব প্রস্তুতিস্বরূপ ২টি সভা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আরও সভা করা হবে। এছাড়াও তিনি কমিটিকে অবহিত করেন যে, চাঁদপুর জেলার শাহ্‌রাস্তি উপজেলার ডাকতিয়া নদীর তীরে নির্ধারিত ওয়াক-ওয়ে নির্মাণের

জন্য রাজস্বখাতের আওতাধীন ৩০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। আগামী ১লা জুলাই ২০১৯ তারিখ থেকে উক্ত প্রকল্পের কাজ শুরু করা যাবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এরপর তিনি সভাপতি ও মাননীয় সদস্যবৃন্দের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।

৭.২। মাননীয় সদস্য জনাব মাহফুজুর রহমান বলেন, জনস্বার্থে কুমিরা-গুপ্তছড়া নৌ-রুটে হুভারক্রাফট সার্ভিস চালু করার জন্য একটি ডি.ও পত্র প্রেরণ করেছি। কিন্তু তা আজও বাস্তবায়িত হয়নি। এখানে একটি জাহাজ চালু করা একান্ত প্রয়োজন। অত্র এলাকার জনগণ ট্যাক্স এবং রেমিট্যান্স বেশি প্রদান করে থাকে। উক্ত নৌ-রুটের জনসাধারণের চলাচলের সুবির্ধার্থে জাহাজ চালুর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, নদী খনন এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক বয়াবাতি সরবরাহের জন্য তিনি প্রস্তাব করেন।

৭.৩। মাননীয় সদস্য জনাব মোঃ আছলাম হোসেন সওদাগর বলেন, তাঁর নির্বাচনী এলাকার দুধ-কুমার নদী খনন কাজের উদ্বোধন এবং সোনারহাট স্থলবন্দর দিয়ে প্রাণ-গ্রুপের মালামাল বাহিত প্রথম ট্রাক যাতায়তের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি কোনো আমন্ত্রণ পত্র পাননি। এ ব্যাপারে তাঁকে জানানোর কোনো বিধান আছে কিনা তা তিনি জানতে চান এবং পরবর্তীতে এ ধরনের অনুষ্ঠানে স্থানীয় সংসদ সদস্য হিসোবে তাঁকে জানানোর প্রস্তাব করেন।

৭.৪। এ পর্যায়ে সভাপতি তাঁর নিকট প্রেরিত মাননীয় সদস্য জনাব শাজাহান খান কর্তৃক খুলনা বিভাগীয় ট্রাক শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক জনাব আব্দুর রহিম বকস্ দুদু এর চিঠি এবং দক্ষিণ পানপট্রি ঘাট স্পীডবোট মালিক সমবায় সমিতি লিমিটেড এর সভাপতি ওয়ানা মার্জিয়া নিতু এর চিঠির প্রতি কমিটির দৃষ্টি আর্কষর্ণ করেন। এ ব্যাপারে তিনি সকলের মতামত প্রদানের আহ্বান জানান।

৭.৫। মাননীয় সদস্য জনাব শাজাহান খান কমিটি কর্তৃক দক্ষিণ পানপট্রি ঘাট স্পীডবোট মালিক সমবায় সমিতি লিমিটেড এর দাবী বিবেচনায় নেওয়ার পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি বলেন, বিআইডব্লিউটিএ দক্ষিণ পানপট্রি ঘাট স্পীডবোট মালিক সমবায় সমিতিকে ভাড়া নির্ধারণ, সময়সূচি ও রুটপারমিট এর পাশাপাশি বেনজীর আমম্মদ, প্রোপাইটার মের্সার্স আহাম্মদ এন্টারপ্রাইজকে বে-আইনিভাবে পানপট্রি ঘাট হতে ছোট বাইশদিয়া(কোরালিয়া) নৌ পথে স্পীডবোট চলাচলের অনুকূলে সময়সূচি ও রুট পারমিট প্রদান করে। এতে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এটি বাতিল করা দরকার। প্রয়োজনে এ ব্যাপারে একটি সাব-কমিটি করা যেতে পারে। এরপর তিনি খুলনা বিভাগীয় ট্রাক শ্রমিক ইউনিয়ন কর্তৃক প্রেরিত দরখাস্ত সম্পর্কে বলেন, শরিয়তপুর জেলার আলু বাজার ফেরি ঘাট এবং চাঁদপুর জেলার হরিনা ঘাটে টিকেট এবং ইজারাদরের নামে ট্রাক থেকে অতিরিক্ত টাকা আদায় করেছে। তাই ইজারাদার প্রথা বাতিল করে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক নিজস্ব আদায় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য তিনি প্রস্তাব করেন। তিনি আরও বলেন, গত ১০ বছর তিনি নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন। এ সময়ে মন্ত্রণালয়ের সকল উন্নয়নের উপর একটি বই তৈরী করেছেন। সেটি ছাপানো এবং বিতরণ করার কথা ছিল। অদ্যবধি তা হয়নি। এটি অবিলম্বে ছাপিয়ে বিতরণ করার জন্য তিনি মন্ত্রণালয়ের সচিবের প্রতি আহ্বান জানান। তাছাড়া মুক্তিযুদ্ধের চিন্তা-চেতনাকে ধারণ করে আগামী প্রজন্মকে জানানোর জন্য "অপারেশন জেকপট" নামক সিনেমা তৈরী করার সিদ্ধান্ত ছিল। সেটি স্থগিত করা হয়েছে। অবিলম্বে এ স্থগিত আদেশ বাতিল করে উক্ত সিনেমা তৈরী করার জন্য তিনি প্রস্তাব করেন।

৭.৬। মাননীয় সদস্য জনাব এস এম শাহজাদা বলেন, দক্ষিণ পানপট্রি ঘাট তাঁর নির্বাচনী এলাকায়। এ ব্যাপারে তাঁর মতামতের গুরুত্ব দেয়া উচিত। তাই প্রস্তাবিত রুট পারমিট বাতিল বা স্থগিত না করে যেমন আছে তেমন চলবে। তিনি বিষয়টি দেখে জানানোর পর এ ব্যাপারে সিদ্বান্ত নেয়া যেতে পারে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

৭.৭। মাননীয় সদস্য জনাব মোঃ মজাহারুল হক প্রধান বলেন, যে নির্বাচনী এলাকার ঘাটের বিষয়ে স্পীডবোট মালিক সমিতির রুট পারমিট বাতিলের প্রস্তাব এসেছে। সেই মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব এস এম শাহজাদা বিষয়টি দেখে মতামত জানানোর দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে।

৭.৮। বিআইডব্লিউটিএ'র চেয়ারম্যান কমডোর এম মাহবুব-উল ইসলাম বলেন, ঘাটে প্রতিযোগিতা এবং ভারসাম্য বজায় রাখার স্বার্থে দক্ষিণ পানপট্রি ঘাট স্পীডবোট মালিক সমবায় সমিতি লিমিটেড এবং বেনজীর আমম্মদ, প্রোপাইটার মের্সার্স আহাম্মদ এন্টারপ্রাইজকে রুট পারমিট দেয়া হয়েছিল। এখন যেহেতু সমস্যা হচ্ছে সেহেতু বিষয়টি পর্যালোচনা করে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং সচিব মহোদয়ের পরামর্শক্রমে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে তিনি জানান।

৭.৯। মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ আবদুস সামাদ বলেন, বিআইডব্লিউটিএ'র বিভিন্ন ঘাটের ইজারাদারগণ সরকার নির্ধারিত ফি এর অতিরিক্ত টাকা নেয় এটি সত্য। কিন্তু বিআইডব্লিউটিএ'র বিভিন্ন ঘাটের অর্থ ইজারাদারের মাধ্যমে আদায় করতে হবে, এর সরকারী নীতিমালা রয়েছে। কাজেই নীতিমালা পরিবর্তন না করে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক নিজেই আদায় করা আইনসম্মত নয়। এটি করা হলে অডিট আপত্তি হবে। তাই এ বিষয়ে নীতিমালা পরিবর্তন করার জন্য তিনি পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি আরও বলেন, বিগত ১০ বছরে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন উন্নয়নের উপর তৈরী করা বই তাঁদের কাছে রয়েছে। বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে তা ছাপানো এবং বিতরণ করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া এ ব্যাপারে মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বাক্ষর পাওয়া যায়নি।

৭.১০। মাননীয় সদস্য ও প্রতিমন্ত্রী জনাব খালিদ মাহ্মুদ চৌধুরী বলেন, একই ঘাটে দু'টি লঞ্চ/ স্পিডবোর্ট সমিতিকে রুট পারমিট না দিয়ে একটিকে দিতে হবে, না হলে সেখানে অরাজকতার সৃষ্টি হবে। বিষয়টি আমাদের সমঝোতা করতে হবে। প্রথমে বিআইডব্লিউটিএ এ ব্যাপারটি দেখে মতামত প্রদান করলে পরবর্তীতে কমিটি কর্তৃক ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

৭.১১। সভাপতি বলেন, পটুয়াখালী জেলার রাঙ্গাবালি উপজেলার দক্ষিণ পানপট্রি ঘাটের লঞ্চ ও স্পীডবোট বর্তমানে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী চলাচল করবে। বিআইডব্লিউটিএ'র চেয়ারম্যান মহোদয় বিষয়টি পরীক্ষা করে আগামী ৭ দিনের মধ্যে তাঁর মতামত জানাবেন এবং পরবর্তীতে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে। বিআইডব্লিউটিসি সরাসরি নিজে টাকা আদায় করে, তাঁদের কোনো ইজারাদার নেই। বিআইডব্লিউটিএ'র নীতিমালায় কোনো সমস্যা থাকলে জনস্বার্থে তা সংশোধন করা হবে। তাই বিআইডব্লিউটিএ'র ফেরি ঘাটসমূহ ইজারা প্রদান সম্পর্কিত নীতিমালার কপি কমিটিতে প্রেরণের জন্য তিনি আহ্বান জানান।

তিনি বলেন "The Port Act" গত সংসদে কমিটিতে এসেছিল। কমিটি সেটি অধীকতর পরীক্ষার জন্য ফেরৎ পাঠায়। কিন্তু বিগত ২ বছর ৬ মাস অতিবাহিত হলেও সেটি আর আসেনি। এটি দ্রুত সংসদে আনা দরকার।

তিনি আরও বলেন, নদী খনন বা অন্য কোনো কাজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্থানীয় মাননীয় সদস্যকে জানানোর কোনো নিয়ম নেই। তবে তাঁকে জানানো প্রয়োজন। তাই নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক নদী খনন এবং ঘাটসহ বিভিন্ন উদ্বোধন কার্যক্রমে স্থানীয় সংসদ সদস্যকে অবহিত রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

কুমিরা-গুপ্তছাড়া নৌ-রুটের জন্য হুভারক্রাফট সার্ভিসের ব্যবস্থা করা গেলে ভাল।

বাংলাদেশের সকল নদীর তীর রক্ষার্থে বেদখলকৃত জায়গা উদ্ধার করে সেখানে ওয়াক-ওয়ে, বনায়ন ও পার্ক নির্মাণ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান।

জনগণের দুর্ভোগ লাঘবে সম্ভাব্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের অত্যন্ত ১০-১২ ঘন্টা পূর্বে বিআইডব্লিউটিএ'র বিভিন্ন ঘাটের ফেরি বন্ধের ঘোষণা দেওয়ার জন্য কমিটিতে অভিমত প্রকাশ করা হয়।

৮। আলোচ্যসূচি-(গ) বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন(বিআইডব্লিউটিসি) এর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিতকরণ:

৮.১। সভাপতির আহ্বানে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি)'র চেয়ারম্যান জনাব প্রণয় কান্তি বিশ্বাস বৈঠকে পেশকৃত কার্যপত্র থেকে বিআইডব্লিউটিসি'র সংক্ষিপ্ত কার্যক্রম কমিটিকে অবহিত করেন এবং মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে তা উপস্থাপন করেন। এ সময় তিনি বিআইডব্লিউটিসি'র প্রতিষ্ঠা, জনবল, ফেরি সার্ভিস, নৌযানের অবস্থা গৃহীত প্রকল্প ও উহার অগ্রগতি এবং সমস্যা সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি বলেন, ১৯৭২ খ্রি. বিআইডব্লিউটিসি প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি একটি সেবামূলক বাণিজ্যেক প্রতিষ্ঠান। এই সংস্থায় মোট ১০৬৭টি পদ শূন্য রয়েছে। এর মোট নৌযানের সংখ্যা ৫৭টি। বর্তমানে ৬টি জাহাজ নির্মাণ হচ্ছে এবং আরও ৪৩টি জাহাজ নির্মাণ করা হবে। এর ডিপিপি প্রক্রিয়াধীন। এতে ব্যয় হবে প্রায় ২শত কোটি টাকা। এর জন্য টেন্ডার কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৪টি কন্টেইনার কার্গো পাওয়া গেছে। তন্মধ্যে ২টি নিজস্ব পরিচালনায় আছে। বাকী ২টি চার্টারে চালানোর বিধান রয়েছে। কিন্তু কোনো চার্টারার পাওয়া যায়নি। তবে আগামী জুন ২০১৯ খ্রি. এটি চালু করা যাবে বলে তিনি জানান। এরপর তিনি সভাপতি ও মাননীয় সদস্যবৃন্দের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।

৮.২। মাননীয় সদস্য জনাব শাজাহান খান বলেন, যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জাহাজ তৈরী করে দিতে পারবে না পরবর্তীতে তাঁদের যেন কার্যদেশ না দেওয়া হয়। ডকে যাতে প্রতিদিন কাজ করা হয় সে ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং দরকার। তিনি আরও বলেন, বিআইডব্লিউটিসিতে সংগৃহীত ৪টি জাহাজ বসে আছে যা এখনো চালু করতে পারেনি। এছাড়া তিনি বিআইডব্লিউটিসি এর জাহাজ তৈরীর অগ্রগতি চান।

৮.৩। মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আবদুস সামাদ বলেন, বিআইডব্লিউটিসি এর ২টি কন্টেইনার কার্গো চার্টারের মাধ্যমে পরিচালনা করতে সমস্যা হচ্ছে। ৬-৭ কোটি টাকা ব্যাংক গ্যারান্টি দিয়ে কেউ চার্টারে আসতে চাচ্ছে না। তবে আগামী জুনে তা চালু করা সম্ভব হবে। তিনি আরও বলেন, বিআইডব্লিউটিসি এর চেয়ারম্যান এবং তিনি নিজে ওয়েস্টার্ণ মেরিন শিপইয়ার্ডে গিয়েছেন। সেখানে জাহাজ তৈরীর অগ্রগতি ভাল। তবে নির্ধারিত সময়ে তারা জাহাজ সরবরাহ দিতে পারবে না। আগামী জুন মাসে দেয়া সম্ভব হবে। ৩৫টি জলযান তৈরী করার সক্ষমতা দেশের কোনো প্রতিষ্ঠানের নেই। বিদেশ থেকে আনতে হলে টাকার পরিমাণ বেড়ে যাবে। তা সত্ত্বেও বিদেশ থেকে জাহাজ সংগ্রহ করা প্রয়োজন হবে বলে তিনি জানান।

৯। আলোচ্যসূচি-(গ) বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ (বাস্থবক) এর গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা;

৯.১। সভাপতির অনুমতিক্রমে বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষের (বাস্থবক) চেয়ারম্যান জনাব তপন কুমার চক্রবর্তী বৈঠকে পেশকৃত কার্যপত্র থেকে সংক্ষেপে তাঁর প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে কমিটিকে অবহিত করেন এবং মাল্টি-মিডিয়ার মাধ্যমে তা উপস্থাপন করেন। এ সময় তিনি বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা, ভিশন, মিশন, আয়-ব্যয়, জনবল, কার্যাবলী, বন্দর ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, সমস্যা ও সমাধান এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বাস্থবক ২টি স্থল বন্দর দিয়ে শুরু হয়। বর্তমানে স্থল বন্দরের সংখ্যা ২৩টি। এর মধ্যে ১২টি শুরু করা সম্ভব হয়েছে। তন্মধ্যে ৭টি নিজেস্ব ব্যবস্থাপনায় এবং ৫টি বি.ও.টি ভিত্তিতে। অবশিষ্ট বন্দরগুলোর উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বন্দরের আমদানি-রপ্তানি, আয়-ব্যয় ও সঞ্চয়সহ সকল কিছু বেড়েছে। গত অর্থ-বছরে আয় হয়েছিল ১৪৮ কোটি টাকা এবং এ অর্থ-বছরে এই মাস পর্যন্ত আয় হয়েছে ১৪৯ কোটি টাকা। অর্থাৎ ক্রমান্বয়ে এ আয়ের টাকা বাড়ছে। বেনাপোল স্থলবন্দরে যাত্রী ছাউনি নির্মাণ করা হয়েছে। বন্দরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা মাথায় রেখে উন্নয়ন কাজ করা হবে । স্থল বন্দরগুলোকে ম্যানুয়েলের পরিবর্তে অটোমেশন পদ্ধতির আওতায় আনা হয়েছে। এখন ৯০% সম্পন্ন হয়েছে এবং জুনে ১০০% হবে। বন্দরগুলোর সীমান্তে মোবাইল নেটওয়ার্ক সুলভ্য করার জন্য ব্রড-ব্রান্ড স্থাপন এবং সিলেটের শেওলা, খাগড়াছড়ির রামগড়ে নতুন স্থল বন্দর করা হবে। বেনাপোল এবং ভ্রমরা স্থল বন্দরের উন্নয়ন ও মেরামত এবং বুড়িমারী স্থল বন্দরের সম্প্রসারণ কার্যক্রমের উদ্যেগ গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর এলাকার বিরল স্থলবন্দরকে আরও কার্যকরী করতে হবে। যানজট সমস্যার সমাধানে বেনাপোল ও নাভারণকে যুক্ত করে বেনাপোল স্থলবন্দর বাইপাস সড়ক নির্মাণ করার জন্য তিনি প্রস্তাব করেন। এরপর তিনি সভাপতি ও মাননীয় সদস্যবৃন্দের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।

৯.২। মাননীয় সদস্য ডাঃ সামিল উদ্দিন আহমেদ শিমুল বলেন, তাঁর নির্বাচনী এলাকার সোনামসজিদ স্থল বন্দরের বিদ্যমান অপারেটর নিয়ম বহির্ভূতভাবে বন্দর পরিচালনা করছে। এ ব্যাপারে তিনি একটি অভিযোগ পত্র কমিটিতে পেশ করেন। উক্ত পত্রে উল্লেখিত তাঁর বিষয়গুলো তদন্ত করে বিদ্যমান অপারেটরকে বাতিল করে নতুন অপারেটর নিয়োগ করার জন্য তিনি অনুরোধ করেন। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাঁর লিখিত অভিযোগ পত্রটি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য তিনি প্রস্তাব করেন।

৯.৩। মাননীয় সদস্য জনাব মোঃ মজাহারুল হক প্রধান বলেন, তাঁর নির্বাচনী এলাকার বাংলাবান্ধা স্থল বন্দর বি.ও.টি এর ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। এই বি.ও.টি পদ্ধতি ভাল নাকি বন্দরের নিজস্ব আদায় পদ্ধতি ভাল তা তাঁর জানা নেই। তবে জনগণ এতে সুফল পাচ্ছে না। অপারেটরা শুধু মুনাফা নিচ্ছে বন্দরের কোনো উন্নয়ন করছে না। নীতিমালার ৮০% ব্যত্যয় ঘটিয়ে কাজ করছে। এ ব্যাপারে একটি সাব-কমিটি করা যেতে পারে। সেখানে একজন অপারেটর আছেন। তিনি সেখানে নিজে যান না, কর্মচারী দিয়ে চালনা করেন। বি.ও.টি ভিত্তিতে পরিচালিত বন্দরগুলো আরও অনেকবছর চলবে। তাই এখন এই বি.ও.টি পদ্ধতি বাতিলের কোনো সুযোগ আছে কিনা তা তিনি জানতে চান এবং বাংলাবান্ধা স্থল বন্দরসহ সারা দেশের স্থল বন্দরসমূহ বি.ও.টি ভিত্তিতে পরিচালনা না করে, বন্দরের নিজস্ব আদায় ব্যবস্থা চালু করার জন্য তিনি প্রস্তাব করেন।

৯.৪। মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ আবদুস সামাদ বলেন, স্থল বন্দরের বিদ্যমান বি.ও.টি নীতিমালা অনুযায়ী ২৫ বছরের জন্য চুক্তি করা হয়েছে। সে মেয়াদ এখনও শেষ হয়নি। এখন সে চুক্তি অনুযায়ী বি.ও.টি পদ্ধতি থেকে বেরিয়ে আসার কোনো ক্লজ আছে কিনা তা দেখে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে বলে তিনি জানান।

৯.৫। মাননীয় সদস্য ও প্রতিমন্ত্রী জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের স্বাভাবিক কাজের গতি নষ্ট হতে পারে কমিটি কর্তৃক এমন কোনো সিদ্ধান্ত না নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন।

৯.৬। সভাপতি বলেন, বিগত দিনে মন্ত্রণালয়ের কাজের গতি নষ্ট হতে পারে এমন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি। মন্ত্রণালয়ের কাজে যাতে গতি বৃদ্ধি পায় এমন তথ্যই কমিটি সবসময় জানাতে এবং সুপারিশ করতে চায়। কমিটির লক্ষ্য দেশকে উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং মন্ত্রণালয়ের কাজকে সহযোগিতা করা । এ সময় তিনি বাস্তবক স্থল বন্দরের চেয়ারম্যানের প্রস্তাব 'বেনাপোল- নাভারণকে যুক্ত করে একটি বাইপাস সড়ক নির্মাণের' প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মাননীয় সদস্য ডাঃ সামিল উদ্দিন আহমেদ শিমুল এর প্রস্তাবকে সমর্থন করেন। এরপর তিনি বাংলাবান্ধা স্থল বন্দর বি.ও.টি ভিত্তিতে পরিচালনার চুক্তির কপি মাননীয় সদস্য জনাব মোঃ মজাহারুল হক প্রধান এবং কমিটির সভাপতির নিকট প্রেরণের আহ্বান জানান। তিনি বলেন কমিটির পরবর্তী বৈঠক আগামী ১২-০৬-২০১৯ খ্রি. তারিখে সকাল ১০:৩০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হবে।

১০। <u>বিস্তারিত আলোচনান্তে বৈঠকে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত/সুপারিশসমূহ গৃহীত হয় :</u>

(১) বিগত ১১-০৪-২০১৯ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত কমিটির তৃতীয় বৈঠকের কার্যবিবরণীটি কোনো প্রকার সংশোধনী ব্যতিত সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিত করা হয়;

(২) পটুয়াখালী জেলার রাঙ্গাবালি উপজেলার দক্ষিণ পানপট্টি ঘাটের লঞ্চ ও স্পীডবোট বর্তমানে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী চলাচল করবে। বিআইডব্লিউটিএ'র চেয়ারম্যান মহোদয় বিষয়টি পরীক্ষা করে আগামী ৭ দিনের মধ্যে তাঁর মতামত জানাবেন। পরবর্তীতে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে মর্মে কমিটি অভিমত প্রকাশ করে;

(৩) বিআইডব্লিউটিএ'র ফেরি ঘাটসমূহ ইজারা প্রদান সম্পকির্ত নীতিমালার কপি কমিটিতে প্রেরণের সুপারিশ করা হয়;

(৪) দশম সংসদে আনীত "The Port Act" অধীকতর পরীক্ষার করে দ্রুত সংসদে পুনরায় প্রেরণের জন্য সুপারিশ করা হয়;

(৫) বাংলাদেশের সকল নদীর তীর রক্ষার্থে বেদখলকৃত জায়গা উদ্ধার করে সেখানে ওয়াক-ওয়ে, বনায়ন এবং পার্ক করার সুপারিশ করা হয়;

(৬) জনগণের দুর্ভোগ লাঘবে সম্ভাব্য প্রাকৃর্তিক দুর্যোগের অত্যন্ত ১০-১২ ঘন্টা পূর্বে বিআইডব্লিউটিএ'র বিভিন্ন ঘাটের ফেরি বন্ধের ঘোষণা দেওয়ার সুপারিশ করা হয়;

(৭) নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক নদী খনন এবং ঘাটসহ বিভিন্ন উদ্বোধন কার্যক্রমে স্থানীয় সংসদ সদস্যকে [illegible] সুপারিশ করা হয়;

(৮) জনসাধারণের চলাচলের সুবিধার জন্য চট্টগ্রাম জেলার কুমিড়া- গুছাড়া নদীরুটে জাহাজ সরবরাহ, হুভারক্রাফ্ট সার্ভিস চালুর বিষয়টি পর্যালোচনা করা এবং নিদিষ্ট সংখ্যক বয়া সরবরাহের সুপারিশ করা হয়;

(৯) বেনাপোল- নাভারণকে যুক্ত করে একটি বেনাপোল বাইপাস সড়ক নির্মাণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়;

(১০) মাননীয় সংসদ সদস্য ডাঃ সামিল উদ্দিন আহমেদ শিমুলের নির্বাচনী এলাকার সোনামসজিদ স্থল বন্দরের অপারেটরের কতিপয় অনিয়ম লিখিত আকারে পেশ করলে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তা মাননীয় নৌ-পরিবহন প্রতিমন্ত্রীর নিকট প্রেরণের সুপারিশ করা হয়;

(১১) বাংলাবান্ধা স্থল বন্দরের অপারেটরের সাথে সম্পাদিত চুক্তির একটি কপি স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব মোঃ মজাহারুল হক প্রধানকে এবং একটি কপি সভাপতিকে প্রেরণের সুপারিশ করা হয়;

(১২) কমিটির পরবর্তী বৈঠক আগামী ১২-০৬-২০১৯ খ্রি. তারিখে সকাল ১০:৩০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হবে।

১১। অতঃপর আর কোনো আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ এবং আসন্ন পবিত্র ঈদ-উল-ফিতরের আগাম শুভেচ্ছা জানিয়ে বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

RKIslam 29 May 2019

মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম, বীর উত্তম, এমপি
সভাপতি
নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি।

গোপনীয়

১৩১০

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়
কমিটি শাখা-১৭

www.parliament.gov.bd

বিষয়: একাদশ জাতীয় সংসদে গঠিত নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি'র তৃতীয় বৈঠকের কার্যবিবরণী।

সভাপতি: মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম, বীরউত্তম(২৬৪ চাঁদপুর-৫),নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি।

তারিখ : ১১ এপ্রিল, ২০১৯ খ্রি./ ২৮ চৈত্র, ১৪২৫ ব.।

রোজ : বৃহস্পতিবার

সময় : বিকাল ৩: ০০ ঘটিকা।

স্থান : সংসদ ভবনের দক্ষিণ-পূর্ব ব্লকের চতুর্থ লেভেলে অবস্থিত ২নং স্থায়ী কমিটি কক্ষ।

২। বৈঠকে কমিটির নিম্নবর্ণিত মাননীয় সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন :

ক্রমিক	মাননীয় সদস্যবৃন্দের নাম	নির্বাচনী এলাকা	পদবী
১)	জনাব খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী	৭ দিনাজপুর-২	সদস্য
২)	জনাব রণজিৎ কুমার রায়	৮৮ যশোর -৪	সদস্য
৩)	ডাঃ সামিল উদ্দিন আহমেদ শিমুল	৪৩ চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১	সদস্য
৪)	জনাব এস এম শাহজাদা	১১৩ পটুয়াখালী-৩	সদস্য

৩। বৈঠকে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ আবদুস সামাদ, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন এর চেয়ারম্যান ড. মজিবুর রহমান হাওলাদার, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি) এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক কমডোর ইয়াহ্‌ইয়া সৈয়দসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

৪। কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের যুগ্ম-সচিব (এসএসসি) ও কমিটি সচিব জনাব কল্লোল কুমার চক্রবর্তী, উপ-পরিচালক (রিপোর্টিং) ড.দয়াল চাঁন মণ্ডল, সহকারী সচিব জনাব মোঃ এস.এম.আলমগীর কমিটি শাখা-১৭ এর কর্মকর্তা এবং সহকারী পরিচালক (গণ-সংযোগ) এর জনাব মোঃ এমাদুল হকসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

৫। বৈঠকের আলোচ্যসূচি নিম্নরূপঃ

(ক) বিগত দ্বিতীয় বৈঠকের কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ;

(খ) জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন এর কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা;

(গ) বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি) এর সার্বিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আলোচনা;

(ঘ) বিবিধ।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে বৈঠকের কার্যক্রম শুরু করেন।

৬। আলোচ্যসূচি-(ক) গত ১৪-০৩-২০১৯ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত কমিটির দ্বিতীয় বৈঠকের কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণঃ

৬.১। সভাপতি বিগত ১৪-০৩-২০১৯ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত কমিটির দ্বিতীয় বৈঠকের কার্যবিবরণী অনুমোদনের আহ্বান জানালে কোনো প্রকার সংশোধনী ছাড়াই উক্ত কার্যবিবরণীটি সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিত করা হয়।

৭। আলোচ্যসূচি-(খ) জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন এর কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা;

৭.১। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন এর চেয়ারম্যান ড. মজিবুর রহমান হাওলাদার বক্তব্যের প্রথমেই গত দশম জাতীয় সংসদের নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সফল সভাপতি এবং বর্তমান একাদশ জাতীয় সংসদের উক্ত কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় অভিনন্দন জানান। একাদশ সংসদে নির্বাচিত অন্যান্য সদস্যদেরও ধন্যবাদ জানান। বাংলাদেশের সকল নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী নদী রক্ষা কমিশন কাজ করছে এবং কমিটির বিগত দিনের নিদের্শনা 'ফলো-আপ' করছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

এ সময় তিনি দেশের নদ-নদী রক্ষায় উহার বর্তমান অবস্থা এবং কমিশনের কর্মকান্ডের উপর একটি ভিডিও ক্লিপ দেখান।

তিনি বলেন, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সারা দেশের নদী রক্ষার জন্য। কমিশনের কার্যাবলী জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩ অনুসারে নদী কমিশনের দায়িত্ব সম্পাদন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে নদী রক্ষা কমিশন দেশের বিভিন্ন বিভাগের ৫৬টি জেলায় সভা করে মতবিনিময় করেছে, তাদের সুপারিশ নিয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরী করা হয়েছে, যা শীঘ্রই উপস্থাপন করা হবে। দেশের নদীগুলো এক সময় খরস্রোতা ছিল। চামড়া শিল্পের বিষাক্ত বর্জ্য, পলিথিন, আবর্জনা ও ময়লায় নদী দূষণ হচ্ছে এবং অবৈধ দখলে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ বন্ধ হয়ে মৃত প্রায় নদীতে পরিণত হয়েছে। নদীর জমি নদীকে ফিরিয়ে এবং খনন ক রে

দীগুলোকে রক্ষা করতে হবে। বিভিন্ন নদী অবৈধ দখলকারীদের নামের তালিকা চাওয়া হয়েছে এবং ৫ হাজারের মত নাম পাওয়া গেছে। দেশের নদ-নদী উদ্ধারে মাননীয় নৌ-পরবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে তা সারা দেশে প্রশংসিত হয়েছে। পরিবেশ মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয় এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে দেশের নদ-নদী উদ্ধারে সভা করা হয়েছে। ঢাকা চারিপাশের নদীগুলো উদ্ধারে 'ক্র্যাশ প্রোগ্রাম' ও নেয়া হয়েছে। দেশের নদ-নদী উদ্ধারের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এবং অর্থ নদী রক্ষা কমিশনের নেই। জনবল এখনও তৈরী হয়নি। বর্তমানে ১২জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হবে। কমিশনের নিজস্ব কোনো ভবন নেই। অফিসের জন্য জমি চাওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে মতিঝিলে বিআইডব্লিউটিসি-এর একটি পুরাতন ভবনের ৪, ৫ এবং ৬ নম্বর ফ্লোর ভাড়ার ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পাওয়া গেছে। আগামী ৩-৪ মাসের মধ্যে সেখানে অফিস করা যাবে। কমিশনের অফিস ভবন এবং জনবল পর্যাপ্ত হলে বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহ রক্ষার্থে জোরালোভাবে কাজ করা যাবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

৭.২। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন এর সদস্য বেগম শারমীন এস মুরশিদ বলেন, বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহের গুরুত্ব অনুধাবন করে বর্তমান সরকার সে ভুমিকা রাখছে তা সত্যই প্রশংসার দাবীদার। দেশের নদী রক্ষায় নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিকে সরকারের সঠিক পরিকল্পনার দিকে নজর রাখতে হবে। নদী রক্ষার ব্যাপারে দেশব্যাপী ব্যাপক সাড়া পড়েছে। নদীতে নির্গত প্লাস্টিক নদীর ব্যাপক ক্ষতি করছে। তাই বিভিন্ন ধরনের প্লাস্টিক বর্জ্য নদীতে না ফেলে উহার সঠিক ব্যবহার করতে হবে। এ ব্যাপারে 'প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রি' করা যেতে পারে। দেশের হাওরগুলোতে অতিথি পাখি আসা বন্ধ হয়ে গেছে। এ বিষয়গুলোর প্রতি সংশ্লিষ্টদের নজর দেওয়ার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

৭.৩। মাননীয় সদস্য জনাব এস এম শাহজাদা বলেন, নৌ-পথের লঞ্চ এবং স্টিমারে যাতায়াতকারী যাত্রীদের দ্বারা নদী দূষণ হয়ে থাকে। তাঁরা চিপ্স ও পাউরুটির পলিথিন, বাদামের খোসা এবং ময়লা-আবর্জনা নদীতে ফেলে নদী-দূষণ করে। এ ব্যাপারে যাত্রীদের সচেতন করার লক্ষ্যে প্রতিটি লঞ্চ ও স্টিমারে লিফ্লেট বিতরণসহ নিদিষ্ট স্থানে ময়লা-আবর্জনা ফেলার ঝুড়ি রাখার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তিনি আহ্বান জানান।

৭.৪। মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আবদুস সামাদ বলেন, নদী রক্ষা কমিশন ভিডিও ক্লিপে যা উপস্থাপন করেছে বাস্তবে তারচেয়ে বেশি কাজ করেছে। ঢাকা মহানগরীর চারপাশে নদীর তীর থেকে ৩ হাজারের অধিক অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়েছে। আগামীতে আরও অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হবে এবং আসন্ন রোজার মাসে এ অভিযান শেষ করা হবে। এই অবৈধ স্থাপনার মধ্যে ১০টি হাউজিং কোম্পানী রয়েছে। তাদেরও উচ্ছেদ করতে

হবে। ইতোমধ্যে ৬৮ একর জমি উদ্ধার করা হয়েছে। এই উদ্ধারকৃত জায়গায় কী করা হবে সে ব্যাপারে আগামী মাসের মধ্যে কাজ শুরু করা হবে। নদী রক্ষা কমিশন কর্তৃক বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় নদী রক্ষা কমিটির সাথে সভা করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় গঠিত নদী রক্ষা কমিটি মাসে একটি দিন নদীর আবর্জনা পরিস্কার করছে। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির নেতৃত্বে মন্ত্রণালয় কাজ করবে। সারা দেশের ২৬১ কিলোমিটার নদীর পাড় অবৈধ দখলমুক্ত করে রক্ষা করা হবে বলে তিনি জানান।

৭.৫। মাননীয় সদস্য ও প্রতিমন্ত্রী জনাব খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী বলেন, নদীর তীরসহ নদীসমূহের অংশ বিশেষ দখল করে নদ-নদীর সার্বিক চরিত্র পরিদর্শন করা হয়েছে। বর্তমান সরকার সে ব্যাপারে আন্তরিক বলেই দেশের নদীসমূহের অবৈধ দখল মুক্ত করতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বর্তমান সরকার এবং সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যান এর উদ্যোগকে জনগণ সমর্থন করেছে। কাজেই সারা দেশের নদ-নদীসমূহ দখলকারীদের হাতে থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে বলে তিনি জানান।

৭.৬। সভাপতি বলেন, বাংলাদেশের নদীর অবৈধ দখল এখন থেকেই সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে। এ ব্যাপারে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এই উদ্যোগ যেন অব্যাহত থাকে। বাংলাদেশের নদীসমূহ আর যেন বেদখল না হয় এ ব্যাপারে জনগণকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে দখল সংক্রান্ত তথ্য প্রদানকারীকে পুরস্কারের ব্যবস্থা রাখা ভালো ফলাফল আনতে পারে। নদী রক্ষা কমিশনের প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দেয়া এবং কমিশনের সমস্যাগুলো দ্রুত সমাধান করার ব্যবস্থা নিতে হবে। জমি ক্রয়ের সময় জমিটি কোনো নদীর অংশ কিনা তা উল্লেখ করতে সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা রাখার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি পরামর্শ প্রদান করেন। সারাদেশের পানিসম্পদের সদ্ব্যবহার এবং নদ-নদী দূষণরোধ ও রক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের সম্পৃত্ত করা যায় কিনা এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করা যেতে পারে। সর্বোপরি নদী রক্ষা কমিশনের মাস্টারপ্ল্যান তৈরী করার জন্য তিনি আহ্বান জানান। আর মাননীয় সদস্য জনাব এস এম শাহজাদার প্রস্তাব অনুযায়ী নদী দূষণ রোধে নদীপথের যাত্রীদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিটি লঞ্চ, স্টিমারে লিফলেট বিতরণসহ ময়লা আবর্জনা ফেলার ঝুড়ি রাখার প্রদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

৮। আলোচ্যসূচি-(গ) <u>বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি) এর সার্বিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আলোচনা;</u>

৮.১। সভাপতির আহ্বানে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি) এর চেয়ারম্যান কমডোর ইয়াহ্ইয়া সৈয়দ বিএসসির এটি প্রথম বৈঠক হওয়ায় একাদশ জাতীয় সংসদে পুনরায় নির্বাচিত সভাপতি এবং মাননীয় সদস্যদের অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানান। এ সময় তিনি বিএসসি এর বহরে যুক্ত বিভিন্ন জাহাজ এবং কার্যক্রমের একটি ভিডিও ক্লিপ দেখান।

এরপর তিনি পেশকৃত কার্যপত্র থেকে বিএসসি এর প্রতিষ্ঠা, জনবল, বিভিন্ন জাহাজ ক্রয়, গৃহীত কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থাসহ সার্বিক কার্যক্রম প্রতিবন্ধকতা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কমিটিতে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ১৯৭২ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি) প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিএসসিকে একটি গতিশীল ও লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করার জন্য অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। বর্তমানে বিএসসিকে আন্তর্জাতিক মানের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলার কাজ চলছে। নদী-মার্তৃক দেশ হিসেবে বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানি সমুদ্র নির্ভর।

চীন থেকে ৬টি জাহাজ কেনা হয়েছে। পরবর্তীতে চীন থেকে আরও ৬টি জাহাজ কেনা হবে। ইতোমধ্যে ২১০জন কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১৯ জন নারী মধ্যে ০৪ জন নারী কর্মকর্তা। এ পর্যন্ত বিএসসিতে ৫১ জন নারী ক্যাডেট প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং যোগ্যদের বিএসসির জাহাজে চাকরি দেওয়া হয়েছে। বিএসসি'র ওয়ার্কশপকে আধুনিক করা হয়েছে। ঢাকার মতিঝিলে অবস্থিত বিএসসি'র নিজস্ব দৃষ্টিনন্দন বাণিজ্যিক ভবন করা হয়েছে। উক্ত ভবনে ভূমিকম্পের বিকর্ষণ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বিএসসি'র জাহাজ ক্রয়ের অর্থ পেতে কষ্ট হচ্ছে। এরপর তিনি সভাপতি ও মাননীয় সদস্যবৃন্দের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।

৮.২। সভাপতি বলেন, বিএসসি এর জাহাজ ক্রয়ে জি.ও.বি-এর অর্থ পেতে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সাথে সংস্থাকে আলোচনায় বসতে হবে। পিপিআর নিয়ে পরবর্তীতে কথা হবে এবং এটি সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তবে জাহাজ ক্রয়ের অধিকার একমাত্র বিএসসি এর রয়েছে। কমিটি ন্যাশনাল এবং ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস মোকাবেলা করার লক্ষ্যে 'স্ট্রেটেজিক রিজার্ভ' হিসাবে বিএসসি'র ২টি জাহাজ রাখা এবং নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি কর্তৃক বিএসসি'র আওতাভুক্ত বিভিন্ন জাহাজ সরেজমিন পরিদর্শনের ব্যবস্থা করার পক্ষে মত দেয়। এরপর কমিটির পরবর্তী বৈঠক আগামী ০২-০৫-২০১৯ খ্রি. তারিখে বিকাল ২:৩০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হবে বলে উল্লেখ করা হয়।

৯। <u>বিস্তারিত আলোচনান্তে বৈঠকে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত/সুপারিশসমূহ গৃহীত হয় :</u>

(১) বিগত ১৪ - ০৩- ২০১৯ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত কমিটির দ্বিতীয় বৈঠকের কার্যবিবরণীটি কোনো প্রকার সংশোধনী ব্যতিত সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিত করা হয়;

(২) বাংলাদেশের নদীসমূহ আর যেন বেদখল না হয় এ ব্যাপারে জনগণকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে সংবাদদাতাকে পুরস্কারের ব্যবস্থা করার সুপারিশ করা হয়;

(৩) নদী রক্ষা কমিশনের প্রয়োজনীয় অর্থ এবং সমস্যাগুলো দ্রুত সমাধান করার সুপারিশ করা হয়;

(৪) জমি ক্রয়ের সময় উহা কোনো নদীর অংশ কিনা তা উল্লেখ করতে সংশ্লিষ্ট আইনে ধারা রাখার ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করা হয়;

(৫) নদী রক্ষা কমিশনের মাস্টারপ্ল্যান তৈরী করার সুপারিশ করা হয়;

(৬) বিষাক্ত বর্জ্য, নির্গত আবর্জনা ও ময়লা ফেলা রোধসহ নদী দূষণ বন্ধ করার দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করার সুপারিশ করা হয়;

(৭) নদী দূষণ রোধে নদী পথের যাত্রীদের সচেতনতা বৃদ্ধি লক্ষ্যে প্রতি লঞ্চ/ স্টিমারে লিফলেট বিতরণসহ ময়লা ও আবর্জনা ফেলার ঝুড়ি রাখার সুপারিশ করা হয়;

(৮) সারাদেশের পানিসম্পদের সদ্ব্যবহার এবং নদ-নদী দূষণরোধ ও রক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের সম্পৃক্ত করা যায় কিনা এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করার পরামর্শ প্রদান করা হয়;

(৯) ন্যাশনাল এবং ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস মোকাবেলা করার লক্ষ্যে 'স্ট্রেটিজিক রিজার্ভ' হিসাবে বিএসসি'র ২টি জাহাজ (একটি জ্বালানী তেলের ও অন্যটি খাদ্যশস্য পরিবহনের জন্য) রাখার সুপারিশ করা হয;

(১০) নৌ-পরিবহন কমিটি কর্তৃক বিএসসি'র আওতাভুক্ত বিভিন্ন জাহাজ সরেজমিন পরিদর্শনের ব্যবস্থা করার সুপারিশ করা হয়;

(১১) কমিটির পরবর্তী বৈঠক আগামী ০২-০৫-২০১৯ খ্রি. তারিখে বিকাল ২:৩০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হবে।

১০। অতপর সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

23 Apr. 2019

মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম, বীর উত্তম, এমপি
সভাপতি
নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি।

গোপনীয়

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়
কমিটি শাখা-১১

www.parliament.gov.bd

বিষয়: দশম জাতীয় সংসদে গঠিত নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি'র ৫২তম বৈঠকের কার্যবিবরণী।

সভাপতি: মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম, বীরউত্তম(২৬৪ চাঁদপুর-৫),নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি।

তারিখ : ২৮ মার্চ, ২০১৮ খ্রি./ ১৪ চৈত্র, ১৪২৪ ব.।

রোজ : বুধবার

সময় : সকাল ১০: ৩০ ঘটিকা।

স্থান : ১নং স্থায়ী কমিটি কক্ষ, পশ্চিম ব্লক, দ্বিতীয় লেভেল, জাতীয় সংসদ ভবন।

২। বৈঠকে কমিটির নিম্নবর্ণিত মাননীয় সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন :

ক্রমিক	মাননীয় সভাপতি ও সদস্যবৃন্দের নাম	নির্বাচনী এলাকা	পদবী
১)	জনাব শাজাহান খান	২১৯-মাদারীপুর-২	সদস্য
২)	তালুকদার আব্দুল খালেক	৯৭- বাগেরহাট-৩	সদস্য
৩)	জনাব মোঃ আব্দুল হাই	৮১- ঝিনাইদহ-১	সদস্য
৪)	জনাব মোঃ হাবিবর রহমান	৪০- বগুড়া-৫	সদস্য
৫)	জনাব রণজিৎ কুমার রায়	৮৮ যশোর -৪	সদস্য
৬)	মমতাজ বেগম এড্ভোকেট	৩১৫ মহিলা আসন-১৫	সদস্য

৩। বৈঠকে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ শাহাদৎ হোসেন, বাংলাদেশ মেরিন একাডেমীর ডেপুটি কমান্ড্যান্ট ক্যাপ্টেন কাজী এ বি এম শামীম, ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউটের প্রিন্সিপাল ক্যাপ্টেন ফয়সাল আজিম, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি) এর চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ মফিজুল হকসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

৪। কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের উপ-সচিব (এসএসসি) ও কমিটি সচিব জনাব কল্লোল কুমার চক্রবর্তী, উপ-পরিচালক (রিপোর্টিং) কমিটি শাখা-১১ এর কর্মকর্তা ড.দয়াল চাঁন মণ্ডল এবং সহকারী পরিচালক (গণসংযোগ) জনাব মোঃ সাব্বির মাহমুদসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

৫। বৈঠকের আলোচ্যসূচি নিম্নরূপ:

(ক) বিগত ৫১তম বৈঠকের কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ;

(খ) বাংলাদেশ মেরিন একাডেমী এর কার্যক্রম সম্পর্কে কমিটিতে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি, বর্তমান সরকারের আমলে উক্ত একাডেমীর জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত এবং একাডেমীর সমস্যা ও সমাধান সম্পর্কে আলোচনা;

(গ) ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট এর কার্যক্রম সম্পর্কে কমিটিতে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি, বর্তমান সরকারের আমলে উক্ত ইন্সটিটিউটের জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত এবং ইন্সটিটিউটের সমস্যা ও সমাধান সম্পর্কে আলোচনা;

(ঘ) জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন এর কার্যক্রম সম্পর্কে কমিটিতে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি, বর্তমান সরকারের আমলে উক্ত কমিশনের জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত এবং কমিশনের সমস্যা ও সমাধান সম্পর্কে আলোচনা;

(ঙ) বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি)তে সম্প্রতি যে জনবল নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা;

(চ) বিবিধ।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে বৈঠকের কার্যক্রম শুরু করেন

৬। আলোচ্যসূচি-(ক) গত ২৭-০২-২০১৮ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত কমিটির ৫১তম বৈঠকের কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ:

৬.১। সভাপতি বিগত ২৭-০২-২০১৮খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত কমিটির ৫১তম বৈঠকের কার্যবিবরণী অনুমোদনের আহ্বান জানালে কোনো প্রকার সংশোধনী ছাড়াই উক্ত কার্যবিবরণীটি সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিত করা হয়।

৭। আলোচ্যসূচি-(খ) বাংলাদেশ মেরিন একাডেমী এর কার্যক্রম সম্পর্কে কমিটিতে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি, বর্তমান সরকারের আমলে উক্ত একাডেমীর জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত এবং একাডেমীর সমস্যা ও সমাধান সম্পর্কে আলোচনা;

৭.১। সভাপতির আহ্বানে বাংলাদেশ মেরিন একাডেমীর ডেপুটি কমান্ড্যান্ট ক্যাপ্টেন কাজী এ বি এম শামীম পেশকৃত কার্যপত্র থেকে সংক্ষেপে তাঁর প্রতিষ্ঠানের জনবল, কার্যক্রম এবং সমস্যা ও সমাধান সম্পর্কে কমিটিকে অবহিত করেন। এ সময় তিনি কমিটির ৪৬তম বৈঠকে বাংলাদেশ মেরিন একাডেমী সম্পর্কিত গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং সাম্প্রতিক অর্জিত সাফল্য ও একাডেমীর আন্তর্জাতিক অবস্থান কমিটিকে অবহিত করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি ১৯৬২ খ্রি. প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিগত পাঁচ দশক ধরে পেশাগতভাবে দক্ষ ও চৌকস মেরিন ক্যাডেট তৈরী করে আসছে। এ একাডেমী ২০১৭ খ্রি. পর্যন্ত প্রায় ৪৩৮৮ জন মেরিন ক্যাডেট তৈরী করেছে। সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী এ একাডেমীর জনবল ২১৫ জন। তন্মধ্যে ৯টি পদ শূন্য রয়েছে এবং ২টি শূন্য পদে নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ অনুমোদিত জনবলের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই আরও ৮০ জন জনবল বৃদ্ধি করে সর্বমোট ২৯৫ জনের নতুন জনবল কাঠামোর প্রস্তাব করা হয়েছে। তাঁরা ক্যাডেটদের চাকুরির বাজার সম্প্রসারণের চেষ্টা করে যাচ্ছেন এবং তাতে সফল হয়েছেন। ক্যাডেটদের ভিসা জটিলতা সহজীকরণের জন্য কুটনৈতিক সম্পর্ক বৃদ্ধি করতে হবে।"অবকাঠামোগত পুনর্গঠনের মাধ্যমে

বাংলাদেশ একাডেমীর আধুনিকীকরণ" শীর্ষক প্রকল্পটি দ্রুত অনুমোদন ও বাস্তবায়নের জন্য তিনি কমিটির সুপারিশ প্রত্যাশা করেন। এরপর তিনি সভাপতি ও মাননীয় সদস্যবৃন্দের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।

৭.২। সভাপতি বলেন, ক্যাডেটদের চাকরির বাজার কমে যাওয়ার অজুহাতে ক্যাডেট ভর্তির সংখ্যা যেন না কমানো হয়। বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি) এর জাহাজের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে। সেখানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ক্যাডেটের প্রয়োজন হবে। তাছাড়া প্রাইভেট কোম্পানীগুলো যাতে মেরিন একাডেমীর ক্যাডেটদের নিয়োগ দেন সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৮। **আলোচ্যসূচি-(গ) ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট এর কার্যক্রম সম্পর্কে কমিটিতে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি, বর্তমান সরকারের আমলে উক্ত ইন্সটিটিউটের জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত এবং ইন্সটিটিউটের সমস্যা ও সমাধান সম্পর্কে আলোচনা;**

৮.১। সভাপতির আহ্বানে ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউটের প্রিন্সিপাল ক্যাপ্টেন ফয়সাল আজিম পেশকৃত কার্যপত্র থেকে সংক্ষেপে তাঁর প্রতিষ্ঠানের সমস্যা ও সমাধানসহ সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে কমিটিকে অবহিত করেন। এ সময় তিনি ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউটের পটভূমি, কার্যক্রম, জনবল, প্রশিক্ষণ ও সাম্প্রতিক অর্জন এবং কমিটির ৬ষ্ঠ ও ১০ম বৈঠকে ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট সম্পর্কিত গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট এবং নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিষদের সী-ম্যান্স হোস্টেল এর বিদ্যমান সমস্যা নিরসনে সীমানা নির্ধারণ করতে হবে। এখন উভয় পক্ষ সম্মত হয়েছেন। আগামী ছয় মাসের মধ্যে এ সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। বাংলাদেশের নাবিকদের দক্ষতার যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। দেশে-বিদেশে সী-ম্যানদের চাকরির চাহিদা বাড়ছে। ফলে চাকরির বাজার বাড়ছে এবং বেকারের সংখ্যা কমছে। তাই ছাত্র ভর্তির সংখ্যা বড়াতে হবে। তবে প্রধান সমস্যা হচ্ছে ভিসা জটিলতা। এ সমস্যারও সমাধান হয়ে যাবে বলে তিনি জানান। এরপর তিনি সভাপতি ও মাননীয় সদস্যবৃন্দের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।

৮.২। মাননীয় সদস্য ও মন্ত্রী জনাব মোঃ শাজাহান খান বলেন, পূর্বে ভূয়া সার্টিফিকেট নিয়ে চাকরি করার কারণে সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারেনি এবং বদনাম ছিল। ফলে চাকরির বাজার কমে গিয়েছিল। সে অবস্থা এখন আর নেই। বাংলাদেশী নাবিকদের যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। এটি আরও বাড়বে এবং চাকরির বাজার সম্প্রসারিত হবে।

৮.৩। সভাপতি প্রশ্ন করেন, সকল পক্ষ সম্মত হলে ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট এবং নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিষদের সী-ম্যান্স হোস্টেল এর বিদ্যমান সমস্যা সমাধান করতে এত সময় লাগবে কেন? মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের সহযোগিতা নিয়ে আগামী এক মাসের মধ্যে এ সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি আহ্বান জানান।

৯। আলোচ্যসূচি-(ঘ) জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন এর কার্যক্রম সম্পর্কে কমিটিতে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি, বর্তমান সরকারের আমলে উক্ত কমিশনের জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত এবং কমিশনের সমস্যা ও সমাধান সম্পর্কে আলোচনা;

৯.১। সভাপতির আহ্বানে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার পেশকৃত কার্যপত্রের আলোকে সংক্ষেপে তাঁর প্রতিষ্ঠানের গঠন, উদ্দেশ্য, কর্যক্রম, সমস্যা ও সমাধানসহ সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে কমিটিকে অবহিত করেন। এ সময় তিনি প্রথমে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির বিগত ৯ম, ১৩তম, ৩৬তম, ৪৪তম, ৪৮তম এবং ৪৯তম বৈঠকে গৃহীত জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সম্পর্কিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং পরে কমিশনের বিদ্যমান আইনে প্রদত্ত দায়িত্ব এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন এর কাজের সাথে ১৩টি মন্ত্রণালয়ে কাজের সম্পৃক্ততা রয়েছে। বিদ্যমান আইনে কাজ করতে গিয়ে তাঁরা বিভিন্ন মামলার সম্মুখীন হচ্ছেন। কমিশনের বিদ্যমান আইন দ্বারা দেশের নদীসমূহ রক্ষা করা সম্ভব নয়। তাই উক্ত আইন সংশোধন দরকার। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের নাম পরিবর্তনের যে সুপারিশ করা হয়েছিল তা পরীক্ষা করে দেখা হবে। কমিশনের নিজস্ব অফিস নেই। অফিস ভাড়া নিয়ে কার্য পরিচালনা করা হচ্ছে। এ জন্য প্রতিমাসে ২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা ভাড়া দিতে হচ্ছে। চাকরির প্রবিধানমালা অনুমোদিত না হওয়ায় কমিশনে জনবল সঙ্কট রয়েছে। জনবল পেলে কমিশনের কাজে গতিশীলতা আসবে এবং আইনটি সংশোধিত হলে দেশের নদীসমূহ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং সকলের সহযোগিতায় অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করে দেশের নদীসমূহ পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এরপর তিনি সভাপতি এবং মাননীয় সদস্যবৃন্দের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।

৯.২। মাননীয় সদস্য তালুকদার আব্দুল খালেক বলেন, সরকারী সম্পদ রক্ষার দায়িত্ব জেলা প্রশাসকদের। কিন্তু বাস্তবে তা সঠিকভাবে হচ্ছে না। তাঁদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা দরকার। দেশের নদী ও খালের জমি ব্যক্তিমালিকানায় রেকর্ড হয়েছে। ফলে জমি উদ্ধার কার্যক্রমে জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। তাই প্রথমে সারা দেশের নদী ও খালগুলো সরেজমিনে চিহ্নিত করার জন্য তিনি প্রস্তাব করেন।

৯.৩। সভাপতি বলেন, দেশের নদীসমূহ রক্ষায় সুদুরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার। এব্যাপারে বাস্তবধর্মী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। তা না হলে দেশের নদী থাকবে না এবং দেশ বাঁচবে না। এরপর জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন এর জমি সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনকল্পে এ সংক্রান্ত মামলার জন্য একটি স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল গঠন, বাংলাদেশের নদীসমূহের ডিজিটাল ও কম্পিউটারাইজড ডাটাবেজ তৈরী এবং সারা দেশের নদীসমূহের তথ্য সংগ্রহের নিমিত্ত স্ব-স্ব এলাকার লোক নিয়োগ করার পক্ষে ঐকমত্য প্রকাশ করা হয়।

১০। আলোচ্যসূচি-(ঙ) বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি)তে সম্প্রতি যে জনবল নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা;

১০.১। সভাপতির আহ্বানে বিআইডব্লিউটিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মফিজুল হক পেশকৃত কার্যপত্র থেকে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি)তে সম্প্রতি জনবল নিয়োগ সম্পর্কিত তথ্য কমিটিকে সংক্ষেপে অবহিত করেন। তিনি বলেন, ২০১৪খ্রি. হতে এ পর্যন্ত বিআইডব্লিউটিসিতে প্রান্তিক সহকারী ২২

জন, অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ১২ জন এবং গ্রীজার ১৩৯ জনসহ মোট ২২৩ জনের নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে বলে তিনি জানান। এরপর তিনি সভাপতি ও মাননীয় সদস্যবৃন্দের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।

১০.২। সভাপতি বলেন, বিআইডব্লিউটিসিতে নিয়োগের ব্যাপারে কিছু অভিযোগ রয়েছে। এ সব নিয়ে সংস্থার সাথে আলাদা আলোচনা হবে।

১১। বিস্তারিত আলোচনান্তে বৈঠকে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত/সুপারিশসমূহ গৃহিত হয় :

(১) বিগত ২৭-০২-২০১৮ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত কমিটির ৫১তম বৈঠকের কার্যবিবরণীটি কোনো প্রকার সংশোধনী ব্যতিত সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিত করা হয়;

(২) বাংলাদেশ মেরিন একাডেমীতে ক্যাডেট ভর্তির সংখ্যা না কমানোর সুপারিশ করা হয়;

(৩) প্রাইভেট জাহাজ কোম্পানিগুলো যাতে মেরিন একাডেমির ক্যাডেটদের নিয়োগ প্রদান করেন সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার সুপারিশ করা হয়;

(৪) ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট এবং নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিষদের সী-ম্যান্স হোস্টেল এর বিদ্যমান সমস্যা আগামী এক মাসের মধ্যে সমাধানের সুপারিশ করা হয়;

(৫) জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন এর একটি বাস্তবসম্মত নামকরণের নিমিত্ত সম্ভব্য কয়েকটি নামের প্রস্তাব কমিটিতে প্রেরণের সুপারিশ করা হয়;

(৬) জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন এর মামলা সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনকল্পে একটি স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল গঠনের সুপারিশ করা হয়;

(৭) বাংলাদেশের নদীসমূহের ডিজিটাল এবং কম্পিউটারাইজড ডাটাবেজ তৈরী করার সুপারিশ করা হয়;

(৮) সারা দেশের নদীসমূহের তথ্য সংগ্রহের নিমিত্ত স্ব-স্ব এলাকার লোককে দায়িত্ব দেয়ার পরামর্শ প্রদান করার সুপারিশ করা হয়।

১২। অতঃপর সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

RKIam 10 Apr, 2018

মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম, বীর উত্তম, এমপি
সভাপতি
নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

১১। বিস্তারিত আলোচনান্তে বৈঠকে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত/সুপারিশসমূহ গৃহিত হয় :

(১) বিগত ২৩-১১-২০১৬খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত কমিটির ৩৫তম বৈঠকের কার্যবিবরণীটি কোনো প্রকার সংশোধনী ছাড়াই সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিত করা হয়;

(২) মোংলা বন্দরের অব্যবহৃত জমির কী পরিমাণ লীজ প্রদান করা হয়েছে, কাদের প্রদান করা হয়েছে, কী পরিমাণ অর্থ পাওয়া গেছে, কী পরিমাণ জমি অবশিষ্ট রয়েছে এবং আরও কী পরিমাণ জমি লীজ প্রদান করা যাবে ইত্যাদি বিষয় সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন প্রদানের নিমিত্ত নিম্নলিখিত সদস্যগণের সমন্বয়ে ৩ (তিন) সদস্যবিশিষ্ট একটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়:

১.	তালুকদার আব্দুল খালেক (৯৭ বাগেরহাট-৩)	আহ্বায়ক
২.	জনাব রণজিৎ কুমার রায় (৮৮ যশোর -৪)	সদস্য
৩.	জনাব মোঃ আনোয়ারুল আজীম (আনার) (৮৪ ঝিনাইদহ-৪)	সদস্য

(৩) নদীরক্ষা কমিশনের নাম সংশোধনের বিষয়টি বিবেচনা করার পরামর্শ প্রদান করা হয়;

(৪) নদীরক্ষা কমিশনে বিআইডব্লিউটিএ'র একজন প্রতিনিধিকে সম্পৃক্ত করার সুপারিশ করা হয়;

(৫) সারা দেশের বিভিন্ন নদী পরিদর্শনের প্রতিবেদন প্রস্তুতের নিমিত্ত একটি উপযুক্ত চেকলিস্ট তৈরীর সুপারিশ করা হয়;

(৬) নদীরক্ষা কমিশনে আইন বিষয়ে অভিজ্ঞ লোক নিয়োগের পরামর্শ প্রদান করার হয়;

(৭) অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত গতি পথসহ সমগ্র দেশের নদী, খাল, জলাশয় ইত্যাদির তথ্যসম্বলিত একটি আরকাইভ তৈরী করার সুপারিশ করা হয়;

(৮) জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন দ্রুত সংশোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়;

(৯) ড্রেজিং এর ক্ষেত্রে দেশীয় যেসব বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ড্রেজার আছে তাদেরকেও টেন্ডারে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদানের ব্যবস্থা করার সুপারিশ করা হয়;

(১০) নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি কর্তৃক গঠিত ২নং সাব-কমিটির পেশকৃত প্রতিবেদনের উপর আলোচনা কমিটির পরবর্তী বৈঠকে স্থানান্তর করা হয়।

১২। অতঃপর সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

02 January, 2017

মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম, বীর উত্তম, এমপি
সভাপতি
নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

''বাঁচাও নদী, বাঁচাও মানুষ, বাঁচাও দেশ''

জাতীয় সংসদ
সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার
অতিব জরুরি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
হোসাইন টাওয়ার (১২ তলা)
বীরপ্রতীক গাজী গোলাম দস্তগীর রোড
১১৬, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০।

নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.০৯.০০১.১৪-১৫৭

তারিখঃ ০৬ চৈত্র ১৪২৪ বঙ্গাব্দ / ২০ মার্চ ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়ঃ জাতীয় সংসদে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৫২তম বৈঠকের আলোচ্যসূচি (ঘ) অনুযায়ী বাস্তবায়ন অগ্রগতিসহ কার্যপত্র প্রেরণ।

সূত্রঃ ১। বাজাসস(কশা-১১) পত্র নং-১১.০০.০০০০.৭১১.৫২.০০১.১৮.৩৬, তারিখঃ ১১/০৩/২০১৮
২। নৌপম পত্র নং-১৮.০০.০০০০.০১৬.০৯.০০৪(৪).১৫(অংশ)-৩৪৬, তারিখঃ ১৫/০৩/২০১৮।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের বরাতে দশম জাতীয় সংসদের নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির ১ম-৫০তম বৈঠকের সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতিসহ ৫২তম বৈঠকের আলোচ্যসূচি (ঘ) অনুযায়ী জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের ৪৫(পঁয়তাল্লিশ) কপি কার্যপত্র প্রস্তুতপূর্বক নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

২৬/৩/২০১৮

সংযুক্তিঃ ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ)টি ফোল্ডার।

জগন্নাথ দাস খোকন
উপসচিব
পরিচালক (প্রশাসন)
ফোনঃ ৫৮৩১৪১০৮

সচিব
নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
[দৃঃ আঃ মোঃ আবদুস ছাত্তার, উপসচিব (চবক) ও কাউন্সিল অফিসার (প্রশাসন-১ শাখা)]।

অনুলিপিঃ
১। জনাব কল্লোল কুমার চক্রবর্তী, উপসচিব (এসএসসি) ও কমিটি সচিব, নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, কমিটি শাখা-১১।
২। দপ্তর নথি (সংরক্ষণার্থে)।

দশম জাতীয় সংসদে 'নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি'র ৫২ তম বৈঠকের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও কার্যপত্র।

বৈঠক নং ও তারিখ	সিদ্ধান্ত নং	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন/অগ্রগতি	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
বৈঠক ১ম-১০তম ৯ম ২৪/১২/২০১৪	১০(৬)	জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন	জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের কার্যক্রম পরিচালনায় কোন্ প্রতিষ্ঠানের মতামত প্রাধান্য পাবে আইন মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় সভা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সুপারিশ করা হয়।	আইন মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট ১৩টি মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থার প্রতিনিধিদের সাথে ১৫/০১/২০১৫ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। নদী কমিশনের আইনের সাথে নদী সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/সংস্থার কোন আইন বা বিধি সংশ্লিষ্ট কিনা এবং সংশ্লিষ্ট থাকলে কোন প্রতিষ্ঠানের মতামত প্রাধান্য পাবে তা পরীক্ষা করে তাদের মতামতসহ সংশ্লিষ্ট বিধি বিধান নদী কমিশনে প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।	বাস্তবায়িত।
বৈঠক ১১-২০ ১৩ তম ২৩/০৪/২০১৫	১২(১১)	”	জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের বিদ্যমান আইন সংশোধন, জনবল স্বল্পতা, অফিস সামগ্রী ও যানবাহন সমস্যা সমাধানের প্রস্তাব নিয়ে আলাদা একটি বৈঠক করতে হবে।	জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন ২০১৩ সংশোধণের জন্য প্রাথমিকভাবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের এবং দাপ্তরিক পর্যায়ে তথ্যাদি সংগ্রহ করা হচ্ছে। প্রাপ্ত তথ্যাদি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে অন্যান্য আইনের সাথে মিলিয়ে কমিশনের কার্যক্রমের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শীঘ্রই সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করা হবে।	বাস্তবায়িত।
বৈঠক ২১-৩০ ১৭/০৮/২০১৬	১১(৮)	”	২১তম থেকে ৩০তম বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্বলিত নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির তৃতীয় রিপোর্ট মহান সংসদে উপস্থাপনের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক উক্ত বৈঠকসমূহের গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি অবিলম্বে কমিটিতে প্রেরণ করার সুপারিশ করা হয়।	কমিশন সংশ্লিস্ট কোন সিদ্ধান্ত না থাকায় শূন্য প্রতিবেদন দেয়া হয়েছে।	বাস্তবায়িত।

বৈঠক ৩১-৪০ ৩৬ তম ২২/১২/২০১৬	১১(৩)	''	নদী রক্ষা কমিশনের নাম সংশোধনের বিষয়টি বিবেচনা করার পরামর্শ প্রদান করা হয়;	এ পর্যায়ে 'জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন' নামই যথার্থ বলে বিবেচিত হয়েছে।	বাস্তবায়িত।
	১১(৪)	''	নদী রক্ষা কমিশনে বিআইডব্লিউটিএ'র একজন প্রতিনিধিকে সম্পৃক্ত করার সুপারিশ করা হয়।	কমিশন স্মারক নং-২৯০, তারিখঃ ১৮/০৪/২০১৭ এর পত্র মাধ্যমে কমিশন আইনে (২০১৩ সনের ২৯নং আইন) BIWTA এর কোন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করার বিধান না থাকায় বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া সম্ভবপর নয় মর্মে স্থায়ী কমিটিকে জ্ঞাতকরণের জন্য নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে।	কমিশন আইনের বিধানে অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ নাই। তবে ফোকাল পয়েন্ট এবং সমন্বয় সভায় অন্তর্ভুক্ত করে তাদের উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়ে থাকে।
	১১(৫)	''	সারা দেশের বিভিন্ন নদী পরিদর্শনের প্রতিবেদন প্রস্তুতের নিমিত্ত একটি উপযুক্ত চেকলিস্ট তৈরীর সুপারিশ করা হয়।	কমিশনের চেকলিস্ট প্রস্তুত করে প্রাথমিকভাবে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।	কমিশনের ডাটাবেজ তৈরির উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে।
	১১(৬)	''	নদী রক্ষা কমিশনে আইন বিষয়ে অভিজ্ঞ লোক নিয়োগের পরামর্শ প্রদান করা হয়।	কমিশনের স্মারক নং-১২০, তারিখঃ ০৮/০২/২০১৭ এবং ৩০৬, তারিখঃ ২৩/০৪/২০১৭ এর পত্রদ্বয়ের মাধ্যমে কমিশনে আইনজীবী নিয়োগে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব এবং বাজেট বরাদ্দসহ নিয়োগ প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়কে অনুরোদ করা হয়েছে।	প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের অনুমোদন প্রস্তাব হয়েছে। এখন প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের জন্য বাজেট বরাদ্দ চেয়ে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।

	১১(৭)	”	অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত গতি পথসহ সমগ্র দেশের নদী, খাল, জলাশয় ইত্যাদির তথ্য সম্বলিত একটি আরকাইভ তৈরী করার সুপারিশ করা হয়।	প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে ডাটাবেজ তৈরির (Integrated space Technology) মাধ্যমে হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল জরিপ কার্য সম্পন্ন করে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে ডাটাবেজ তৈরির (Integrated space Technology) মাধ্যমে হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল জরিপ কার্য সম্পন্ন করে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
	১১(৮)	”	জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন দ্রুত সংশোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়।	কমিশন আইন সংশোধনের বিষয়টি পরীক্ষাধীন রয়েছে।	কমিশন আইন সংশোধনের বিষয়টি পরীক্ষাধীন রয়েছে।
বৈঠক ৪৪ তম ২০/০৭/২০১৭	১১(৫)	”	বাংলাদেশের নদীসমূহ রক্ষার্থে যত ধরনের মামলার উদ্ভব হবে তা দ্রুত নিস্পত্তির নিমিত্ত স্পেশাল কোর্ট করার পরামর্শ প্রদান করা হয়।	বিষয়টি আরো পরীক্ষা করা প্রয়োজন।	প্রক্রিয়াধীন।
	১১(৭)	”	সারা দেশের নদী সংরক্ষণে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে সেমিনার এবং জেলা প্রশাসকের সভায় এজেন্ডা দিয়ে আলোচনা করার ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়।	কমিশনের ০৫/০৮/২০১৭ তারিখ হতে চেয়ারম্যান ও সার্বক্ষণিক সদস্য পদ শূন্য ছিল। ১৫/০১/২০১৮ তারিখে কমিশন চেয়ারম্যান এবং ০৭/০২/২০১৮ তারিখে সার্বক্ষণিক সদস্য যোগদান করেছেন। (খ)(১) ১৫/০১/২০১৮ তারিখে চেয়ারম্যান যোগদানের পর ২৮ জানুয়ারি ২০১৮ ঢাকা জেলার বুড়িগঙ্গা নদী এবং গাজীপুর জেলার তুরাগ নদী; (২) ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ সদরঘাট-মুন্সিগঞ্জ এর মুক্তারপুর এর বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা নদীর অবৈধ দখল, দূষণ সরেজমিনে পরিদর্শন; (৩) ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ সাভারে অবস্থিত চামড়া	এ সকল সভায় (১) অবৈধভাবে দখলকৃত নদী-খাল পুনরুদ্ধারে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক/ বিআইডব্লিউটিএ-কে যথা নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে; (২) নদী ও নদীর পানি

				শিল্প নগরী ও ধলেশ্বরী নদী পরিদর্শন; (৪) ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ মুন্সিগঞ্জ জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় যোগদান এবং ইছামতি ও ধলেশ্বরী নদী পরিদর্শন; (৫) ৪ মার্চ ২০১৮ চাঁদপুর জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় যোগদান এবং মেঘনা-ধনাগদা প্রকল্প পরিদর্শন; (৬) ৫ মার্চ ২০১৮ কুমিল্লা জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় যোগদান এবং গোমতী নদী পরিদর্শন; (৭) ৮ মার্চ ২০১৮ সাভারের বংশাই নদী এবং নদী সংলগ্ন খালসমূহ পরিদর্শন; (৮) ৯ মার্চ ২০১৮ মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলার ভূরঘাটা বাজার সংলগ্ন খাল/নদী পরিদর্শন; (৯) ১০-১১ মার্চ ২০১৮ বরিশাল বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির সভা, বরিশাল জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় স্থানীয় জনসাধারণের জীবনযাত্রার উপর সাতলা-বাগধা প্রকল্পের প্রভাব শীর্ষক উপস্থাপনায় যোগদান; (১০) গৌরনদী উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় যোগদান। আড়িয়ালখাঁ শাখা পালোরদী নদী পরিদর্শন; (১১) ১২ মার্চ ২০১৮ গোপালগঞ্জ জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভা, মধুমতি নদী পরিদর্শন এবং টুংগীপাড়া জাতির পিতার সমাধি সংলগ্ন খাল পরিদর্শন ও সাতলা-বাগদা প্রকল্প পরিদর্শন; (১২) ১৩-১৪ মার্চ ২০১৮ পাবনা জেলার চাটমহর উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সভা, বড়াল নদী পুনরুদ্ধার বিষয়ে জনসভা; (১৩) ১৫ মার্চ ২০১৮ রাজশাহী বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির সভা এবং বিভিন্ন নদী পরিদর্শন।	দূষণ মুক্তকরণে লাগসই কৌশল ও বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে অবিলম্বে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণার্থে পরামর্শ দেয়া হয়েছে; (৩) অননুমোদিত ও অপরিকল্পিতভাবে নদী থেকে মাটি ও বালু উত্তোলন করে নদীর নাব্যতা/ভাঙ্গন যাতে না ঘটাতে পারে তা নিশ্চিত করণার্থে জেলা প্রশাসক-কে নির্দেশনা/পরামর্শ দেয়া হয়েছে; (৪) তরল কিংবা কঠিন বর্জ্য যাতে কোনভাবেই নদীতে নির্গমন/নিঃসরণ করে নদীর পানিকে দূষিত করা যাবে না-সেজন্য পরিবেশ অধিদপ্তরকে কার্যকর পদক্ষেপ/ আইন প্রয়োগের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

	১১(৮)	"	নদী রক্ষা কমিশন কর্তৃক গৃহীত নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্পে ঝিনাইদহ জেলার নদীসমূহ সম্পৃক্ত করার সুপারিশ করা হয়।	সম্পৃক্ত করা হয়েছে।	বাস্তবায়িত।
বৈঠক ৪৮ তম ২৩/১১/২০১৭	১১(১০)	"	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনার নিমিত্ত ২০১৪ খ্রি. জানুয়ারি, হতে ২০১৭ খ্রি. অক্টোবর পর্যন্ত মন্ত্রণালয়ের অধিনস্থ বিভিন্ন সংস্থায় তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কোন্ স্কেলে, কোন্ পদে, কোন্ জেলার, কতজন লোক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে ইত্যাদি তথ্য সম্বলিত একটি প্রতিবেদন কমিটিতে প্রেরণ করার প্রস্তাবে ঐক্যমত প্রকাশ করা হয়।	জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চাকরি প্রবিধানমালা চূড়ান্ত অনুমোদিত না হওয়ায় তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর জনবল নিয়োগ প্রদান করা সম্ভব হয়নি মর্মে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।	বাস্তবায়িত।
৪৯তম	১০(১১)	"	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে আলোচনার নিমিত্ত বৈঠকে পেশকৃত চট্টগ্রাম বন্দর ও মোংলা বন্দর এর জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত প্রতিবেদন সকল মাননীয় সদস্যদের নিকট প্রেরণ এবং মন্ত্রণালয়ের অধিনস্ত অন্যান্য সংস্থার জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত প্রতিবেদনও জরুরী ভিত্তিতে কমিটিতে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চাকরি প্রবিধানমালা চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত না হওয়ায় কমিশনে কোন জনবল নিয়োগ করা হয়নি।	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে ভেটিং এর জন্য বিবেচনাধীন রয়েছে। আশা করা যায় অবিলম্বে অনুমোদন পাওয়া যাবে এবং নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করা হবে।

কমিশনের সমস্যা ও সমাধানঃ

ক্রমিক নং	বিষয়	আলোচনা	প্রত্যাশা
১।	জনবল	চাকরি প্রবিধানমালা অনুমোদিত না হওয়ায় কমিশনে জনবল সংকট প্রকট। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে চাকরি প্রবিধানমালাটি ভেটিং এর জন্য বিবেচনাধীন রয়েছে।	জনবল নিয়োগ হলে কমিশন পুরোদমে কার্যক্রম শুরু করতে পারবে।
২।	স্থায়ী কার্যালয় স্থাপন	কমিশন আইনের ৪ ধারা মোতাবেক কমিশন অফিস ঢাকায় প্রতিষ্ঠা করা ছিল সর্ব প্রথম ও সর্ব প্রধান দায়িত্ব। মাসিক ভাড়ার ভিত্তিতে ব্যক্তি মালিকানাধীন অফিস ভাড়া নিয়ে কার্যালয় সৃষ্টি করা হয়েছে। এজন্য ভবন ভাড়া বাবদ প্রতিমাসে ২,৪০,০০০/= (দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকা সরকারি খাত হতে অর্থাৎ ১(এক) বছরে ২৮,৮০,০০০/= (আটাশ লক্ষ আশি হাজার) টাকা ব্যয় নির্বাহ করতে হচ্ছে। কমিশনের ৪৮ জনের স্থায়ী জনবল নিয়োগ হলে ভাড়া করা স্পেসে বসার স্থান সংকুলান হবে না। ইতোপূর্বে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের নিকট ১০ (দশ) কাঠা জমি বরাদ্দ চাওয়া হয়েছিল কিন্তু সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় জমি বরাদ্দ প্রদানে অপরাগতা জানায়। তারা ২টি স্পেস বরাদ্দ করতে চেয়েছে। ২টি স্পেস দ্বারা কমিশনের কার্যালয় চালু করা সম্ভব নয়। কমিশনের নিজস্ব পরিচিতির জন্য কমিশনের নিজস্ব ভবন হওয়া অত্যাবশ্যক।	দেশের সরকারি খাস জমির মালিকানা ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে জেলা প্রশাসক। যে কারণে ঢাকা মহানগরে ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সরকারি ১০ (দশ) কাঠা খাস জমি কমিশনের স্থায়ী কার্যালয় নির্মাণের জন্য বরাদ্দ বা বন্দোবস্ত প্রদানের নিমিত্ত ভূমি মন্ত্রণালয়কে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা যায়।
৩।	অবৈতনিক সদস্যের পদ শূন্য	কমিশন আইনের ৫(১) ধারামতে কমিশন ৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে। কমিশনের অবৈতনিক সদস্যের ৩টি পদ শূন্য রয়েছে। এ পদগুলো শূন্য থাকায় কমিশন গঠিত হতে পারছে না। যার কারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া অচল অবস্থা বিরাজ করছে।	অচিরেই এ সমস্যার সমাধান হবে মর্মে আশা করা যায়। ইতোমধ্যে ৩ জন সদস্যের মনোনয়ন/নিয়োগ প্রস্তাব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনুমোদন করেছেন। জনপ্রশাসন হতে শীঘ্রই নিয়োগাদেশ জারী করা হবে।

২৩/৩/২০১৮

জগন্নাথ দাস খোকন
সচিব
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
টাস্কফোর্স
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়ঃ চট্টগ্রামের কর্ণফুলি নদীসহ ঢাকার চারপাশের নদীগুলোর দূষণরোধ এবং নাব্যতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত টাস্কফোর্স এর ৩৮তম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	ঃ	শাজাহান খান, এমপি মন্ত্রী, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
তারিখ	ঃ	২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ খ্রিঃ
সময়	ঃ	সকাল ১১:০০ টা
সভার স্থান	ঃ	এ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ।
উপস্থিত সদস্যদের তালিকা	ঃ	পরিশিষ্ট 'ক'।

সভাপতি সভায় উপস্থিত জনাব আ.ক.ম মোজাম্মেল হক, মাননীয় মন্ত্রী, মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জনাব শামসুর রহমান শরীফ, মাননীয় মন্ত্রী ভূমি মন্ত্রণালয়, জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, মাননীয় মন্ত্রী, পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর সিনিয়র সচিব/সচিব, উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং আগত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি বলেন যে, ২০০৯ সালে টাস্কফোর্স গঠিত হওয়ার পর এ পর্যন্ত ৩৭টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। টাস্কফোর্সের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ঢাকা শহরের চারদিকে অবস্থিত বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, বালু ও তুরাগ নদীর আপত্তিকৃত সীমানা পিলার পুনঃস্থাপনের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। তিনি টাস্কফোর্সে সাফল্যের বিষয়ে বলেন যে, ঢাকা শহরের চারদিকে অবস্থিত বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, বালু ও তুরাগ নদীর তীরে ২০ কিঃমিঃ ওয়াকওয়ে নির্মাণ করা হয়েছে এবং আগামী ০৫/১০/২০১৮ তারিখে আরো ৫০ কিঃমিঃ ওয়াকওয়ে নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করা হবে। এসকল নদীর সীমানার মধ্যে অবস্থিত বহু অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করে তীরভূমি উদ্ধার করা হয়েছে এবং ঢাকা শহরের কয়েকটি খালও উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন যে, কর্ণফুলি ও বড়াল নদীর বিষয়ে টাস্কফোর্সের সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে কর্ণফুলি ও বড়াল নদীর প্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া বিআইডব্লিউটিএ'র মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৩৪টি ড্রেজার সংগ্রহ করে নৌপথের প্রয়োজনীয় ড্রেজিং কার্যক্রম সম্পাদন করা হচ্ছে এবং নৌপথের নাব্যতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। নদীর দখল ও দূষণরোধে আরো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। অতঃপর তিনি যুগ্মসচিব (টিএ), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় কে সভার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অনুরোধ করেন।

২.১। সভায় যুগ্মসচিব (টিএ) গত ২৫/০২/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত টাস্কফোর্সের ৩৭তম সভার কার্যবিবরণীর বিষয়ে উপস্থিত কারোর কোন আপত্তি না থাকলে দৃঢ়ীকরণের জন্য অনুরোধ করেন। সভায় উক্ত কার্যবিবরণীর বিষয়ে কেউ কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নাই এবং কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ পর্যায়ে যুগ্মসচিব (টিএ) গত ২৫/০২/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত টাস্কফোর্সের ৩৭তম সভার গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপনের জন্য উপসচিব (টিএ) কে অনুরোধ করেন। সে অনুযায়ী উপসচিব (টিএ) গত ২৫/০২/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত টাস্কফোর্সের ৩৭তম সভার গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করেন। এরপর উপস্থিত সকলকে টাস্কফোর্সের ৩৭তম সভার গৃহীত সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তের বিষয়ে বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান জানানো হয়।

২.২। সভায় বিআইডব্লিউটিএ'র চেয়ারম্যান বলেন, ঢাকা শহরের চারদিকে অবস্থিত বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, বালু ও তুরাগ নদীর সীমানায় স্থাপিত পিলারের সংখ্যা ৯৫৭৭টি। তার মধ্যে আপত্তিকৃত পিলারের সংখ্যা ৩৮৫৫টি। এসকল আপত্তিকৃত পিলারের মধ্যে ১৭৫১টি পিলার যাচাই করা হয়েছে এবং যাচাইয়ের কার্যক্রম বর্তমানে চলমান রয়েছে। তিনি ওয়াকওয়ে নির্মাণের বিষয়ে বলেন যে, ঢাকা শহরের চারদিকে ১১০ কিঃমিঃ নৌপথের উভয় পাড়ে ২২০ কিঃমিঃ নদীর তীর রক্ষা বাঁধসহ ওয়াকওয়ে নির্মাণ কাজ বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে।ইতোমধ্যে শ্যামপুর, গাবতলী, কাঁচপুর, আশুলিয়া ও টংগী এলাকায় ২০ কিঃমিঃ নদীর তীর রক্ষাবাঁধ ও ওয়াকওয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। এ ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে "বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, বালু ও তুরাগ নদীর তীরভূমিতে পিলার স্থাপন, তীর রক্ষা, ওয়াকওয়ে ও জেটিসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ (১ম পর্যায়)" প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে । উক্ত প্রকল্পের আওতায় আরো ৫২ কিঃমিঃ ওয়াকওয়ে নির্মাণের কাজ আগামী ০৫/১০/১৮ তারিখে উদ্বোধন করা হবে।এ প্রকল্পের মাধ্যমে এসকল নদীর তীরে ১৯টি জেটি ও ৩টি ইকোপার্ক নির্মাণ করা হবে। তাছাড়া নদীর সীমানায় ৬০ফুট পাইলিং করে পিলার স্থাপন করা হবে যাতে এসকল পিলারের স্থায়িত্ব বেশি হয়। তিনি সভায় ঢাকা শহরের চারদিকে অবস্থিত বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, বালু ও তুরাগ নদীর প্রাবন ভূমি রক্ষায় গুরুত্ব আরোপ করেন। তাছাড়া তিনি বর্ণিত ৩টি ইকোপার্ক নির্মাণের জন্য জায়গা বিআইডব্লিউটিএ'র নিকট হস্তান্তরের বিষয়ে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতা প্রয়োজন বলে সভায় উল্লেখ করেন।

২.৩। সভায় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন, ৩৫০৩/২০০৯ মামলার আদেশটি নদী রক্ষার জন্য একটি ঐতিহাসিক আদেশ। এই আদেশ মোতাবেক নদীর সীমানা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। তিনি কমিটির মাধ্যমে নদীর হাইড্রোমরফোলজিক্যাল স্টাডি করে চলমান সীমানা নির্ধারণ কার্যক্রম সম্পন্নের জন্য প্রস্তাব করেন। সভায় উপস্থিত পরিবেশবাদী সংগঠন বেলার প্রতিনিধি বলেন যে, তারা একমাস আগে ঢাকা শহরের চারদিকে অবস্থিত বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, বালু ও তুরাগ নদী পরিদর্শন করেছেন। পরিদর্শনের সময় স্থাপিত অধিকাংশ পিলার নদীর পানির মধ্যে দেখতে পেয়েছেন। তাই এসকল পিলার সঠিকভাবে পুনরায় স্থাপনের জন্য তিনি অনুরোধ করেন। তিনি নদী রক্ষা কমিশনকে আরো শক্তিশালী করার জন্যও সভায় অনুরোধ করেন।

২.৪। সভায় নৌপুলিশের ডিআইজি বলেন যে, সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে নদীর সীমানা সার্ভে করার জন্য একটি কমিটি, দখল দূষণ রোধ করার জন্য একটি কমিটি এবং এ ২টি কমিটির কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য আরো একটি কেন্দ্রীয় কমিটি করা প্রয়োজন। সভায় পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব বলেন, তিনি নিজে সাভারের চামড়া শিল্প এলাকায় স্থাপিত ইটিপি পরিদর্শন করেছেন। পরিদর্শনে দেখা যায় যে, ইটিপি সঠিকভাবে স্থাপন করা হয়নি।এখানে অনেক অসংগতি রয়েছে। ইটিপির মাধ্যমে দূষিত পানি ধলেশ্বরী নদীতে পড়ছে এবং এ নদীর পানি অচিরেই দূষিত হয়ে পড়বে। ইটিপির পানির মধ্যে পাখি মরা অবস্থায় পাওয়া গেছে। এ থেকে বুঝা যায় যে, ইটিপির মাধ্যমে কি পরিমাণ পানি দূষিত হচ্ছে। তিনি বলেন যে, তাদের পরিদর্শন প্রতিবেদনের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে। তিনি এ বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সাথে পৃথক সভা করার জন্য সভায় প্রস্তাব করেন। সভায় পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক ৮টি সিটিকর্পোরেশন ও মহানগরের সাথে গাজীপুর মহানগর ও নরসিংদী শহরেও কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি প্রদান না করার জন্য প্রস্তাব করেন।

২.৫। সভায় মুন্সিগঞ্জের জেলা প্রশাসক নদীর জায়গা দখল রোধকল্পে নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জ এলাকায় অবস্থিত সিমেন্ট ফ্যাক্টরির মালিকগণের সাথে মাননীয় নৌপরিবহন মন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি সভা করার প্রস্তাব করেন। জেলা প্রশাসক, ঢাকা বলেন, মামলার আদেশ বা মালিকানার বিষয়ে জটিলতা থাকায় নদীর তীরের কিছু এলাকার সীমানা নির্ধারণ করা সম্ভব হচ্ছে না। তিনি নদী দখল রোধকল্পে সীমানা পিলারের পরিবর্তে বাঁধ নির্মাণ করার জন্য অনুরোধ করেন। জেলা প্রশাসক, মানিকগঞ্জ বলেন, ধলেশ্বরী নদীর সিংগারের ধরলা নামক স্থানে অবৈধ স্থাপনা রয়েছে। এসকল স্থাপনা উচ্ছেদ করা প্রয়োজন। সভায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ বলেন, তার জেলাধীন সার্ভে কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং নিয়মিত উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হয়। তিনি সার্ভে কার্যক্রমের জন্য জনবলসহ লজিস্টিক সহায়তা প্রযোজন। অতিরিক্ত জেলাপ্রশাসক, গাজীপুর বলেন, তুরাগ নদীর পিলার স্থাপন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। শিল্প প্রতিষ্ঠানে ইটিপি সব সময় সচল অবস্থায় চালু রাখার জন্য নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, নরসিংদী বলেন, নদীর সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে এবং তা সমাধানের উদ্যোগ নেয়া হবে। ইটিপির বিষয়ে জেলাপ্রশাসন হতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। সভায় ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি বলেন যে, বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, বালু ও তুরাগ নদীর সীমানা নির্ধারণের জন্য জমি অধিগ্রহণ করা প্রয়োজন।

২.৬। ওয়াসার প্রধান প্রকৌশলী বলেন, ঢাকা শহরেরর অবৈধভাবে দখল হওয়া খালসমূহ উদ্ধার কার্যক্রম চলমান আছে। তিনি বলেন, ঢাকা শহরের জলাবদ্ধতা দূরীকরণের জন্য ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক গৃহীত ৩টি প্রকল্পের মধ্যে ২টি বাস্তবায়নাধীন ও ১টি প্রক্রিয়াধীন আছে। প্রকল্পগুলো হলোঃ

১) হাজারীবাগ, বাইশাটেকী, কুর্মিটোলা, মান্ডা ও বেগুনবাড়ি খালে ভূমি অধিগ্রহণ এবং খনন/পুন:খনন প্রকল্প(বাস্তবায়নাধীন)।
২) ঢাকা মহানগরীর ড্রেনেজ নেটওয়ার্ক সমস্যায় এবং খাল উন্নয়ন প্রকল্প (বাস্তবায়নাধীন)।
৩) কল্যাণপুর স্লুইচ ওয়াটার পাম্প স্টেশন সংলগ্ন রেগুলেটিং পন্ড সংযোজন প্রকল্প রেঞ্জ - ২ (প্রক্রিয়াধীন)।

২.৭। সভায় মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী বলেন যে শিল্প কারখানার ইটিপি সার্বক্ষণিক চালু রাখে না এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন কর্তৃক নিয়মিত মোবাইর কোর্ট পরিচালনা করা যেতে পারে। পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ৩৫০৩/২০০৯ মামলার আদেশ যথাযথ বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

২.৮। সভায় সভাপতি বলেন যে, কর্ণফুলি নদীর সীমানায় বিভিন্ন অবৈধ স্থাপনা গড়ে উঠছে মর্মে জানা যায় । এসকল স্থাপনা জরুরি-ভিত্তিতে উচ্ছেদ করা প্রয়োজন। তিনি ওয়াকওয়ে নির্মাণের ক্ষেত্রে স্লোপ না করে রিটেইনিং ওয়াল করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। টাস্কফোর্সের সদস্যগণ কর্তৃক ঢাকা শহরের খালসমূহের পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার অনুরোধ করেন। তিনি জরিপ কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণকে ধন্যবাদ জানান এবং এ কার্যক্রমে বিআইডব্লিউটিএ কে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দেয়ার জন্য বলেন।

৩। বিস্তারিত আলোচনান্তে সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

ক্রঃ নং	সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়ন
১	সাভার ট্যানারী শিল্পের ইটিপি স্থাপন কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়, পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় , জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বয়ে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে শীঘ্রই একটি সভার আয়োজন করা হবে।	১। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়। ২। বিআইডব্লিউটিএ।
২	নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জ জেলায় স্থাপিত সিমেন্ট ফাক্টরির মালিকগণ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বয়ে নৌপরিবহ মন্ত্রণালয়ে একটি সভার আয়োজন করতে হবে।	১। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
৩	নদীর সীমানা জটিলতা নিরসনের জন্য চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে আহ্বায়ক করে ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, ভূমি রেকর্ড ও জরীপ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের প্রতিনিধি-কে সদস্য করে একটি কমিটি গঠন করতে হবে। কমিটি আগামী ০৩ মাসের মধ্যে সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক রিপোর্ট দাখিল করবে।	১। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন। ২। জেলা প্রশাসন (সংশ্লিষ্ট)
৪	ঢাকা শহরের খালসমূহ উচ্ছেদের জন্য গঠিত কমিটিসমূহ সরেজমিনে খালসমূহ পরিদর্শন করে সেগুলো উদ্ধারের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	১। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন। ২। সংশ্লিষ্ট কমিটি।
৫	ইত:পূর্বে ৮টি মহানগরীতে নতুন শিল্প কারখানা স্থাপনের অনুমোদন না দেয়ার সুপারিশ গ্রহণ করা হয়েছে। এগুলোর সাথে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এবং নরসিংদী পৌরসভা যুক্ত হবে। নির্ধারিত ইকনমিক জোনসমূহে শিল্প স্থাপন করতে হবে।	১। শিল্প মন্ত্রণালয়। ২। সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন।
৬	নদীর সীমানা পিলার স্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণকে প্রয়োজনীয় জনবল এবং চাহিদা মোতাবেক সিএস নক্সা সরবরাহ করতে হবে।	১। ভূমি মন্ত্রণালয়। ২। ভূমি রেকর্ড ও জরীপ অধিদপ্তর। ৩। বিআইডব্লিউটিএ।
৭	নদী দখল ও দূষণরোধে জনসচেতনতা সৃষ্টিমূলক সভা ও প্রচার প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে।	১। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন। ২। বিআইডব্লিউটিএ। ৩। জেলা প্রশাসন (সংশ্লিষ্ট)

৪। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখঃ ৩০/০৯/২০১৮ ইং
(শাজাহান খান, এমপি)
মাননীয় মন্ত্রী
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
ও
সভাপতি, টাস্কফোর্স।

নং-১৮.০০.০০০০.০২৮.০৬.০০৫.২০১৭-৫৬৩

তারিখ ঃ ১৬ আশ্বিন ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
০১ অক্টোবর, ২০১৮ খ্রিঃ

বিতরণ ঃ সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে)

০১। মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম (বীর উত্তম) মাননীয় সভাপতি, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, ইস্টার্ণ হারমনি, এপার্টমেন্ট-এ/১০৩,বাসা নং-১১/এ, রোড নং-৭১, গুলশান-২,ঢাকা-১২১২।
০২। জনাব রমেশ চন্দ্র সেন, মাননীয় সভাপতি, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, ভবন নং-০৬, রুম নং-২০৪, মানিক মিয়া এভিনিউ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
০৩। বেগম সানজিদা খানম, মাননীয় সংসদ সদস্য (সংরক্ষিত আসন), ১৭২২, হাজী কে আলী রোড, পূর্ব জুরাইন, ঢাকা-১২০৪।
০৪। এটর্নী জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট,ঢাকা-১০০০।
০৫। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
০৬। সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৭। সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৮। সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
০৯। মহা-পুলিশ পরিদর্শক, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ফুলবাড়িয়া, ঢাকা-১০০০।
১০। সচিব, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১। সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২। সচিব, পরিবেশ ও বন ও জলবায়ু পরিবর্তণ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪। সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫। সচিব, সড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৬। সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন,বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৭। চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, হোসাইন টাওয়ার (১২ তলা), ১১৬, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০।
১৮। জনাব মোঃ আলাউদ্দিন, সার্বক্ষণিক সদস্য (অতিরিক্ত সচিব), জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ১১৬, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০।
১৯। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
২০। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ, ১৪১-১৪৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
২১। চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।
২২। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন, (বিসিক), মতিঝিল, ঢাকা।
২৩। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, সাত রাস্তা মোড়, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।
২৪। মহাপরিচালক, নৌ-পরিবহন অধিদপ্তর, ১৪১-১৪৩,মতিঝিল বা/এ (৮ম তলা), ঢাকা-১০০০।
২৫। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।
২৬। প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, পূর্ত ভবন, রমনা, ঢাকা-১০০০।
২৭। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।
২৮। মহাপরিচালক, র‍্যাব, সদর দপ্তর, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০।
২৯। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ/রাজশাহী বিভাগ।
৩০। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি/ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন/গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন/নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
৩১। ডিআইজি, নৌ-পুলিশ, মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬।

[মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অবহিতকরণের অনুরোধসহ]

৩২। মাননীয় মন্ত্রী'র একান্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
৩৩। মাননীয়মন্ত্রী'র একান্ত সচিব, স্থানীয়সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়
৩৪। মাননীয় মন্ত্রী'র একান্ত সচিব, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
৩৫। মাননীয় মন্ত্রী'র একান্ত সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
৩৬। মাননীয় মন্ত্রী'র একান্ত সচিব, আইন,বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়।
৩৭। মাননীয় মন্ত্রী'র একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
৩৮। মাননীয় মন্ত্রী'র একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
৩৯। মাননীয় মন্ত্রী'র একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
৪০। মাননীয় মন্ত্রী'র একান্ত সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
৪১। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী'র একান্ত সচিব, বিদ্যুৎ,জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়

৪২। জেলা প্রশাসক, ঢাকা/গাজীপুর/নারায়ণগঞ্জ/মুন্সিগঞ্জ/মানিকগঞ্জ/নরসিংদী/পাবনা/চট্রগ্রাম।
৪৩। জেলা পুলিশ সুপার, ঢাকা/গাজীপুর/নারায়ণগঞ্জ/মুন্সিগঞ্জ/মানিকগঞ্জ/নরসিংদী।
৪৪। প্রকল্প পরিচালক, চামড়া শিল্প নগরী, ১৩৯, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
৪৫। জনাব আবু নাসের খান, চেয়ারম্যান, পরিবেশ বাচাঁও আন্দোলন (পবা), ৫৮/১, কলাবাগান ১ম লেইন, ঢাকা-১২০৫।
৪৬।সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক,বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্টাল লইয়ারস এসোসিয়েশন(বেলা),বাড়ীনং-১৫/এ(৪র্থ তলা),রোড নং-৩,ধানমন্ডি,ঢাকা
৪৭। ডাঃ মোঃ আব্দুল মতিন, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা), ৯/১২, ব্লক-ডি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭।
৪৮। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
টাস্কফোর্স
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়ঃ বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, বালু, তুরাগ ও দেশের গুরুত্বপূর্ন অন্যান্য নদ-নদীর নাব্যতা এবং নদীর স্বাভাবিক গতিপ্রবাহ অব্যাহত রাখা সংক্রান্ত টাস্কফোর্স-এর ৩৭তম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	ঃ	শাজাহান খান, এমপি মন্ত্রী, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
তারিখ	ঃ	২৫ ফেব্রুয়ারী ২০১৮
সময়	ঃ	সকাল ১১:৩০ টা
সভার স্থান	ঃ	এ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ।
উপস্থিত সদস্যদের তালিকা	ঃ	পরিশিষ্ট 'ক'।

সভাপতি সভায় উপস্থিত জনাব শামসুর রহমান শরীফ, মাননীয় মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়, জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, মাননীয় মন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং জনাব নসরুল হামিদ, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর সিনিয়র সচিব/সচিব ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সভায় আগত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর তিনি সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়-কে সভার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অনুরোধ জানালে তিনি শুরুতে বিগত ৩৬তম সভার কার্যবিবরণীর বিষয়ে উপস্থিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এতে কারো আপত্তি না থাকায় তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়। অত:পর তিনি যুগ্ম-সচিব (টাস্কফোর্স)-কে বিগত সভার সিদ্ধান্তসমূহ এবং সেগুলোর বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপনের অনুরোধ জানালে তিনি তা সভায় উপস্থাপন করেন। অত:পর সভাপতি এ বিষয়ে উপস্থিত সকলের মতামত আহবান করেন।

২.১। এ পর্যায়ে চেয়ারম্যান বিআইডব্লিউটিএ বলেন, ঢাকা এবং নারায়ণগঞ্জে সীমানা পিলার চিহ্নিতকরণের কাজ চলছে। ৯৭০০ পিলারের মধ্যে প্রায় অর্ধেক পিলার চিহ্নিত করা হয়েছে। বাকী অর্ধেক পিলার চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা হচ্ছে। এসব পিলার নদীর ফোরশোর সীমানার মধ্যে নাই। সীমানা পিলার স্থাপন কাজে ঢাকা জেলা প্রশাসন ও বিআইডব্লিউটিএ'র মধ্যে সমন্বয়ের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। তিনি বলেন, জেলা প্রশাসন কর্তৃক ফোরশোর চিহ্নিত করে বিআইডব্লিউটিএ'র অনুকূলে হস্তান্তর করা হলেও জেলা প্রশাসন বর্তমানে শুধুমাত্র সিএস ও আরএস অনুসারে জরীপ পূর্বক সীমানা পিলার স্থাপন করতে চাচ্ছে। সিএস ও আরএস অনুসারে জরীপ করা হলে নদীর স্বার্থ রক্ষা হবে না। কেননা এতে বর্তমানে স্থাপিত সীমানা পিলারসমূহ ১০০-২০০ ফুট নদীর দিকে নামিয়ে ফেলতে হবে। তিনি আরও বলেন, হিউম্যান রাইটস এন্ড পিস ফর বাংলাদেশ কর্তৃক দায়েরকৃত রীট পিটিশন নং-৩৫০৩/২০০৯-এর আদেশে নদী সীমানা নির্ধারণে সকল কিছু (সিএস, আরএস, নদীর তীর, ফোরশোর, লো-ওয়াটার, হাই ওয়াটার, নদীর বেড, শিকস্তি, পয়স্তি, বন্দর সীমা ইত্যাদি) বিবেচনার নির্দেশনা থাকলেও সে বিষয়গুলো বিবেচনা না করে শুধুমাত্র সিএস ও আরএস ম্যাপ অনুসরণে সংশ্লিষ্ট নদীগুলো সীমানা জরিপ সম্পন্ন করাকে একমাত্র নির্দেশনা মনে করায় যেমন জটিলতা দেখা দিয়েছে তেমনি নদী ছোট হতে আরও ছোট হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। তিনি বলেন, কোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী সীমানা পিলার চিহ্নিত না করলে আদালত অবমাননার সম্মুখীন হতে হবে। আবার নদীর বর্তমান অবস্থান অনুযায়ী সিএস/আরএস অনুসরণ করাও যাচ্ছে না। তিনি আরো বলেন, সীমানা পিলার চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে নারায়ণগঞ্জে কোন সমস্যা হচ্ছে না। তিনি জেলা প্রশাসক, ঢাকাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের অনুরোধ করেন যেন সীমানা পিলার চিহ্নিত করার কাজে বিআইডব্লিউটিএকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়। তিনি আরো বলেন, সিদ্ধান্ত আছে, প্লাবনভূমিও রক্ষা করতে হবে।

২.২। পরিবেশ অধিদপ্তরের মহা-পরিচালক বলেন, ঢাকার চারদিকের ৪টি নদীসহ কর্ণফুলী নদীর দখল দূষণ রোধকল্পে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা সম্বলিত মাস্টার প্ল্যান হাতে নেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, খালসমূহ পুনঃখননকালে hazardous toxic substance পাওয়া যাচ্ছে। এ জন্যে দীর্ঘমেয়াদী মাস্টার প্ল্যান করা হচ্ছে। তিনি বলেন, ১১০টি ইটিপি স্থাপন প্রক্রিয়াধীন আছে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় জায়গা না থাকায় ইটিপি স্থাপনা করা কঠিন। এর বিকল্প হিসেবে উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থানান্তর করতে হবে। যেসব ক্ষেত্রে ইটিপি চালু রাখে না সেগুলোর বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তিনি আরো বলেন, সাভারে ট্যানারী শিল্প স্থানান্তরিত

হলেও ইটিপি কার্যকর করা যাচ্ছে না। ১০৫টি ট্যানারীর মধ্যে ৮০টির আবেদন পাওয়া যায়। এ পর্যন্ত ৬৮টিকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের প্রতিনিধি বলেন যে, ট্যানারী শিল্প সাভারে স্থানান্তর করেও কাংক্ষিত ফল পাওয়া যাচ্ছে না। নদী দূষণ কমছে না। আদালতের আদেশ ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। এতে শুধু সময় অপচয় হচ্ছে, কাজ হচ্ছে না।

২.৩। চেয়ারম্যান, নদী রক্ষা কমিশন বলেন, ৬৬ টি খালের মধ্যে ২৬টি চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৩টি খাল অবৈধ স্থাপনামুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। খালগুলোর প্রকৃত অবস্থান অনুযায়ী সকল খাল মুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। তিনি বলেন, খালসমূহের প্রকৃত মালিক ভূমি মন্ত্রণালয়। পক্ষে জেলা প্রশাসকগণ দায়িত্ব পালন করছেন। এ খালসমূহ মুক্ত করার জন্য ভূমিমন্ত্রণালয়ের ০১ জন অতিরিক্ত সচিবকে আহবায়ক করে কমিটি গঠন করা যেতে পারে। তিনি আরও বলেন, নদীকে রক্ষার স্বার্থে প্রয়োজনে জমি অধিগ্রহণ করতে হবে। নদী রক্ষার কাজে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হলে প্রয়োজনে তাকে খাস জমিতে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে। নদীর সীমানার মধ্যে স্থাপনা নির্মাণ তো প্রায়শঃই হচ্ছে। কিন্তু নদীর জমি কাউকে বরাদ্দ দেয়া যাবে না। আপত্তিকৃত পিলারসমূহের জরিপ কাজ অব্যাহত রাখতে হবে। জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ বলেন, অবৈধভাবে স্থাপনা নির্মাণ বন্ধ করা যাচ্ছে না। এমনকি ফতুল্লার দিকে নদী সংলগ্ন এলাকায় ০৫ থেকে ১০ তলা পর্যন্ত ভবন নির্মিত হয়েছে। তিনি আরো বলেন, বিআইডব্লিউটিএ বন্দোবস্ত নিয়ে অন্য সংস্থাকে বন্দোবস্ত দিতে পারে না। জেলা প্রশাসক, মুন্সীগঞ্জ বলেন, নদীর তীরবর্তী এলাকায় স্থাপনা নির্মাণ বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। তিনি বলেন, ধলেশ্বরী নদী ০১ বছর আগেও ভাল ছিল কিন্তু বুড়িগঙ্গার দূষণ ধলেশ্বরীতে গড়িয়েছে। নদীর দূষণ রোধ কল্পে পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স গঠন করা দরকার।

২.৪। সচিব, নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয় বলেন, টাস্কফোর্সের ইতঃপূর্বেকার সভায় ঢাকা শহরের খালগুলোকে প্রবাহমান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। এ সিদ্ধান্তের বিষয়ে তিনি ঢাকা ওয়াসার উপস্থিত প্রতিনিধির নিকট অগ্রগতি জানতে চাইলে চীফ ইঞ্জিনিয়ার, ঢাকা ওয়াসা জানান, খালগুলো প্রবহমান করার উদ্দেশ্যে সরকারের নিকট অর্থ বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। প্রয়োজনীয় বরাদ্দ পাওয়া গেলে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তিনি আরও বলেন, এ কাজে জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থাসমূহের সহযোগিতা প্রয়োজন হবে। আর্থিক বরাদ্দ পেলে সংশ্লিষ্ট সকলের সহায়তায় খালগুলো পুনরুদ্ধারসহ প্রবাহ ফিরিয়ে আনা হবে। এ প্রসংগে বলেন, খালের বা নদীর জায়গায় অবৈধ স্থাপনা গড়ে ওঠার প্রাথমিক পর্যায়েই ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে নির্মূল করা না হলে নদী বা খালে বিল্ডিং/স্থাপনা নির্মিত হয়ে গেলে তখন ব্যবস্থা নিতে গেলে কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখী হতে হয়। তিনি আরো বলেন, বিআইডব্লিউটিএ'র নিয়ন্ত্রণে ৫০০ জনবলের একটি টীম গঠন করা যেতে পারে। তাদের কাজ হবে নদীতে কোথায় দখল ও দুষণ হচ্ছে তা প্রতিনিয়মত মনিটরিং করা। মাননীয় মন্ত্রী এ বক্তব্যের সাথে সম্মতি জ্ঞাপন করে বলেন, জনবল সৃষ্টির পাশাপাশি যানবাহন ও জলযানেরও ব্যবস্থা করতে হবে।

২.৫। শিল্প সচিব বলেন, শুধুমাত্র ট্যানারীর মাধ্যমেই নদী দূষণ হচ্ছে না, অন্যান্য শিল্প-কারখানা এবং মনুষ্য বর্জ্যের কারণেও নদী দূষণ হচ্ছে। বুড়িগঙ্গাতে ট্যানারী দূষণ ছিল ৩০% এবং অন্যান্য কারণে দূষণ ছিল ৭০%। তিনি আরও বলেন, সাভারের ট্যানারী নগরীর সিইটিপিতে কিছু ত্রুটি রয়েছে যা ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা চলছে। এ কাজে আরও ২-৩ মাস সময় লাগবে। মাননীয় পরিবেশ মন্ত্রীর প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সাভারে সলিড ওয়েস্ট ট্রিটমেন্টের বিষয়টি পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত ছিল না। এখন তা পরিকল্পনায় নেয়া হয়েছে। সাভার লেদার শিল্প নগরীর পিডি বলেন, স্ল্যাগ ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা সেখানে নেই। মাননীয় সভাপতি বলেন, সাভারের প্রজেক্টটি সঠিকভাবে করা হয়নি। এতে অনেক ত্রুটি রয়েছে। আর ২-৩ মাস পরে প্রজেক্টের কার্যক্রম শেষ হয়ে যাবে। তিনি বলেন, সবকিছু সঠিকভাবে বুঝিয়ে না দেয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট কোম্পানীকে ফাইনাল বিল পরিশোধ করা হতে বিরত থাকতে হবে।

২.৬। বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী বলেন, ১৯৬০ সনের ম্যাপের এখন আর বাস্তবতা নেই। সে ম্যাপ অনুসরণ করা হলে অনেক বিল্ডিং, ফ্যাক্টরী ও স্থাপনা ভাংতে হবে। যেখানে এখনও কোন স্থাপনা নির্মিত হয় নাই সেখানে ফোরশোর কার্যকরী করা যেতে পারে। নদী তীরবর্তী এলাকায় গড়ে উঠা স্থাপনার বিষয়ে বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনায় নিতে হবে। বিভিন্ন সময়ে গড়ে উঠা এসব শিল্প প্রতিষ্ঠান সরিয়ে নেয়া কঠিন। বিআইডব্লিউটিএ বাধা প্রদান না করায় এসব গড়ে উঠেছে। তিনি বলেন, নদীর তীর বাঁধাই করলে দখল বন্ধ হবে। তবে Walkway নির্মাণ করে দখল রোধ করা যাবে না। তিনি অরো বলেন, কোন জায়গায় ফোরশোর অনুযায়ী নদী চিহ্নিত হবে, কোথায় ওয়াকওয়ে হবে এবং যেখানে বিল্ডিং ও স্থাপনা হয়ে গেছে সেখানে কতটুকু ছাড় দেয়া হবে তা সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে হবে। তিনি

বলেন, ইতোমধ্যে কিছু সংখ্যক কলকারখানা গড়ে ওঠেছে যেগুলোতে ইটিপি স্থাপনের কোন জায়গা নেই। ট্যানারীর ন্যায় ৭-৮ বছর সময় দিয়ে এসকল কল-কারখানা সরকার কর্তৃক চিহ্নিত ও উন্নয়নকৃত ইকোনমিক জোনে স্থানান্তর করতে হবে। মাননীয় সভাপতি এ বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ করেন।

২.৭। মাননীয় মন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় বলেন, কোন খাল কতটুকু খনন হয়েছে সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রয়োজন। তিনি বলেন, জেলা প্রশাসন, ওয়াসা, বিআইডব্লিউটিএ, নদী রক্ষা কমিশন সকলের দায়িত্ব অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ শুরুর পূর্বেই বাধা দেওয়া। এ জন্য মন্ত্রণালয়ের সচিব জেলা প্রশাসকগণের সাথে কথা বলে মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে আলোচনা করে টিম গঠন করে দিতে পারেন। সচিব মহোদয় নিজেও এ বিষয়ে সরোজমিনে পরিদর্শন করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। মাননীয় পরিবেশ মন্ত্রী বলেন, ঢাকা মহানগরী ও চট্টগ্রাম মহানগরীতে আর কোন ফ্যাক্টরী অনুমোদন দেয়া যাবে না। বিদ্যমান ইন্ডাষ্ট্রিগুলো সার্ভে করে ক্যাটাগরী নির্ধারণ করতে হবে। কোন ফ্যাক্টরী কী ধরনের বর্জ্য ফেলছে, কী পরিমাণ গ্যাস-বিদ্যুৎ ব্যবহার করছে, কী উৎপাদন করছে, ক্যাপাসিটি কত ইত্যাদি চিহ্নিত করে এগুলোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

২.৮। সভাপতি বলেন, টাস্কফোর্স কমিটির সম্মানিত সদস্যগণ এর নেতৃত্বে পৃথক পৃথক টীম গঠন করে খালগুলো পরিদর্শনের দায়িত্ব দিতে হবে। প্রতিটি কমিটিতে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাগণকে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। তিনি খাল দখল-দূষণের সাথে জড়িত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোনরূপ জেল-জরিমানা করা হয়েছে কিনা জানতে চাইলে ঢাকা ওয়াসার চীফ ইঞ্জিনিয়ার বলেন, তা করা হয়নি। সভাপতি বলেন, জেল-জরিমানা না করলে এ কাজ কোনদিনও বন্ধ হবে না। তিনি আরও বলেন, প্রতিটি খাল আমাদের পরিদর্শন করা প্রয়োজন। নদী সংক্রান্ত সমস্যা একদিনে সৃষ্টি হয়নি, সুতরাং একদিনেই তা সমাধান সম্ভব নয়। টাস্কফোর্সের উদ্যোগে ইতোমধ্যে অনেক সমস্যার সমাধান হয়েছে। এখনও যে সকল সমস্যা বিদ্যমান রয়েছে তা অচিরেই সমাধান হয়ে যাবে। তিনি বলেন, আপত্তিকৃত জায়গাগুলোতে যেন স্থাপনা গড়ে না ওঠে সে বিষয়ে বিআইডব্লিউটিএ ও জেলা প্রশাসকগণকে ব্যবস্থা নিতে হবে। পাশাপাশি চলমান জরীপ কাজও চালিয়ে যেতে হবে।

৩। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্রঃ নং	সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়ন
০১.	ঢাকা মহানগরে দখলকৃত খালসমূহ উদ্ধার করতে হবে এবং ইতোমধ্যে উদ্ধারকৃত যেসব খালের উভয় পাড় পাকা করা হয়েছে সেসব খাল পুনঃদখল, ভরাট রোধ করতে সরজমিনে পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা। ২। জেলা প্রশাসক, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, নরসিংদী, মানিকগঞ্জ এবং গাজীপুর।
০২.	নদীর অবস্থান চিহ্নিতকরণ ও সীমানা পিলার স্থাপনের ক্ষেত্রে সিএস, আরএস ও ফোরশোর অনুসরণের বিষয়ে পৃথক একটি সাইট সভা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে; পাশাপাশি চলমান জরীপ কাজও অব্যাহত থাকবে।	১। চেয়ারম্যান, রাজউক ও BIWTA. ২। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
০৩.	চলমান জরীপ কাজ এবং পিলার স্থাপন ও স্থাপিত আপত্তিকর পিলার পুনঃস্থাপনের কাজ অব্যাহত থাকবে।	১। চেয়ারম্যান, BIWTA. ২। প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর। ৩। জেলা প্রশাসক, ঢাকা/নারায়ণগঞ্জ/ মুন্সিগঞ্জ/মানিকগঞ্জ/গাজীপুর/নরসিংদী। ৪। নৌ পুলিশ।
০৪.	নদীর দখল-দূষণের বিষয়টি প্রতিনিয়ত মনিটরিং করার লক্ষ্যে বিআইডব্লিউটিএ প্রয়োজনীয় জনবল সৃষ্টির প্রস্তাব এবং তাদের ব্যবহারের জন্য যানবাহন ও জলযান ক্রয়ের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে;	১। চেয়ারম্যান, BIWTA. ২। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
০৫.	জেলা প্রশাসন ও পরিবেশ অধিদপ্তর প্রতিনিয়ত মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে নদী-খাল দখল ও দূষণ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে জেল/জরিমানা করবে।	১। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা। ২। জেলা প্রশাসক, ঢাকা/নারায়ণগঞ্জ/ মুন্সিগঞ্জ/মানিকগঞ্জ/গাজীপুর/নরসিংদী। ৩। চেয়ারম্যান, বিসিক।

ক্রঃ নং	সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়ন
০৬.	ঢাকা শহরের খালগুলো পরিদর্শনের জন্য টাস্কফোর্সে অন্তর্ভূক্ত মাননীয় মন্ত্রীগণকে প্রধান করে পৃথক পৃথক টীম গঠন করে দিতে হবে; এ টীমে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাগণও অন্তর্ভূক্ত থাকবেন; টীমের সাথে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রাখতে হবে। খালসমূহ পরিদর্শন করে পরবর্তী সভার আগেই প্রতিবেদন দিবেন।	১। টাস্কফোর্সের সন্মানিত সদস্যগণ ২। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা। ৩। চেয়ারম্যান, BIWTA. ৪। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়। ৫। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা।
০৭.	সাভারে ট্যানারী শিল্পের ইটিপি নিয়ে যে সমস্যাগুলো চিহ্নিত হয়েছে তা সমাধাণের ব্যবস্থা নিতে হবে। সম্পূর্ণ কাজ বুঝে না নিয়ে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে ফাইনাল বিল প্রদান করা হতে বিরত থাকার অনুরোধ করা হলো।	১। সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা। ২। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৮.	ঢাকা মহানগরের ৪৬টি খালের মধ্যে ২৬টি চিহ্নিত করা গেছে। এর মধ্যে ১৩টি খাল উদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অবিলম্বে শুরু করতে হবে। টাস্কফোর্স প্রয়োজনীয় সহযোগীতা করবে।	১। BIWTA ২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা। ৩। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
০৯.	নদীর তীরে নির্মাণাধীন ভবনের নির্মাণ কাজ স্থগিত করতে হবে।	১। প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর। ২। BIWTA ৩। জেলা প্রশাসক (সংশ্লিষ্ট)।
১০.	ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ইমাম ও কর্মকর্তাদের সাথে নদীতে স্থাপিত মসজিদ সংক্রান্ত বৈঠক অব্যাহত থাকবে। পুনঃ স্থাপনের জায়গা নির্ধারণ/প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণ উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।	১। চেয়ারম্যান, BIWTA ২। জেলা প্রশাসক, ঢাকা/নারায়ণগঞ্জ/মুন্সিগঞ্জ/মানিকগঞ্জ/গাজীপুর/নরসিংদী। ৩। মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন।
১১.	দিনে-রাতে সবসময় সব ইটিপি চালু রাখা ও নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ইটিপি স্থাপন করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। যে সব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ইটিপি স্থাপন করা যাচ্ছে না সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক জোনে স্থানান্তর করতে হবে।	১। পরিবেশ অধিদপ্তর। ২। চেয়ারম্যান, BIWTA ৩। জেলা প্রশাসক, ঢাকা/নারায়ণগঞ্জ/মুন্সিগঞ্জ/মানিকগঞ্জ/গাজীপুর/নরসিংদী। ৪। সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়।
১২.	নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনসহ ৮টি বিভাগীয় শহরে নতুনভাবে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যাবে না। নতুনভাবে শিল্প কারখানা নির্মাণ করতে হলে সরকার কর্তৃক চিহ্নিত/উন্নয়নকৃত ইকনোমিক জোনে নির্মাণ করতে হবে।	১। সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়। ২। বেজা (বিনিয়োগ বোর্ড)। ৩। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)। ৪। পরিবেশ অধিদপ্তর।

৪। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখঃ ২৮/০২/২০১৮ ইং
(শাজাহান খান, এমপি)
মাননীয় মন্ত্রী
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
ও
সভাপতি, টাস্কফোর্স।

=০৫=

নং-১৮.০০.০০০০.০২৮.০৬.০০৫.২০১৭-৪৮৮

তারিখ ঃ ১৬ ফাল্গুন, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ / ২৮ ফেব্রুয়ারী, ২০১৮ খৃষ্টাব্দ

বিতরণ ঃ সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে)

০১। মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম (বীর উত্তম) মাননীয় সভাপতি, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, ইস্টার্ণ হারমনি, এপার্টমেন্ট-এ/১০৩,বাসা নং-১১/এ, রোড নং-৭১, গুলশান-২,ঢাকা-১২১২।

০২। জনাব রমেশ চন্দ্র সেন, মাননীয় সভাপতি, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, ভবন নং-০৬, রুম নং-২০৪, মানিক মিয়া এভিনিউ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

০৩। বেগম সানজিদা খানম, মাননীয় সংসদ সদস্য (সংরক্ষিত আসন), ১৭২২, হাজী কে আলী রোড, পূর্ব জুরাইন, ঢাকা-১২০৪।

০৪। এটর্নী জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট,ঢাকা-১০০০।

০৫। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।

০৬। সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

০৭। সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

০৮। সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

০৯। মহা-পুলিশ পরিদর্শক, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ফুলবাড়িয়া, ঢাকা-১০০০।

১০। সচিব, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১১। সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১২। সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১৩। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১৪। সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১৫। সচিব, সড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১৬। সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন,বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১৭। চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, হোসাইন টাওয়ার (১২ তলা), ১১৬, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০।

১৮। জনাব মোঃ আলাউদ্দিন, সার্বক্ষণিক সদস্য (অতিরিক্ত সচিব), জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ১১৬, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০।

১৯। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

২০। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ, ১৪১-১৪৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

২১। চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

২২। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন, (বিসিক), মতিঝিল, ঢাকা।

২৩। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, সাত রাস্তা মোড়, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।

২৪। মহাপরিচালক, নৌ-পরিবহন অধিদপ্তর, ১৪১-১৪৩,মতিঝিল বা/এ (৮ম তলা), ঢাকা-১০০০।

২৫। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

২৬। প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, পূর্ত ভবন, রমনা, ঢাকা-১০০০।

২৭। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

২৮। মহাপরিচালক, র‍্যাব, সদর দপ্তর, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০।

২৯। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ/রাজশাহী বিভাগ।

৩০। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি/ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন/গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন/নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

৩১। ডিআইজি, নৌ-পুলিশ, মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬।

৩২। মাননীয় মন্ত্রী'র একান্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

৩৩। মাননীয় মন্ত্রী'র একান্ত সচিব, স্থানীয়সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়

৩৪। মাননীয় মন্ত্রী'র একান্ত সচিব, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।

৩৫। মাননীয় মন্ত্রী'র একান্ত সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।

৩৬। মাননীয় মন্ত্রী'র একান্ত সচিব, আইন,বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়।

৩৭। মাননীয় মন্ত্রী'র একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।

৩৮। মাননীয় মন্ত্রী'র একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।

৩৯। মাননীয় মন্ত্রী'র একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।

৪০। মাননীয় মন্ত্রী'র একান্ত সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।

৪১। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী'র একান্ত সচিব, বিদ্যুৎ,জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়

[মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অবহিতকরণের অনুরোধসহ]

৪২। জেলা প্রশাসক, ঢাকা/গাজীপুর/নারায়ণগঞ্জ/মুন্সিগঞ্জ/মানিকগঞ্জ/নরসিংদী/পাবনা/চট্টগ্রাম।

৪৩। জেলা পুলিশ সুপার, ঢাকা/গাজীপুর/নারায়ণগঞ্জ/মুন্সিগঞ্জ/মানিকগঞ্জ/নরসিংদী।

৪৪। প্রকল্প পরিচালক, চামড়া শিল্প নগরী, ১৩৯, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

৪৫। জনাব আবু নাসের খান, চেয়ারম্যান, পরিবেশ বাচাঁও আন্দোলন (পবা), ৫৮/১, কলাবাগান ১ম লেইন, ঢাকা-১২০৫।

৪৬।সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক,বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্টাল লইয়ারস এসোসিয়েশন(বেলা),বাড়ীনং-১৫/এ(৪র্থ তলা),রোড নং-৩,ধানমন্ডি,ঢাকা

৪৭। ডাঃ মোঃ আব্দুল মতিন, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা), ৯/১২, ব্লক-ডি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭।

৪৮। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৪৯। সচিব (যুগ্মসচিব), জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, হোসাইন টাওয়ার (১২ তলা), ১১৬,নয়াপল্টন,ঢাকা-১০০০।

৫০। পরিচালক (পরিবীক্ষণ), জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, হোসাইন টাওয়ার (১২ তলা), ১১৬,নয়াপল্টন,ঢাকা-১০০০।

৫১। উপসচিব (প্রশাসন-১/টাস্কফোর্স শাখা), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।

৫২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৫৩। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৫৪। প্রোগ্রামার, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। [বিষয়টি ওয়েবসাইটে প্রদর্শনের জন্য অনুরোধ করা হলো।]

৫৫। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৫৬। যুগ্মসচিব (প্রশাসন/টাস্কফোর্স) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২৮/২/১৮

(মোঃ কুতুব উল আলম)
সহকারী সচিব
ফোন নং ৯৫৪৫৭১৬।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
টাস্কফোর্স
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়ঃ বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, বালু, তুরাগ ও দেশের গুরুত্বপূর্ন অন্যান্য নদ-নদীর নাব্যতা এবং নদীর স্বাভাবিক গতিপ্রবাহ অব্যাহত রাখা সংক্রান্ত টাস্কফোর্স"- এর ৩৬তম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	ঃ	শাজাহান খান, এমপি মন্ত্রী, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
তারিখ	ঃ	২২ নভেম্বর ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ।
সময়	ঃ	সকাল ১০.০০ টায়
সভার স্থান	ঃ	এ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ ।
উপস্থিত সদস্যদের তালিকা	ঃ	পরিশিষ্ট 'ক'।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব শাজাহান খান এম, পি এঁর সভাপতিত্বে সভার কাজ শুরু করা হয়। সভাপতি সভায় উপস্থিত জনাব শামসুর রহমান শরীফ, মাননীয় মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়, জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, মাননীয় মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম (বীর উত্তম), মাননীয় সভাপতি, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিসহ সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর সচিব ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সভায় আগত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর তিনি সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়-কে সভার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অনুরোধ জানালে তিনি শুরুতে বিগত ৩৫তম সভার কার্যবিবরণীর বিষয়ে উপস্থিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এতে কারো আপত্তি না থাকায় বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করা হয়। অতঃপর সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় যুগ্মসচিব (টাস্কফোর্স) কে বিগত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করতে বলেন। সে অনুযায়ী যুগ্মসচিব (টাস্কফোর্স) বিগত সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন। অতঃপর সভাপতি উপস্থিত সকলের মতামত ও বক্তব্য জানতে চান।

২.১। চেয়ারম্যান, BIWTA জানান, বিগত সভার ২নং সিদ্ধান্ত "পুনঃ জরিপের কাজ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত নদীর দু পাড়ের সকল প্রকার নির্মাণ কাজ বন্ধ রাখার বিষয়ে নদী কমিশন কর্তৃক গৃহীত সকল কাজ অব্যাহত রাখতে হবে"- এর বাস্তবায়ন বিষয়ে বলেন, নৌ-বাণিজ্যিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখাসহ শিল্প বিকাশের স্বার্থে সীমানা পিলার সম্পর্কিত বিতর্কহীন স্থানে লাইসেন্স প্রদান/নবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত আছে। বিগত সভায় ৩নং সিদ্ধান্ত "BIWTA কর্তৃক আপত্তিকৃত ৬০৭টি পিলার এর নতুন অবস্থান চিহ্নিত করে সংশোধিত নকশাসহ জেলা ভিত্তিক প্রতিবেদন পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে"- এর বাস্তবায়ন বিষয়ে তিনি বলেন, ঢাকা নদী বন্দরের আওতাধীন মোট স্থাপিত পিলারের সংখ্যা ৪,০৬৩ টি; এর মধ্যে আপত্তিকৃত ১,১৫৪টি পিলারের মধ্যে ৭৬২টি পিলার এর যাচাই সম্পন্ন হয়েছে। টঙ্গী নদী বন্দরের আওতাধীন ৫০৩টি পিলারের সবকটি আপত্তিকৃত। তন্মধ্যে ২৭০টি পিলার এর যাচাই-এর কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দর আওতাধীন ৫,০১১টি পিলারের মধ্যে আপত্তিকৃত ২,১৯৮টি। তন্মধ্যে ৬১টি পিলারের যাচাই সম্পন্ন হয়েছে। বিগত সভায় ০৪ নং সিদ্ধান্ত "BIWTA কর্তৃক চিহ্নিত ১৩টি অবৈধ স্থাপনা অবিলম্বে ভাঙ্গতে/অপসারণ করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন পরবর্তী সভায় BIWTA কে উপস্থাপন করতে হবে"- এর বাস্তবায়ন বিষয়ে তিনি জানান, বাস্তব পরিস্থিতি এবং মামলাজনিত কারণে উচ্ছেদ কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে। মামলা নিষ্পত্তি করে উচ্ছেদ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। এছাড়া নবাবেরচর ও মধ্যেরচর মৌজায় মোট ৪৩টি অস্থায়ী পিলার সঠিক স্থানে স্থাপন করা হয়েছে। বিগত সভায় ০৫নং সিদ্ধান্ত"নদীর জায়গায় স্থাপিত ধর্মীয় স্থাপনা অপসারণ/স্থানান্তর বিষয়ে ধর্মীয় নেতাদের সাথে নিয়ে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করে নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ে সুপারিশসহ প্রতিবেদন পেশ করতে হবে এবং সে অনুযায়ী নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয় পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করবে"- এর বাস্তবায়ন বিষয়ে তিনি জানান ঢাকা শহরের চারিদিকে নদীসমূহের তীরভূমিতে অবস্থিত ৫০টি ধর্মীয় স্থাপনা অপসারণের বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়েছে। তিনি আরো জানান, ঢাকা শহরের চারিদিকে নদীসমূহ -কে ঘিরে BIWTA কর্তৃক এ পর্যন্ত ২০ কিঃমিঃ ওয়াকওয়ে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আরো ৫০ কিঃমিঃ ওয়াকওয়ে, ১১টি RCC জেটি, ০৩টি ইকোপার্ক নির্মাণের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প

চলমান পাতা-০২

৩৯৩ চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। পরবর্তীতে বৃত্তাকার নৌপথটি অবশিষ্ট অংশ পূর্ণ করতে আরো ১৫০ কিঃমিঃ ওয়াকওয়ে নির্মাণের জন্য অপর একটি প্রকল্প গ্রহণের লক্ষ্যে Fesibility Study চলমান আছে। তিনি আরো জানান, ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ ইতোমধ্যে দুটি ইকোপার্ক তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া বুড়িগঙ্গা ও শীতলক্ষ্যার বিভিন্ন স্থানে প্রচুর পরিমাণে বৃক্ষ রোপন করে নদীর পাড়ে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রস্তাবিত ইকো পার্ক ও ওয়াকওয়ে নির্মিত হলে সামগ্রিক পরিবেশের অনেক উন্নতি সাধিত হবে। তিনি আরো বলেন, ঢাকার চারপাশে নদীগুলোর দূষণরোধ এবং নাব্যতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্লাবন ভূমির বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া হয়নি। কিন্তু ইতোমধ্যে প্লাবন ভূমিকে অন্তর্ভুক্তি করে DAP সংশোধিত হয়েছে। এছাড়া বালু ও তুরাগ নদীর পূর্বাঞ্চল অংশে নদী সরু হয়ে গিয়েছে বিধায় এটাকে প্রশস্ত করতে হবে। সম্মিলিতভাবে জেলা প্রশাসক, ঢাকা ও BIWTA মিলে প্লাবন ভূমি রক্ষা করতে হবে।

২.২। **মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রী বলেন,** তিনিও DAP এর একজন সদস্য। পানি কোন দিক দিয়ে যাবে/নামবে সে বিষয়ে নিবিড় পর্যালোচনা (Comprehensive Study) প্রয়োজন। সীমান চিহ্নিতকরন যেভাবে করা হয়েছে তাতে নদী সংকুচিত হয়েছে। এ কাজে পানি উন্নয়ন বোর্ডের অসাধু কর্মকর্তা/কর্মচারীরা জড়িত। তিনি আরো বলেন, নদী যেখানে সরে গেছে সে অংশ নকশা সংশোধন করতে হবে। কারণ প্রাকৃতিক কারণে নদী স্থানান্তরিত হয়। সি,এস/আর,এস অনুসরণ করা হলেও বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনায় নিতে হবে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা বলেন, ঢাকায় নিম্নাঞ্চল জলমগ্ন হওয়ার প্রধান কারণ ০৩টি; যথা (১) পানি বেরিয়ে যাওয়ার পথ নেই (২) পানি ধরে রাখার জন্য ডোবা/খাল নেই এবং (৩) পানি নিঃসরণের জন্য জায়গা নেই। ঢাকা শহর প্রকৃত অর্থেই ঢাকা। তিনি আরো বলেন, সীমানা পিলারের বাইরে প্লাবন ভূমি যথেচ্ছভাবে ভরাট করার কারণে ঢাকাতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। এ জন্যই নিম্নাঞ্চল অপরিবর্তিত রাখতে হবে। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর বলেন, রাজউক যেন টঙ্গী পৌর অঞ্চলে ভবনের কোন নকশা যেন অনুমোদন না করে। এ প্রেক্ষিতে সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় বলেন রাজউকের আইন প্রয়োগকারী টিম থাকতে হবে। কোন অননুমোদিত স্থাপনা নির্মাণের শুরুতে বাধা প্রদান করতে হবে। পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলনের প্রতিনিধি বলেন, বালু নদী বিপদজনকভাবে দখল হয়ে যাচ্ছে। এ কাজে রাজউকও জড়িত। তিনি বলেন, বালু নদী সবচেয়ে সরু। নদীর মধ্যে কোন জেটি নির্মাণের অনুমতি BIWTA যেন না দেয়। এ প্রেক্ষিতে BIWTA চেয়ারম্যান বলেন, এখন বেসিন নির্মাণপূবর্ক জেটি নির্মাণ করতে দেয়া হয়। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর বলেন, BIWTA অনুমোদন ছাড়া পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে কোন স্থাপনা নির্মাণের অনুমতি দেয়া হয় না। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ঢাকা বলেন, জেলা প্রশাসন থেকে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হয়। কিন্তু দখলমুক্ত স্থাপনা সংরক্ষণে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় না। এ প্রেক্ষিতে সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় বলেন, উচ্ছেদের পর বিষয়টি রাজউক, ঢাকা ওয়াসা এবং BIWTA কে জানাতে হবে। তাহলে তারা কিছু সুনির্দিষ্ট কর্মকর্তাকে মনিটরিং এর জন্য দায়িত্ব প্রদান করবে। এ পর্যন্ত কতগুলো অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়েছে সে বিষয়ে সভাপতি জানতে চাইলে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা বলেন আগামী সভার পূর্বেই দখলমুক্ত করার বিষয়ে তিনি একটি প্রতিবেদন দাখিল করবেন। এ বিষয়ে সভাপতি বলেন, এ কাজে সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগ সহযোগীতা প্রদান করবে।

২.৩। সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় বলেন যে, ৫৬টি ধর্মীয় স্থাপনা (মসজিদ/মাদ্রাসা/মন্দির) স্থানান্তর করতে হবে। এ জন্য প্রয়োজনে খাস জমি/সরকারি পরিত্যক্ত জমি বরাদ্দ প্রদানের জন্য তিনি জেলা প্রশাসকদের সহযোগীতা কামনা করেন। এ প্রেক্ষিতে BIWTA'র চেয়ারম্যান বলেন ইমাম-খতিবদের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। সুবিধাজনক জায়গা পেলে তারা ধর্মীয় স্থাপনা সরিয়ে নিতে রাজি আছে। তিনি আরো বলেন, আদি বুড়িগঙ্গা নদীও দখলমুক্ত করতে হবে। এর ৬.৫০ কিলোমিটারের মধ্যে ০৬.০০ কিলোমিটার অবৈধ দখলদারদের দখলে আছে। এটি দখলমুক্ত করতে বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করা প্রয়োজন। তিনি বলেন, কর্ণফুলী এবং ওয়াটার ওয়ের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক দুটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে। কর্ণফুলীর বিষয়ে শীঘ্রই একটি সভা আহবান করা হবে।

চলমান পাতা-০৩

২.৪। মাননীয় সভাপতি, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি বলেন, ঢাকা শহরে ভূ-গর্ভস্থ পানি তোলার কারণে প্রতি বছর পানির স্তর ০১ ইঞ্চি করে নীচে যায়। কিন্তু বুড়িগঙ্গার পানির স্তর একই জায়গায় থাকে। এ অবস্থায় শহর ও নদী একই লেভেল-এ চলে আসায় পানি নিষ্কাশন হচ্ছে না। এ বিষয়ে IWM এর একটি Study আছে। বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের প্রতিনিধি বলেন, খানপুর ইকোপার্কের সীমানা পিলার দখল হয়ে যাচ্ছে। নদী কমিশনের চেয়ারম্যান না থাকায় নদী ও খাল রক্ষায় কার্যক্রম গ্রহণ করা যাচ্ছে না। আইন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি বলেন, নদী দখল সংক্রান্ত মামলার তালিকা আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হলে এগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সলিসিটর উইংয়ের মাধ্যমে এটর্নী জেনারেলের নিকট উপস্থাপন করা হবে। নিম্ন আদালতের মামলার তালিকা পেলেও তা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগীতা প্রদান করা হবে। এ প্রসঙ্গে BIWTA চেয়ারম্যান বলেন, উচ্চ আদালতে বিচারাধীন ৩০০'র অধিক মামলা নিষ্পত্তির জন্য স্পেশাল কোর্ট স্থাপন করা প্রয়োজন।

২.৫। মাননীয় ভূমি মন্ত্রী বলেন, টাস্কফোর্স একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি। অনেক বিষয়েই এখানে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় কিন্তু সবগুলো বাস্তবায়িত হয় না। অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করা হয় কিন্তু তা আবার পুনঃ দখল হয়ে যায়। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিলম্ব ও নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে কাঙ্খিত ফল লাভ করা যাচ্ছে না। ইছামতি নদী দখলমুক্ত করতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য মাননীয় নৌপরিবহন মন্ত্রীর উপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বয়ে পাবনায় একটি সভা করা প্রয়োজন মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

২.৬। এছাড়াও অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, নারায়ণগঞ্জ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, নরসিংদী ও ঢাকা, নগর পরিকল্পনাবিদ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, নরসিংদী আলোচনায় অংশ নেন। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর বলেন, নরসিংদী এবং সাভারে ইটিপিসমূহে দিনের বেলায় এবং পরিদর্শনের সময় চালানো হলেও রাতের বেলায় ঠিকমত চালানো হয় না। এগুলো মনিটরিং করার জন্য জনবল খুবই সীমিত। নরসিংদী জেলার দায়িত্বে একজন সহকারী পরিচালক ও দুইজন পরিদর্শক রয়েছে বলে তিনি জানান।

২.৭। মাননীয় সভাপতি বলেন, টাস্কফোর্স এর উদ্যোগে ঢাকা শহরের খাল উদ্ধারের কার্যক্রম শুরু করে দুটি খাল উদ্ধার করা হয়েছে। বাকি খালগুলো উদ্ধার করার জন্য ঢাকা ওয়াসা কে উদ্যোগ নিতে হবে। তিনি কেরাণীগঞ্জের শুভাঢ্যা খাল উদ্ধার কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে চাইলে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা জানান, এ বিষয়ে ম্যাজিস্ট্রেট এর নেতৃত্বে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, শুধু খাল উদ্ধার করলেই থাকবে না, এর পাড় বাঁধাই করতে হবে। সভাপতি বলেন, ইটিপিগুলো ঠিকমত চালু রাখার বিষয়েও পরিবেশ অধিদপ্তর কে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিতে হবে। তিনি বলেন, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ও সার্বক্ষণিক সদস্য নিয়োগের পর ইছামতি নদী উদ্ধারের কার্যক্রম শুরু করা হবে। তিনি আরো বলেন, সাভারে ট্যানারি শিল্পের কারণে আশপাশের নদীগুলো যেন দূষিত না হয় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। অবৈধ দখল রোধ করতে মামলা কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। ইতোমধ্যে নির্মিত ২০ কিলোমিটার ওয়াকওয়ের অতিরিক্ত আরো ৫০ কিলোমিটার ওয়াকওয়ে নির্মাণ কাজ শীঘ্রই শুরু করা হবে এবং পর্যায়ক্রমে ঢাকা শহরের চারদিকে মোট ২৮০ কিলোমিটার ওয়াকওয়ে নির্মাণ করা হবে। ধর্মীয় স্থাপনা অপসারণের জন্য ইমাম-খতিবদের সাথে আলোচনা অব্যাহত রাখতে হবে। অবৈধ স্থাপনার সন্নিকটে খাস/সরকারি জমি পেলে সেসব জায়গায় ধর্মীয় স্থাপনা নির্মাণের জন্য বরাদ্দ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া, ১৩টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। তিনি বলেন, গৃহীত কার্যক্রমের ফলে দখল-দূষণ হ্রাস পেয়েছে। তিনি জানান,পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে সাথে নিয়ে সাভার ট্যানারির কারণে নদী দূষণের বিষয়ে সরজমিনে পরিদর্শন করা হবে।

চলমান পাতা-০৪

৩। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্রঃ নং	সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়ন
০১।	ঢাকা মহানগরে দখলকৃত সব খাল উদ্ধার করতে হবে এবং ইতোমধ্যে উদ্ধারকৃত যেসব খালের উভয় পাড় পাকাকরণ করা হয়েছে সেসব খাল পুনঃ দখল, ভরাট না করতে পারে তার জন্য ঢাকা ওয়াসাকে সরজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা। ২। জেলা প্রশাসক ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, নরসিংদী, মানিকগঞ্জ এবং গাজীপুর।
০২।	জরিপ কাজ অব্যাহত থাকবে এবং পিলার স্থাপন ও স্থাপিত আপত্তিকর পিলার পুনঃ স্থাপনের কাজ অব্যাহত থাকবে। ঢাকার চারপাশের প্লাবনভূমি রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	১। চেয়ারম্যান, রাজউক ও BIWTA. ২। জেলা প্রশাসক, ঢাকা/নারায়ণগঞ্জ/মুন্সিগঞ্জ/মানিকগঞ্জ/গাজীপুর/নরসিংদী। ৩। নৌ পুলিশ
০৩।	ঢাকা মহানগরের ৪৬টি খালের মধ্যে ২৬টি চিহ্নিত করা গেছে। এর মধ্যে ১৩টি খাল উদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অবিলম্বে শুরু করতে হবে। টাস্কফোর্স প্রয়োজনীয় সহযোগীতা করবে।	১। BIWTA ২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা। ৩। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
০৪।	আদি বুড়িগঙ্গা উদ্ধারে সম্পূর্ণ জরিপ কাজ সম্পন্ন করে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করতে হবে।	১। BIWTA ২। জেলা প্রশাসক, ঢাকা/ নারায়ণগঞ্জ/মুন্সিগঞ্জ/মানিকগঞ্জ/গাজীপুর/নরসিংদী।
০৫।	নদীর তীরভূমির দখলমুক্ত জায়গা সুরক্ষার জন্য শক্ত পিলার স্থাপন করতে হবে।	১। নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয় ২। BIWTA ৩। জেলা প্রশাসক (সংশ্লিষ্ট)।
০৬।	স্থাপিত পিলারসমূহের মধ্যে আপত্তি উত্থাপিত পিলারগুলোর যাচাই কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। সঠিকভাবে স্থাপিত পিলার এলাকায় নির্মাণ কাজ করা যাবে।	১। চেয়ারম্যান, BIWTA. ২। জেলা প্রশাসক, ঢাকা/নারায়ণগঞ্জ/মুন্সিগঞ্জ/মানিকগঞ্জ/গাজীপুর/নরসিংদী। ৩। নৌ পুলিশ
০৭।	ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ইমাম ও কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক অব্যাহত থাকবে। পুনঃ স্থাপনের জায়গা নির্ধারণ/প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণ উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।	১। জেলা প্রশাসক, ঢাকা/নারায়ণগঞ্জ/মুন্সিগঞ্জ/মানিকগঞ্জ/গাজীপুর/নরসিংদী। ২। চেয়ারম্যান, BIWTA
০৮।	নদীর উদ্ধারকৃত জায়গা সংরক্ষণ ও স্থাপিত পিলার উচ্ছেদ বন্ধ করার জন্য লোকবল নিয়োগ করতে হবে। পিলার উচ্ছেদকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। চেয়ারম্যান, BIWTA. ২। জেলা প্রশাসক, ঢাকা/নারায়ণগঞ্জ/মুন্সিগঞ্জ/মানিকগঞ্জ/গাজীপুর/নরসিংদী। ৩। নৌ পুলিশ
০৯।	দেশব্যাপি যে সব নদীর তীরবর্তী স্থানে শিল্প স্থাপিত হয়েছে এবং যে সব শিল্পর বর্জ্য নদী দূষণ করছে তাঁর তালিকা প্রণয়ন করে টাস্কফোর্সের নিকট প্রেরণ করতে হবে।	১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা। ২। চেয়ারম্যান, BIWTA. ৩। জেলা প্রশাসক ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, নরসিংদী, মানিকগঞ্জ এবং গাজীপুর।
১০।	দিনে-রাতে সবসময় সব ইটিপি চালু রাখা ও নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ইটিপি স্থাপন করার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	১। পরিবেশ অধিদপ্তর। ২। চেয়ারম্যান, BIWTA ৩। জেলা প্রশাসক ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, নরসিংদী, মানিকগঞ্জ এবং গাজীপুর।
১১।	সাভার ট্যানারীর সিইটিপি ত্রুটিমুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করবে।	১। শিল্প মন্ত্রণালয়। ২। পরিবেশ অধিদপ্তর। ৩। প্রকল্প পরিচালক, চামড়া শিল্প নগরী।
১২।	জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম পুনঃ গ্রহণ করতে হবে।	১। BIWTA ১। তথ্য মন্ত্রণালয়।

৪। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
০৩/১২/২০১৭ ইং।
(শাজাহান খান, এমপি)
মাননীয় মন্ত্রী
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
ও
সভাপতি, টাস্কফোর্স।

চলমান পাতা-০৫

২১ অগ্রহায়ণ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

নং-১৮.০০.০০০০.০২৮.০৬.০০৫.২০১৭-৪৫৪ তারিখ ঃ ০৫ ডিসেম্বর, ২০১৭ খৃষ্টাব্দ

বিতরণ ঃ সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে)

০১। মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম (বীর উত্তম) মাননীয় সভাপতি, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, ইস্টার্ণ হারমনি, এপার্টমেন্ট-এ/১০৩,বাসা নং-১১/এ, রোড নং-৭১, গুলশান-২,ঢাকা-১২১২।
০২। জনাব রমেশ চন্দ্র সেন, মাননীয় সভাপতি, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, ভবন নং-০৬, রুম নং-২০৪, মানিক মিয়া এভিনিউ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
০৩। বেগম সানজিদা খানম, মাননীয় সংসদ সদস্য (সংরক্ষিত আসন), ১৭২২, হাজী কে আলী রোড, পূর্ব জুরাইন, ঢাকা-১২০৪।
০৪। এটর্নী জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট,ঢাকা-১০০০।
০৫। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
০৬। সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৭। সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৮। সিনিয়র সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
০৯। মহা-পুলিশ পরিদর্শক, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ফুলবাড়িয়া, ঢাকা-১০০০।
১০। সচিব, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১। সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২। সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪। সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫। সচিব, সড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৬। সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন,বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৭। চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, হোসাইন টাওয়ার (১২ তলা), ১১৬, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০।
১৮। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
১৯। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ, ১৪১-১৪৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
২০। চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।
২১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন, (বিসিক), মতিঝিল, ঢাকা।
২২। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, সাত রাস্তা মোড়, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।
২৩। মহাপরিচালক, নৌ-পরিবহন অধিদপ্তর, ১৪১-১৪৩,মতিঝিল বা/এ (৮ম তলা), ঢাকা-১০০০।
২৪। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।
২৫। জনাব মোঃ আলাউদ্দিন, সার্বক্ষণিক সদস্য, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, হোসাইন টাওয়ার(১২ তলা) ১১৬, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০।
২৬। প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, পূর্ত ভবন, রমনা, ঢাকা-১০০০।
২৭। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।
২৮। মহাপরিচালক, র‍্যাব, সদর দপ্তর, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০।
২৯। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ/রাজশাহী বিভাগ।
৩০। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি/ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন/গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন/নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
৩১। ডিআইজি, নৌ-পুলিশ, মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬।
৩২। মাননীয় মন্ত্রী'র একান্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
৩৩। মাননীয়মন্ত্রী'র একান্ত সচিব,স্থানীয়সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়
৩৪। মাননীয় মন্ত্রী'র একান্ত সচিব, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
৩৫। মাননীয় মন্ত্রী'র একান্ত সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
৩৬। মাননীয় মন্ত্রী'র একান্ত সচিব, আইন,বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়।
৩৭। মাননীয় মন্ত্রী'র একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
৩৮। মাননীয় মন্ত্রী'র একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
৩৯। মাননীয় মন্ত্রী'র একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
৪০। মাননীয় মন্ত্রী'র একান্ত সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
৪১। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী'র একান্ত সচিব, বিদ্যুৎ,জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়

[মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অবহিতকরণের অনুরোধসহ]

৪২। জেলা প্রশাসক, ঢাকা/গাজীপুর/নারায়ণগঞ্জ/মুন্সিগঞ্জ/মানিকগঞ্জ/নরসিংদী/পাবনা/চট্টগ্রাম।
৪৩। জেলা পুলিশ সুপার, ঢাকা/গাজীপুর/নারায়ণগঞ্জ/মুন্সিগঞ্জ/মানিকগঞ্জ/নরসিংদী।
৪৪। প্রকল্প পরিচালক, চামড়া শিল্প নগরী, ১৩৯, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
৪৫। জনাব আবু নাসের খান, চেয়ারম্যান, পরিবেশ বাচাঁও আন্দোলন (পবা), ৫৮/১, কলাবাগান ১ম লেইন, ঢাকা-১২০৫।
৪৬।সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক,বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্টাল লইয়ারস এসোসিয়েশন(বেলা),বাড়ীনং-১৫/এ(৪র্থ তলা),রোড নং-৩,ধানমন্ডি,ঢাকা
৪৭। ডাঃ মোঃ আব্দুল মতিন, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা), ৯/১২, ব্লক-ডি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭।
৪৮। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪৯। সচিব (যুগ্মসচিব), জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, হোসাইন টাওয়ার (১২ তলা), ১১৬,নয়াপল্টন,ঢাকা-১০০০।
৫০। উপসচিব (প্রশাসন-১/টাস্কফোর্স শাখা), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
৫১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫২। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫৩। প্রোগ্রামার, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। [বিষয়টি ওয়েবসাইটে প্রদর্শনের জন্য অনুরোধ করা হলো।]
৫৪। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫৫। যুগ্মসচিব (প্রশাসন/টাস্কফোর্স) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

০৫/১২/১৭

(মোঃ কুতুব উল আলম)
সহকারী সচিব
ফোন নং ৯৫৪৫৭১৬।

"বাঁচাও নদী, বাঁচাও মানুষ, বাঁচাও দেশ"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
হোসাইন টাওয়ার (১২ তলা)
বীর প্রতীক গাজী গোলাম দস্তগীর রোড
১১৬, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০।
www.nrccb.gov.bd

বিষয় ঃ টাস্কফোর্স এর ৩৬ তম সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি ঃ ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার
চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

সভার স্থান ঃ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সম্মেলন কক্ষ।

সভার তারিখ ও সময় ঃ ১৪/০২/২০১৮ ইং সকাল ১০.৩০ মিনিট।

সভায় সভাপতি উপস্থিত সকল কর্মকর্তাকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন এবং নিজের পরিচয় ও সুদীর্ঘ কর্মজীবনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পূর্বক কর্মকর্তাদের সাথে পরিচিত হন। অতঃপর কমিশনের আহ্বানে কমিশনের সভায় অংশগ্রহণের জন্য উপস্থিত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সভায় আলোচনা কালে তিনি অদ্যকার সভার প্রেক্ষপট উল্লেখপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন গঠন এবং এর দায়দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। আগামী ২৫/০২/২০১৮ ইং তারিখে মাননীয় মন্ত্রী নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিতব্য টাস্কফোর্স এর ৩৬তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হবে মর্মে উল্লেখ করতঃ তিনি আলোচ্য সভাটি প্রস্তুতিমূলক সভা হিসেবে অভিহিত করেন। নদ-নদীকে সভ্যতার পাদভূমি হিসেবে উল্লেখ করতঃ কৃষি, ব্যবসা বাণিজ্য ও যোগাযোগ সচল রাখার ক্ষেত্রে নদীর গুরুত্ব অপরিসীম বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। নদী রক্ষার্থে নদীর দখল, দূষণ, প্রতিরোধসহ নাব্যতা বজায় এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নদীর বহুমাত্রিক ব্যবহার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, দপ্তর, সংস্থার মধ্যে সমন্বয় আবশ্যক বলে তিনি সভায় উল্লেখ করেন। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের একার পক্ষে নদীর রক্ষার কার্যক্রমের বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। এর জন্য সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টা গ্রহণের উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

টাস্কফোর্সের ৩৬তম সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনার সুবিধার্থে গত ২৮/০১/২০১৮ ইং তারিখ সদরঘাট নৌ-বন্দর হতে নদীপথে বুড়িগঙ্গা ও আদি বুড়িগঙ্গা নদীর দু'তীর হয়ে বসিলা, রামচন্দ্রপুর ও গাবতলী ল্যান্ডিং স্টেশন এবং আশুলিয়া ল্যান্ডিং স্টেশন হয়ে টঙ্গী নদী বন্দর এবং গাজীপুরের তুরাগ নদীপথ সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে বিআইডব্লিউটিএ এর নৌযান দিয়ে সহায়তা করার জন্য চেয়ারম্যান বিআইডব্লিউটিএ এর প্রতি এবং সফরসঙ্গী হিসেবে সহযোগিতা করার জন্য জেলা প্রশাসন ঢাকা ও গাজীপুরের কর্মকর্তাবৃন্দ, বিআইডব্লিউটিএ এবং ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এ প্রসংগে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের TO&E তে নিজস্ব নৌযান অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

সভায় আলোচনাকালে গত ২৮/০১/২০১৮ ইং তারিখের পরিদর্শনকালীন গৃহীত ভিডিও চিত্র সকলের অবলোকনের জন্য সভায় প্রদর্শন করা হয়। ভিডিও চিত্র হতে দেখা যায় যে, বুড়িগঙ্গা নদীর উভয় তীরে অবৈধভাবে অনেক শিল্পকারখানা, ইটেরভাটা ও অবৈধ স্থাপনা নির্মিত হয়েছে। এ ছাড়া বিভিন্ন হাউজিং লিমিটেড কর্তৃক জনঅধিকারভুক্ত (Right of Easement) নদীর/খালের জায়গা অবৈধভাবে দখল করে ও ভরাট করে বিভিন্ন প্রকার অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ করা হচ্ছে। বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য, ময়লা আবর্জনা, পলিথিন ও ময়লা পানি নিঃসরণের ফলে নদীর পানি ও পরিবেশ মারাত্মক মাত্রায় দূষিত হয়েছে। এ প্রসংগে সভাপতি উল্লেখ করেন যে, আমিনবাজারে 'ঢাকা বোট ক্লাব'এর নিকটে বিভিন্ন জাহাজ যত্রতত্র ফেলে রেখে Navigation বন্ধ করে রাখা হয়েছে। তাছাড়া 'আশুলিয়া ল্যান্ডিং স্টেশন" হতে ইজতেমা মাঠ পর্যন্ত অবৈধ স্থাপনা ও ময়লা আবর্জনার স্তুপ নদীর মধ্যে ফেলে নৌ-পথকে বাধাগ্রস্ত করা হয়েছে। টঙ্গী রেল ব্রীজ এলাকায় তুরাগ নদীর পানির প্রবাহ একেবারেই স্তিমিত ও সীমিত ও জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর পরিবেশ লক্ষ্য করা যায় বলে তিনি সভায় অবহিত করেন। এ ধরণের পরিস্থিতি কোনভাবেই মেনে নেয়া যায় না মর্মেও তিনি উল্লেখ করেন। সভায় আলোচনাকালে তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, নদীর প্রকৃত মালিক হচ্ছেন জনগণ। জনগণের পক্ষে তথা রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের পক্ষে সরকার এবং সরকারের পক্ষে কালেক্টর তথা জেলা প্রশাসক নদীর প্রকৃত মালিক। জেলা প্রশাসক রেকর্ডস অব রাইটস বা ROR সংরক্ষণ করে থাকেন। নদীর জায়গা ও খাস সম্পত্তি এক নয় মর্মে তিনি উল্লেখ করেন। জেলা প্রশাসকগণ কর্তৃক ডিসিআর মূলে নদীর জায়গা লীজ দেয়া বৈধ নয় এবং তা বাতিলযোগ্য বলে অভিমত প্রকাশ করেন। উপরুন্তু নদীর জায়গা Public Easement এর জায়গা বিধায় নদীর জমিতে কোন প্রকার আশ্রয়ন প্রকল্প বা আদর্শ গ্রাম প্রকল্প বাস্তবায়নযোগ্য নয়।

সভায় টাস্কফোর্সের সিদ্ধান্তসমূহ পর্যালোচনাকালে দেখা যায় যে, নদীর সীমানা পুনরায় জিপিএস প্রয়োগের মাধ্যমে সঠিকভাবে চিহ্নিতকরণ ও সীমানা পিলার স্থাপনের লক্ষ্যে ঢাকার চারপার্শ্বের জেলা সমূহের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এর নেতত্বে গঠিত কমিটি সমূহ কাজ করে যাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট জেলা সমূহের চাহিদার প্রেক্ষিত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের তত্ত্বাবধানে ভূমি রেকর্ড ও জরীপ অধিদপ্তর হতে নদী সংশ্লিষ্ট মৌজাসমূহের মৌজা ম্যাপ সংগ্রহপূর্বক সরবরাহ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ঢাকা, গাজীপুর, নরসিংদী, মানিকগঞ্জ ও নারায়নগঞ্জ জেলার অনুকূলে সর্বমোট ২১৩৫টি সিএস এবং আরএস মৌজা ম্যাপ সরবরাহ করা হয়। এ বাবদ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কর্তৃক চালানের মাধ্যমে ভূমি রেকর্ড ও জরীপ অধিদপ্তর বরাবর ১০,৬৭,৫০০/-টাকা পরিশোধ করা হয়। এ প্রসংগে সভাপতি, সচিব ভূমি মন্ত্রণালয় হিসাবে দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতার আলোকে সভায় উল্লেখ করেন যে, ভূমি রেকর্ড ও জরীপ অধিদপ্তর কোন প্রকার অর্থের বিনিময় ছাড়াই জেলা প্রশাসকদের জরিপের নকশা সরবরাহ করতে বাধ্য। কেননা জেলা প্রশাসকগণ রেকর্ড অব রাইটস এর সংরক্ষক। এমতাবস্থায় নদীর সিএস, আরএস খতিয়ানসহ নদী সংশ্লিষ্ট মৌজা সমূহের ম্যাপ জেলা প্রশাসকদের নিকট চাহিদা মোতাবেক সরবরাহের জন্য ভূমি রেকর্ড ও জরীপ অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে সভাপতি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এর জন্য যদি এ খাতে অর্থের প্রয়োজন হয় তবে ভূমি রেকর্ড ও জরীপ অধিদপ্তর ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অর্থবিভাগে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব করতে পারে বলে মত প্রকাশ করেন।

সভার এই পর্যায়ে সভাপতি উপস্থিত অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার জনাব মোঃ সেলিম রেজা-কে বক্তব্য প্রদানের অনুরোধ জানালে জনাব মোঃ সেলিম রেজা সভাপতি মহোদয়ের বক্তব্যকে উপস্থিত সকল বিভাগ, অধিদপ্তর ও সংস্থার প্রতিনিধিদের জন্য দিক নির্দেশনামূলক ও গঠনমূলক হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বাংলাদেশের নদ-নদী রক্ষায় জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের দায়িত্ব ও ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করতঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মহোদয়ের নেতৃত্বে বাংলাদেশের নদ-নদীর দখল, দূষণ প্রতিরোধ ও নাব্যতা রক্ষায় মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়ন সংক্রান্ত কমিটির সাথে সমন্বয় করত: কার্যক্রম পরিচালনার আহ্বান জানান। আলোচনাকালে তিনি জানান যে, বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে সিটি কর্পোরেশন এর অনেক স্থাপনা রয়েছে। এ সমস্ত স্থাপনা উচ্ছেদ/স্থানান্তর এর ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের তত্ত্বাবধানে জেলা প্রশাসন ঢাকা ও সিটি কর্পোরেশন যৌথভাবে কাজ করলে তা ফলপ্রসূ হবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এ ছাড়া তিনি নদী রক্ষার ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের আইন প্রয়োগের ক্ষমতা থাকা উচিত বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি নদী রক্ষার কার্যক্রমকে ক্রাশ প্রোগ্রাম এর আওতায় এনে স্বল্প মেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করে পর্যায়ক্রমে তা বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

আলোচনাকালে জনাব মিহির বিশ্বাস, যুগ্ম সম্পাদক, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা), চেয়ারম্যান মহোদয়ের বক্তব্যকে স্বাগত জানিয়ে চেয়ারম্যান মহোদয়ের বক্তব্যের সাথে নিজের অনুভূতির একাত্মতা প্রকাশ করেন। তিনি নদীকে 'জীবনগত' বিষয় উল্লেখ করেন এবং নদ-নদী রক্ষার কার্যক্রমে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অগ্রনী ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান। নদ-নদী রক্ষায় সরকারী কর্মকর্তাদের আরো আন্তরিকতা ও সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে কাজ করার জন্য তিনি সভায় অনুরোধ করেন।

সভায় আলোচনাকালে পানি উন্নয়ন বোর্ড এর নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব দেওয়ান আইনুল হক তাঁর বক্তব্য উল্লেখ করেন যে, মীরপুর থেকে আব্দুল্লাহপুর পর্যন্ত বেঁড়ী বাধের নিকটে পানি উন্নয়ন বোর্ড এর গোড়ান চাঁটবাড়ী প্রকল্পের মাধ্যমে পন্ড এলাকায় পানি সংরক্ষণ করে তা পাম্প এর মাধ্যমে তুরাগ নদীতে ডিসচার্জ করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের মোট ৫৭৩ একর জমিতে নিচু এলাকায় পানি ধারণ করা হয় এবং প্রতি সেকেন্ডে ৬৬ কিউমেক পানি তুরাগ নদীতে নিক্ষেপ করা হয়। সার্বক্ষণিক সদস্য তুরাগ নদীতে পরিশোধিত পানি ফেলার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রয়োজনে এ বিষয়ে পানি উন্নয়ন বোর্ড পৃথক প্রকল্প গ্রহণ করতে পারে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন।

সভায় আলোচনাকালে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের সহকারী সেটলমেন্ট অফিসার জনাব মোঃ আওরঙ্গজেব নদী রক্ষা ও নাব্যতা বাজায় রাখার ক্ষেত্রে নদী জরিপের সাথে সাথে প্রয়োজনে ব্যক্তিগত জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব রাখেন। নদীর তীর অবৈধ দখলমুক্ত করার পর সে সাথে গাইডওয়াল নির্মাণ বা WalkWay নির্মাণ করা যেতে পারে মর্মে মত প্রকাশ করেন।

অতপর: সভায় টাস্কফোর্সের ৩৬তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় ঃ

ক্রমিক নং	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	সভায় আলোচনাকালে টাস্কফোর্সের ৩৬তম সভার ১নং সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ঢাকা জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত আরডিসি জনাব মোঃ ইলিয়াস মেহেদী সভায় উল্লেখ করেন যে, ইতোমধ্যে ঢাকা মহানগরের ৪৬টি খালের মধ্যে ০৯(নয়)টি খাল যথা পলাশী নগরখাল, নন্দিপাড়াখাল, কামরাঙ্গীচর খাল, কালুনগর খাল, কালশী খাল, কল্যাণপুর খাল, সাংবাদিক খাল, বাউনিয়া খাল ও বাইশটেকি খাল অবৈধ দখলমুক্ত করে উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য খাল উদ্ধার ও দখলমুক্ত করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সভায় ঢাকা ওয়াসার প্রতিনিধি উপস্থিত না থাকায় এ বিষয়ে ওয়াসার গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়নি। সভার নোটিশ যথাসময়ে প্রেরণ করা হলেও ঢাকা ওয়াসার পক্ষে কেহ প্রতিনিধিত্ব না করায় সভাপতি আগামীতে এ বিষয়ে ওয়াসার প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ করেন। টাস্কফোর্সের ৩৬তম সভার ৩নং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিআইডব্লিউটিএ প্রতিনিধি সভায় জানান যে, ঢাকা মহানগরের চিহ্নিত ২৬টি খালের মধ্যে ১৩টি খাল উদ্ধারের কার্যক্রম গ্রহণের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। এ বিষয়ে শীঘ্রই দৃশ্যমান কার্যক্রম গৃহীত হবে। ঢাকার ওয়াসার প্রতিনিধি উপস্থিত না থাকায় এ বিষয়ে ঢাকা ওয়াসার গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হওয়া সম্ভব হয়নি।	১। ঢাকা মহানগরীর ৪৬টি খাল চিহ্নিতকরণ: পূর্বক তার তালিকা প্রেরণ ও উদ্ধারকৃত খালসমূহ রক্ষার্থে গৃহীত ব্যবস্থা/কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কিত প্রতিবেদন কমিশনে প্রেরণ করার জন্য ঢাকা ওয়াসা ও জেলা প্রশাসন ঢাকা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। একইসাথে ঢাকা, মানিকগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী জেলাধীন খালসমূহ চিহ্নিতকরণ পূর্বক তার তালিকা কমিশনে প্রেরণ করবে। ২। ১৩টি খাল উদ্ধারের নিমিত্ত গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে জেলা প্রশাসক ঢাকা কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন। সেই সাথে এতদ্‌বিষয়ে ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক ২৬টি খাল উদ্ধারের বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কিত প্রতিবেদন কমিশনে প্রেরণ করবে।	১। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা জেলা প্রশাসক, ঢাকা/মানিকগঞ্জ/নারায়নগঞ্জ/ মুন্সীগঞ্জ/গাজীপুর/নরসিংদী ২। জেলা প্রশাসক, ঢাকা ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা

চলমান পাতা-২

ক্রমিক নং	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
২	টাস্কফোর্সের ৩৬তম সভার ২নং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আরডিসি ঢাকা সভায় উল্লেখ করেন যে, বুড়িগঙ্গা নদীর সম্পূর্ণ অংশ, তুরাগ নদীর আংশিক ও ধলেশ্বরী নদীর আংশিক সীমানা পুনঃচিহ্নিতকরণ সমাপ্ত হয়েছে। মোট আপত্তিকৃত ১১৫৪টি পিলারের মধ্যে ৭২৬টি পিলারের চিহ্নিতকরণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসন (রাজস্ব) গাজীপুর এর বক্তব্যে জানা যায় যে, তুরাগ নদীর সীমানা নির্ধারণের লক্ষ্যে সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর নেতৃত্বে গঠিত উপজেলা কমিটি কর্তৃক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে তা বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। জেলা প্রশাসন নরসিংদীর প্রেরিত প্রতিবেদন হতে জানা যায় যে, সংশ্লিষ্ট উপজেলা ভূমি অফিস এবং বিআইডব্লিউটিএ'র সার্ভেয়ার কর্তৃক যৌথভাবে নদীর সীমানা পুনঃনির্ধারণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মানিকগঞ্জ জেলা ও মুন্সীগঞ্জ জেলা হতে এতদ্‌বিষয়ে তথ্যাদি না পাওয়া যায়নি।	১। ঢাকার চারপার্শ্বের নদীর সীমানা পুনঃনির্ধারণের লক্ষ্যে অতি: জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এর নেতৃত্বে গঠিত কমিটিসমূহ উপজেলাভিত্তিক নদীর সীমানা চিহ্নিতকরণ কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করবেন। ২। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ এ বিষয়ে পৃথকভাবে বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন। ৩। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর জেলা প্রশাসকগণের চাহিদার আলোকে নদী সংশ্লিষ্ট মৌজা সমূহের সিএস এবং আরএস মৌজা ম্যাপ সরবরাহ করবেন। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এতদ্‌সংক্রান্ত বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অর্থ বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করবে।	১। জেলা প্রশাসক, ঢাকা/মানিকগঞ্জ/নারায়নগঞ্জ/ মুন্সীগঞ্জ/গাজীপুর/নরসিংদী ২। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ৩। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর
৩	টাস্কফোর্সের ৪নং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আরডিসি ঢাকা জানান যে, আদি বুড়িগঙ্গা উদ্ধারে জরীপ কাজ সম্পন্ন করে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করার জন্য ইতোমধ্যে কমিটি গঠন করা হয়েছে। জরীপ কার্য সম্পাদনের জন্য এবং অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদের নিমিত্তে ৮ (আট) জন সার্ভেয়ারকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ পর্যায়ে সভাপতি সিএস এবং আরএস মৌজা ম্যাপ অনুসরণপূর্বক আদি বুড়িগঙ্গা নদী (২য় চ্যানেল) এর সীমানা পুন:চিহ্নিতকরণের কাজ সম্পন্ন করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। সীমানা পুন:চিহ্নিতকরণের কার্য সম্পাদনকালে যদি DCR মূলে নদীর জায়গা পত্তন বা লীজ দেয়া হয়ে থাকে তবে তা অনতিবিলম্বে বাতিল করার পদক্ষেপ নেয়ার জন্য জেলা প্রশাসন ঢাকার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। নদীর জায়গা কখনো খাস-জমির অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং Right of Public Easement এর বিধায় তা বাতিলযোগ্য মর্মে অভিমত প্রকাশ করেন। নদী সিকস্তি ও পয়স্তির কারণে নদী ভাঙ্গন বা নদীর জায়গা পুন:উদ্ভব হলে তা দিয়ারা জরীপের মাধ্যমে হালনাগাদ করার জন্য ভূমি রেকর্ড ও জরীপ অধিদপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।	১। আদি বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার কার্যক্রমে অতি: জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ঢাকা এর নেতৃত্বে গঠিত কমিটিতে মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক গঠিত জরিপ কমিটির সভাপতি মোঃ আওরঙ্গজেব, সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসারকে অন্তর্ভুক্ত করত: সিএস এবং আরএস ম্যাপকে ভিত্তি করে জিপিএস প্রয়োগের মাধ্যমে নদীর সীমানা পুনঃ নির্ধারণ করতে হবে এবং অবৈধ দখলদার ও স্থাপনার তালিকা প্রণয়ন করতে হবে। ২। নদীর জায়গা Right of Public Easement বা জনঅধিকারভুক্ত সম্পত্তি বিধায় তা ইজারা প্রদানযোগ্য নয়। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তা অবিলম্বে বাতিলের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ও জেলা প্রশাসক, ঢাকা নিশ্চিত করবেন। ৩। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর বাংলাদেশের সকল নদ-নদী জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করবে। নদীর সিকস্তি/পয়স্তির কারণে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দিয়ারা জরিপের মাধ্যমে নদী হালনাগাদ রেকর্ড তৈরি করবে।	১। জেলা প্রশাসক, ঢাকা ২। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ জেলা প্রশাসক, ঢাকা ৩। মহাব্যবস্থাপক, ভূমি রেকর্ড ও জপির অধিদপ্তর

চলমান পাতা-৩

ক্রমিক নং	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৪	টাস্কফোর্সের ৫নং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দখলমুক্ত তীরভূমির জায়গা সুরক্ষার জন্য শক্ত পিলার স্থাপনের পাশাপাশি দখল মুক্ত জায়গায় গাইডওয়াল নির্মাণ বা Walkway নির্মাণের উপর সভাপতি গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রয়োজনে State Acquisition & Tenancy Act অনুযায়ী নদীর তীরবর্তী জায়গা অধিগ্রহণ করা যেতে পারে মর্মে মত প্রকাশ করেন। এ প্রসংগে নদীর দু'পাড়ের জমি সংরক্ষণ করে জনগণের ব্যবহারের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনা রয়েছে মর্মে তিনি সভায় উল্লেখ করেন।	নদীর জায়গা রক্ষার জন্য গাইডওয়াল এবং Walkway নির্মাণের প্রস্তাব বিবেচনাকালে প্রয়োজনে নদীর তীরের নিকটবর্তী ব্যক্তিগত সম্পত্তি State Acquisition & Tenancy Act এর অধীনে অধিগ্রহণ করার বিষয়টি অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে।	বিআইডব্লিউটিএ পানি উন্নয়ন বোর্ড ঢাকা দক্ষিণ ও উত্তর সিটি কর্পোরেশন জেলা প্রশাসক, ঢাকা/মানিকগঞ্জ/নারায়নগঞ্জ/ মুন্সীগঞ্জ/গাজীপুর/নরসিংদী
৫	টাস্কফোর্সের ৬নং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্থাপিত পিলারগুলোর মধ্যে আপত্তিকৃত পিলার সমূহের যাচাই কাজ দ্রুত শেষ করার বিষয়ে এবং পিলার স্থাপনের এলাকায় পিলার নির্মাণের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বিআইডব্লিউটিএ এর ঢাকা নৌ-বন্দর এর যুগ্মপরিচালক মোঃ জয়নাল আবেদীন সভায় উল্লেখ করেন যে, স্থায়ী ও শক্ত পিলার নির্মাণের জন্য বিআইডব্লিউটিএ এর পক্ষ হতে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি বর্তমানে একনেক এর বিবেচনার জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্পটি পাশ হলে উচ্ছেদ এর সাথে সাথে স্থায়ী ও শক্ত পিলার স্থাপনের সমস্যা থাকবে না মর্মে তিনি উল্লেখ করেন। সভাপতি উক্ত প্রকল্পের প্রকল্প ছক বা Project Profile এর এক কপি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণের জন্য চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএকে অনুরোধ জানান। সেই সাথে নদী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সাথে পরামর্শ ও মতামত গ্রহণ করা প্রয়োজন মর্মে অভিমত প্রকাশ করেন।	দখলমুক্ত তীরভূমির জায়গা পুনরুদ্ধারের জন্য শক্ত পিলার স্থাপনের পাশাপাশি তা স্থায়ীভাবে দখলে রাখার নিমিত্তে প্রয়োজনে গাইডওয়াল নির্মাণ বা Walkway নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে। স্থায়ী ও শক্ত পিলার নির্মাণ সংক্রান্তে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক একনেকে বিবেচনাধীন প্রকল্পের ডিপিপি এর এক কপি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরনের জন্য চেয়ারম্যান বিআইডব্লিউটিএ এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। সে সাথে ভবিষ্যতে নদী সংশ্লিষ্ট কোন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের পূর্বে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/সংস্থাকে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সাথে আলোচনা/পরামর্শ করার প্রস্তাব করা হয়।	চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ জেলা প্রশাসক, ঢাকা/মানিকগঞ্জ/নারায়নগঞ্জ/ মুন্সীগঞ্জ/গাজীপুর/নরসিংদী জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা
৬	টাস্কফোর্সের ৭নং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঢাকার চারপার্শ্বের নদীসমূহের তীরে স্থাপিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের ইমাম ও অন্যান্য ধর্মীয় নেতাদের সাথে বৈঠক অব্যাহত রাখা ও স্থানান্তরের জায়গা নির্ধারণের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণ কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণ প্রসঙ্গে আরডিসি ঢাকা সভায় উল্লেখ করেন যে, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের ইমাম ও অন্যান্য ধর্মীয় নেতাদের সাথে বৈঠক অব্যাহত রয়েছে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থানান্তরের জন্য উপযুক্ত জায়গা নির্ধারণের নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার(ভূমি)গণ বরাবর পত্র দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে তিনি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের নেতৃত্বে সভা আহ্বানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এ প্রসংগে পরিচালক (পরিবীক্ষণ) সভায় উল্লেখ করেন যে, বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক বুড়িগঙ্গা ও আদি বুড়িগঙ্গা নদীর উভয় তীরে স্থাপিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত তালিকা মোতাবেক ৪টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ইমাম/সভাপতি ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মুফতীদের সমন্বয়ে চেয়ারম্যান জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সভাপতিত্বে মোট ২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক ঢাকা জেলা প্রশাসনকে এ বিষয়ে ধর্মীয় নেতাদের সাথে আলোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।	১। জেলা প্রশাসন ঢাকা কর্তৃক ধর্মীয় নেতাদের সাথে অনুষ্ঠিত ও অনুষ্ঠিতব্য সভাসমূহের কার্যবিবরণী জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়। ২। জেলা প্রশাসন গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ ও নরসিংদীর অধিক্ষেত্রাধীন নদীসমূহের তীরে স্থাপিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা ও এতদ্‌সংক্রান্ত গৃহীত কার্যক্রমের প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের পুন:দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।	১। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন জেলা প্রশাসক, ঢাকা ২। জেলা প্রশাসক, মানিকগঞ্জ/নারায়নগঞ্জ/ মুন্সীগঞ্জ/গাজীপুর/নরসিংদী

চলমান পাতা-৪

ক্রমিক নং	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৭	টাস্কফোর্স এর ৮নং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নদীর উদ্ধারকৃত জায়গা সংরক্ষণ ও স্থাপিত পিলার উচ্ছেদ বন্ধ করার জন্য লোকবল নিয়োগ এবং পিলার উচ্ছেদকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসংগে আরডিসি ঢাকা উল্লেখ করেন যে,এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি)-গণকে পত্র দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে বিআইডব্লিউটিএ এর যুগ্ম পরিচালক মোঃ জয়নাল আবেদীন উল্লেখ করেন যে, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয় এর পরিদর্শনের পর সম্প্রতি টঙ্গী ব্রীজ থেকে আশুলিয়া ব্রীজ পর্যন্ত এবং কামারপাড়া ব্রীজ থেকে দৌড়পাড়া ব্রীজ পর্যন্ত ৪ (চার) দিনে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। উচ্ছেদকালে মোট ২৭৯টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ এবং ৬.২০ একর জমি পুনরুদ্ধার করা হয়। ১৯,৭৭,০০০/- টাকায় উচ্ছেদকৃত মালামাল নিলাম করা হয়। এছাড়া তাহসীন সিএনজি পাম্প এর কিছু অংশ নদীর সীমানার অন্তর্ভুক্ত হওয়াতে তা ভেঙ্গে দেয়ার জন্য সময় নির্ধারণ করা হয় এবং ৩,০০,০০০/-টাকা জরিমানা করা হয়। সভায় উচ্ছেদ কার্যক্রমের ভিডিও চিত্র উপস্থিত সকলের অবগতির জন্য প্রদর্শন করা হয়। এ প্রসংগে নারায়নগঞ্জ নদী বন্দরের যুগ্ম পরিচালক মোঃ গুলজার আলী সভায় উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে বিআইডব্লিউটিএ এর সাংগঠনিক কাঠামোতে দুজন ম্যাজিষ্ট্রেট এর পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। পূর্বে ম্যাজিষ্ট্রেট এর অভাবে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনায় বিলম্ব হত। বর্তমানে একজন বিজ্ঞ ম্যাজিষ্ট্রেট বিআইডব্লিউটিএ -তে যোগদান করেছেন। ফলে উচ্ছেদ কার্যক্রম বর্তমানে বেগবান হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সভাপতি উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিআইডব্লিউটিএ এর চেয়ারম্যান ও সংশ্লিষ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও উচ্ছেদ অভিযানে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।	নদীর দুই তীরে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের নিমিত্ত উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত থাকবে এবং উদ্ধারকৃত জায়গা সুরক্ষার জন্য বিআইডব্লিউটিএ এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ জেলা প্রশাসক, ঢাকা/মানিকগঞ্জ/নারায়নগঞ্জ/ মুন্সীগঞ্জ/গাজীপুর/নরসিংদী
৮	টাস্কফোর্সের ৯ নং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নদীর তীরবর্তী স্থানে যেসব শিল্পকারখানা স্থাপিত হয়েছে এবং যে সব শিল্পের বর্জ্য নদী দূষণ করছে তার তালিকা টাস্কফোর্সে প্রেরণের বিষয়ে পরিচালক (পরিবীক্ষণ) সভায় উল্লেখ করেন যে, পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক আদি বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত পরিবেশ দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের তালিকা জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনসমূহ এবং বিআইডব্লিউটিএ হতে অদ্যাবধি এরূপ কোন তালিকা পাওয়া যায়নি।	ঢাকার চারপার্শ্বের নদী সমূহের পরিবেশ দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ে ও জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করবে।	মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ জেলা প্রশাসক, ঢাকা/নারায়নগঞ্জ/মুন্সীগঞ্জ/ নরসিংদী/মানিকগঞ্জ/গাজীপুর
৯	টাস্কফোর্সের এর ১০ নং সিদ্ধান্ত মোতাবেক দিনে রাতে সব ইটিপি চালু রাখা ও নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের বিষয়টি নিশ্চিত করা প্রসংগে উপস্থিত পরিবেশ অধিদপ্তরের উপপরিচালক একেএম রফিকুল ইসলাম সভায় উল্লেখ করেন যে, ঢাকার চারপার্শ্বের নদী সমূহসহ সমগ্র বাংলাদেশের নদীর তীর সমূহে মোট ২০৫৪টি শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর মধ্যে ১৬৪৮টি প্রতিষ্ঠানে ইটিপি স্থাপন করা হয়েছে। সভাপতি সভায় অধিকাংশ ইটিপি সার্বক্ষণিকভাবে চালু থাকে না বলে উল্লেখ করেন এবং এ বিষয়ে পরিবেশ অধিদপ্তরের নজরদারী অধিকতর বৃদ্ধি করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রয়োজনে যে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ ইটিপি চালু না রেখে নদীর দূষণ অব্যাহত রেখেছে সে সমস্ত প্রতিষ্ঠনের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা/পরামর্শ প্রদান করেন। এ বিষয়ে 'Zero tolarence' নীতি অবলম্বনের উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। সম্প্রতি জেলা প্রশাসন গাজীপুর এর প্রেরিত এক প্রতিবেদনে হতে দেখা যায় যে, পরিবেশ অধিদপ্তর গাজীপুর কর্তৃক গত ১৭/১২/২০১৭ ইং এবং ১৮/১২/১৭ ইং তারিখে মোট ০৮টি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে ৩১৩৫০৫৮/-টাকা ক্ষতিপূরন আদায় করা হয়েছে। তাছাড়া অবৈধ পলিথিন শপিং ব্যাগ বিরোধী মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ৪১০০০/- টাকা জরিমানা আদায় হয়েছে। সভাপতি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা জন্য জেলা প্রশাসক, গাজীপুর-কে ধন্যবাদ জানান এবং অন্যান্য জেলা প্রশাসনকেও নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনার পরামর্শ দেন। মোবাইল কোর্ট আইনে পরিবেশ বিষয়ে জেলা প্রশাসককে কোর্ট করার ক্ষমতা প্রদানের বিষয়ও বিবেচনা করা প্রয়োজন।	১। শিল্প প্রতিষ্ঠাসমূহে দিনেরাতে ইটিপি চালু রাখার বিষয়ে পরিবেশ অধিদপ্তর নজরদারী অধিকতর বৃদ্ধি করবে। পরিবেশ অধিদপ্তর হতে অধীনস্ত কার্যালয়সমূহে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দিক নির্দেশনামূলক পরিপত্র জারী করার অনুরোধ করা হলো। যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান ইটিপি চালু না রেখে নদীর পরিবেশ দূষণ অব্যাহত রাখছে সে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ও এক্ষেত্রে জিরো টলারেন্স নীতি অবলম্বন করা হবে। ২। মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনসমূহকে অনুরোধ করা হলো।	১। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর ২। জেলা প্রশাসক, ঢাকা/নারায়নগঞ্জ/মুন্সীগঞ্জ/ নরসিংদী/মানিকগঞ্জ/গাজীপুর

চলমান পাতা-৫

ক্রমিক নং	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১০	টাস্কফোর্সের ১১তম সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাভার ট্যানারীর সিইটিপি ক্রটিমুক্ত করার বিষয়ে সভাপতি সম্প্রতি ট্যানারী শিল্পের সিইটিপি পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা সভায় জানান এবং এ বিষয়ে হতাশা ব্যক্ত করেন। সাভার ট্যানারী শিল্পের বর্জ্য দ্বারা ধলেশ্বরী নদীর পানি ভয়াবহমাত্রায় দূষিত হচ্ছে মর্মে উল্লেখ করতঃ অচিরেই তা বুড়িগঙ্গা নদীর মতো পরিবেশ দূষণের শিকারে পরিণত হবে বলে আশংকা প্রকাশ করেন। বর্জ্য পরিশোধনের ক্ষেত্রে সিইটিপিতে কি ধরণের রাসায়নিক উপাদান ব্যবহৃত হচ্ছে তা জানা যায়নি। অধিকন্তু ট্যানারী শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের রাসায়নিক বর্জ্য চোরাইপথে ধলেশ্বরী নদীতে পতিত হয়ে ধলেশ্বরী নদীর পরিবেশ মারাত্মকভাবে দূষিত করছে বলেও তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন। পরিবেশ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিষ্ক্রিয়তা ও সার্বক্ষণিক তদারকি ও নরজদারীর অভাবকেও তিনি দায়ী করেন। সাভার ট্যানারীর সিইটিপি ক্রটিমুক্ত করার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় এর কার্যকর উদ্যোগ প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।	১। সিইটিপি ক্রটিমুক্ত করার জন্য বিসিক এবং শিল্প মন্ত্রণালয়-কে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ করা হয়। ২। ট্যানারী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক গুপ্ত পথে ধলেশ্বরী নদীতে বিষাক্ত শিল্প বর্জ্য নিক্ষেপের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের বিরুদ্ধে আইনানুগ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ঐ সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রয়োজনে বন্ধ করে দেয়ার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।	১। শিল্প মন্ত্রণালয় চেয়ারম্যান, বিসিক প্রকল্প পরিচালক,বিসিক শিল্প নগরী ২। পরিবেশ অধিদপ্তর জেলা প্রশাসক, ঢাকা/মানিকগঞ্জ
১১	টাস্কফোর্সের ১২তম সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিআইডব্লিউটিএ'র কার্যক্রম চলমান রয়েছে বলে বিআইডব্লিউটিএ'র উপস্থিত প্রতিনিধি সভায় উল্লেখ করেন। সম্প্রতি মাননীয় মন্ত্রী, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের উপস্থিতিতে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে জনসচেতনতা সৃষ্টিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে মর্মেও উল্লেখ করেন। টাস্কফোর্সের ১১তম সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে র‍্যালী, সেমিনার ও সভা আয়োজন করার জন্য জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন হতেও ইতোমধ্যে কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে বলে সভাপতি সভায় উল্লেখ করেন। এ বিষয়ে করণীয় নির্ধারণের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয় এর অধীনস্ত অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের সাথে পর্যালোচনা সভা আহ্বান করা হয়েছে।	জনসচেতনতা সৃষ্টিকল্পে সভা, সেমিনার, র‍্যালী, মতবিনিময় সভা অব্যাহত রাখতে হবে।	তথ্য মন্ত্রণালয়, বিআইডব্লিউটিএ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন জেলা প্রশাসক, ঢাকা/নারায়নগঞ্জ/মুন্সীগঞ্জ/ নরসিংদী/মানিকগঞ্জ/গাজীপুর

সভায় সমাপনি বক্তব্যে সভাপতি এ দেশের নদ-নদী আমার, আপনার ও আমাদের সকলের উল্লেখ করতঃ দেশের ব্যবসা বাণিজ্য, কৃষি, যোগাযোগ ও অর্থনীতিকে গতিশীল রাখার স্বার্থে সকলের সম্মিলিত উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর ও উন্নত দেশ উপহার দেয়ার লক্ষ্যে দেশের নদ-নদী, দখল, দূষণ প্রতিরোধ, নাব্যতা বজায়সহ নদীর সার্বিক উন্নয়নে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ ঃ ১৪/০৩/২০১৮
ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার
চেয়ারম্যান
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

চলমান পাতা-৬

৪১২

নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.১০.০০১.১৪-১৪৭

৩০ ফাল্গুন ১৪২৪ বঙ্গাব্দ
তারিখ ----------------------------------
১৪ মার্চ ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

সদয় কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) ঃ

১। সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়/নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা/শিল্প মন্ত্রণালয়, শিল্প ভবন, মতিঝিল, ঢাকা
২। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা
৩। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, সাত রাস্তার মোড়, তেজগাঁও, ঢাকা
৪। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল, ঢাকা
৫। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা
৬। প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
৬। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ, ১৪১-১৪৩, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
৭। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
৮। চেয়ারম্যান, রাজউক, রাজউক ভবন, মতিঝিল, ঢাকা
৯। ডিআইজি, নৌ-পুলিশ, মিরপুর-১, ঢাকা
১০। সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
১১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব (যুগ্মসচিব), নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)
১২। পরিচালক প্রশাসন/অর্থ, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
১৩। জেলা প্রশাসক, ঢাকা/নারায়নগঞ্জ/মুন্সীগঞ্জ/মানিকগঞ্জ/গাজীপুর/নরসিংদী, আহ্বায়ক, জেলা নদী রক্ষা কমিটি
১৪। প্রকল্প পরিচালক, চামড়া শিল্প নগরী, ১৩৯ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
১৫। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাপা/পবা/বেলা
১৬। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
১৭। দপ্তর নথি

ইকরামুল হক
(উপসচিব)
পরিচালক (পরিবীক্ষণ)
দূরালাপনী ঃ ৫৮৩১৪০৯৭

"বাঁচাও নদী, বাঁচাও মানুষ, বাঁচাও দেশ"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
হোসাইন টাওয়ার (১২ তলা)
বীর প্রতীক গাজী গোলাম দস্তগীর রোড
১১৬, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০।

নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.১০.০০১.১৪-৫৯৮

তারিখ ঃ ৩ কার্তিক, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ / ১৮ অক্টোবর, ২০১৭ খৃষ্টাব্দ

বিষয় ঃ টাস্কফোর্সের ৩৫তম সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন।

সূত্র ঃ ১। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের পত্র নং-১৮.০০.০০০০.০২৮.০৬.০০৫.২০১৫- ৪৩৮, তারিখ ঃ ১৫/১০/২০১৭ খ্রিঃ
২। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের পত্র নং-১৮.০০.০০০০.০২৮.০৬.০০৫.২০১৫- ৪৩৯, তারিখ ঃ ১৫/১০/২০১৭ খ্রিঃ
৩। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের পত্র নং-১৮.০০.০০০০.০২৮.০৬.০০৫.২০১৫- ৪৪১, তারিখ ঃ ১৫/১০/২০১৭ খ্রিঃ
৪। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের পত্র নং-১৮.০০.০০০০.০২৮.০৬.০০৫.২০১৫- ৪৪২, তারিখ ঃ ১৫/১০/২০১৭ খ্রিঃ
৫। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের পত্র নং-১৮.০০.০০০০.০২৮.০৬.০০৫.২০১৫- ৪৪৩, তারিখ ঃ ১৫/১০/২০১৭ খ্রিঃ
৬। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের পত্র নং-১৮.০০.০০০০.০২৮.০৬.০০৫.২০১৫- ৪৪৪, তারিখ ঃ ১৫/১০/২০১৭ খ্রিঃ
৭। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের পত্র নং-১৮.০০.০০০০.০২৮.০৬.০০৫.২০১৫- ৪৪৫, তারিখ ঃ ১৫/১০/২০১৭ খ্রিঃ
৮। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের পত্র নং-১৮.০০.০০০০.০২৮.০৬.০০৫.২০১৫- ৪৪৬, তারিখ ঃ ১৫/১০/২০১৭ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক টাস্কফোর্সের ৩৫তম সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

১। সূত্রে উল্লেখিত ১, ২, ৩, ৫, ৬ নং পত্রে উল্লেখিত সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়ন পূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য অত্র কার্যালয়ের পত্র নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.১০.০০১.১৪- ৪৯৭, তারিখ ঃ ২৫/০৭/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ মারফত জেলা প্রশাসক ঢাকা, গাজীপুর, নারায়নগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ ও নরসিংদী বরাবর পত্র দেওয়া হলেও অদ্যাবধি এ বিষয়ে কোন বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি (সংযুক্তি-১ দ্রষ্টব্য)।

২। সূত্রে উল্লেখিত ৪ নং পত্রের প্রেক্ষিতে জেলা নদী রক্ষা কমিটিতে বাপা ও পবা এর মনোনীত প্রতিনিধিদের নামের তালিকা প্রেরণের জন্য অত্র কমিশনের পত্র নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.১০.০০১.১৪-৫০১, তারিখ ঃ ২৫/০৭/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ মারফত চেয়ারম্যান, পবা ও সাধারণ সম্পাদক বাপা বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি এ বিষয়ে কোন বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি (সংযুক্তি-২ দ্রষ্টব্য)।

৩। সূত্রে উল্লেখিত ৭ নং পত্রের প্রেক্ষিতে পাবনার ইছামতি নদী পুনরুদ্ধারের নিমিত্তে কার্যক্রম গ্রহণ পূর্বক কমিশনকে অবহিত করার জন্য অত্র কমিশনের পত্র নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.১০.০০১.১৪-৪৯৮, তারিখ ঃ ২৫/০৭/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ মারফত জেলা প্রশাসক পাবনা বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি এ বিষয়ে কোন বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি (সংযুক্তি-৩ দ্রষ্টব্য)।

৪। সূত্রে উল্লেখিত ৮ নং পত্রের প্রেক্ষিতে কর্ণফুলী নদী অবৈধ দখলমুক্ত করার লক্ষ্যে অবৈধ দখলদারদের তালিকা প্রেরণ ও উচ্ছেদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অত্র কমিশনের পত্র নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.১০.০০১.১৪-৪৯৯, তারিখ ঃ ২৫/০৭/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ মারফত জেলা প্রশাসক চট্টগ্রাম বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি এ বিষয়ে কোন বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি (সংযুক্তি-৪ দ্রষ্টব্য)।

৫। সূত্রে উল্লেখিত ২ নং পত্রের প্রেক্ষিতে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক আপত্তিকৃত ৬০৭টি পিলার এর নতুন অবস্থান চিহ্নিত করে সংশোধিত নকশাসহ জেলা ভিত্তিক প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য অত্র কমিশনের পত্র নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.১০.০০১.১৪-৫০০, তারিখ ঃ ২৫/০৭/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ মারফত পৃথকভাবে চেয়ারম্যান বিআইডব্লিউটিএ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি এ বিষয়ে কোন বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি (সংযুক্তি-৫ দ্রষ্টব্য)।

ইহা সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি ঃ ৫ (পাঁচ) ফর্দ

ইকরামুল হক
(উপসচিব)
পরিচালক (পরিবীক্ষণ-১)
দূরালাপনী ঃ ৫৮৩১৪০৯৭

সচিব
নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা
দৃঃআঃ জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, উপসচিব, টাস্কফোর্স শাখা।

টাস্কফোর্স এর ৩৬ তম সভার কার্যপত্র।

টাস্কফোর্সের ৩৫তম সভার সিদ্ধান্তসমূহ ঃ

ক্রমিক নং	সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়ন
০১।	জেলা প্রশাসকগণ ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের নির্ধারিত ছকে ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে CS ও RS নকশার সঠিক চাহিদা জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করবে। জেলা প্রশাসকগণের নিকট হতে চাহিদা প্রাপ্তির পর ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর নকশা সরবরাহের জন্য সুনির্দিষ্ট সূচি প্রণয়ন করবে।	১। জেলা প্রশাসক ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, নরসিংদী, মানিকগঞ্জ এবং গাজীপুর। ২। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর
০২।	পুনঃ জরিপের কাজ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত নদীর দু'পাড়ের সকল প্রকার নির্মাণ কাজ বন্ধ রাখার বিষয়ে নদী কমিশন কর্তৃক গৃহীত সকল কাজ অব্যাহত রাখতে হবে।	১। চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ২। চেয়ারম্যান, BIWTA ৩। জেলা প্রশাসক, ঢাকা/নারায়ণগঞ্জ/মুন্সিগঞ্জ/মানিকগঞ্জ/গাজীপুর/নরসিংদী ৪। নৌ পুলিশ
০৩।	BIWTA কর্তৃক আপত্তিকৃত ৬০৭টি পিলার এর নতুন অবস্থান চিহ্নিত করে সংশোধিত নকশাসহ জেলা ভিত্তিক প্রতিবেদন পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	১। BIWTA ২। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
০৪।	BIWTA কর্তৃক চিহ্নিত ১৩টি অবৈধ স্থাপনা অবিলম্বে ভাঙ্গতে/অপসারণ করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন পরবর্তী সভায় BIWTA কে উপস্থাপন করতে হবে।	১। BIWTA ২। জেলা প্রশাসক, ঢাকা/নারায়ণগঞ্জ/মুন্সিগঞ্জ/মানিকগঞ্জ/গাজীপুর/নরসিংদী
০৫।	নদীর জায়গায় স্থাপিত ধর্মীয় স্থাপনা অপসারণ/স্থানান্তরের বিষয়ে ধর্মীয় নেতাদের সাথে নিয়ে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে সুপারিশসহ প্রতিবেদন পেশ করতে হবে এবং সে অনুযায়ী নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	১। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ২। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ৩। BIWTA ৪। জেলা প্রশাসক (সংশ্লিষ্ট)
০৬।	জেলা নদী রক্ষা কমিটিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য জেলা ভিত্তিক মনোনীত প্রতিনিধির তালিকা বাপা ও পবা জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করবে।	১। চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ২। সাধারণ সম্পাদক, বাপা ৩। চেয়ারম্যান, পবা
০৭।	কোন নদী কতটুকু সীমানা পুনঃ জরিপের মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হয়েছে-তার নদী ভিত্তিক প্রতিবেদন জেলা প্রশাসকগণ উপস্থাপন করবে।	১। চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ২। জেলা প্রশাসক, ঢাকা/নারায়ণগঞ্জ/মুন্সিগঞ্জ/মানিকগঞ্জ/গাজীপুর/নরসিংদী
০৮।	নদীর অবৈধ দখল ও দূষণ প্রতিরোধে জেলা নদী রক্ষা কমিটি নজরদারি বৃদ্ধি করবে।	১। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ২। জেলা প্রশাসক (সংশ্লিষ্ট)
০৯।	পাবনা শহরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ইছামতি নদী পুনরুদ্ধারের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	১। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ২। বিভাগীয় কমিশনার (সংশ্লিষ্ট) ৩। জেলা প্রশাসক (সংশ্লিষ্ট)
১০।	কর্ণফুলী নদী অবৈধ দখলমুক্ত করার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম অবৈধ দখলদারদের তালিকা প্রেরণ ও উচ্ছেদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	১। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ২। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ৩। জেলা প্রশাসক (চট্টগ্রাম)

টাস্কফোর্সের ৩৫তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে গৃহীত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ঃ

১। **টাস্কফোর্সের ১নং সিদ্ধান্তের** আলোকে ইতোমধ্যে জেলা প্রশাসক, ঢাকা/গাজীপুর/মানিকগঞ্জ/নরসিংদী/নারায়গঞ্জ ৫[illegible] সমূহের চাহিদার আলোকে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কর্তৃক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর হতে নিম্নোক্তভাবে সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহের নদীর মৌজার সিএস এবং আরএস ম্যাপ সরবরাহ করা হয়।

ক্রমিক নং	জেলার নাম	সি.এস. ম্যাপ	আর.এস. ম্যাপ	মোট সরবরাহকৃত ম্যাপ
১।	ঢাকা	৩১৬	৪৩৮	৭৫৪
২।	নারায়গঞ্জ	১৫৬	৮৯	২৪৫
৩।	নরসিংদী	১৯২	২৩৩	৪২৫
৪।	গাজীপুর	১৬৪	১৯২	৩৫৬
৫।	মানিকগঞ্জ	১৬০	১৯৫	৩৫৫
	সর্ব মোট =	৯৮৮	১১৪৭	২১৩৫

জেলা প্রশাসন মুন্সিগঞ্জ কর্তৃক সঠিক চাহিদা পত্র না প্রেরণের কারণে অদ্যাবধি উক্ত জেলার বিপরীতে মৌজা ম্যাপ সরবরাহ করা যায়নি। উল্লেখ্য যে, প্রতিটি মৌজা ম্যাপ ৫০০ টাকা হারে মোট ২১৩৫টি মৌজা ম্যাপ সরবরাহের বিপরীতে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন হতে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর বরাবর (২১৩৫ × ৫০০) বা ১০,৬৭,৫০০ টাকা চালানের মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়।

২। **টাস্কফোর্সের ২নং সিদ্ধান্ত** অনুযায়ী পুনঃ জরিপের কাজ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত নদীর দু'পাড়ের সকল প্রকার নির্মাণ কাজ বন্ধ রাখার বিষয়ে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন এর পত্র নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.১০.০০১.১৪-৪৯৭, তারিখ ঃ ২৫/০৭/২০১৭ এর মারফত জেলা প্রশাসক ঢাকা/নারায়ণগঞ্জ/মুন্সিগঞ্জ/মানিকগঞ্জ/গাজীপুর/নরসিংদী-দের কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয় (সংযুক্তি-১)। এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের বক্তব্য শ্রবণ করা যেতে পারে।

৩। **টাস্কফোর্সের ৩নং সিদ্ধান্ত** অনুযায়ী BIWTA কর্তৃক আপত্তিকৃত ৬০৭টি পিলার এর নতুন অবস্থান চিহ্নিত করে সংশোধিত নকশাসহ জেলা ভিত্তিক প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের পত্র নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.১০.০০১.১৪-৫০০, তারিখ ঃ ২৫/০৭/২০১৭ এর মারফত চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ-বরাবর পত্র দেয়া হয় (সংযুক্তি-২)। তৎপ্রেক্ষিতে বিগত ২৩/১০/২০১৭ ইং তারিখে বিআইডব্লিউটি কর্তৃক এতদসংক্রান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করা হয় (সংযুক্তি-৩)।

উক্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আপত্তিকৃত পিলার সমূহ ঢাকা এবং গাজীপুর জেলার সংশ্লিষ্ট নদী সমূহের মধ্যে অবস্থিত। টাস্কফোর্সের সিদ্ধান্ত সমূহের আলোকে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের নেতৃত্বে আপত্তিকৃত সীমানা পিলারগুলোর অবস্থান পুনঃজরিপের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ঢাকা ও গাজীপুর জেলা প্রশাসনের নেতৃত্বে বিআইডব্লিউটিএসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি কর্তৃক বিআইডব্লিউটিএ'র আপত্তিকৃত ঢাকা ও টঙ্গী নদী বন্দরের আওতাধীন সীমানা পিলারের অবস্থান সার্কেল ভিত্তিতে পুনঃ জরিপের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ঢাকা জেলার ০৬ (ছয়) টি সার্কেল এবং গাজীপুর জেলার আওতাধীন অংশের পুনঃজরিপ কার্যক্রমের সর্বশেষ অবস্থান নিম্নরূপ ঃ

ঢাকা জেলা ঃ-

(১) লালবাগ সার্কেল ঃ পুনঃ জরিপের কাজ সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়েছে।
(২) কেরাণীগঞ্জ ভূমি অফিস সার্কেল ঃ পুনঃ জরিপের কাজ সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়েছে।
(৩) কেরাণীগঞ্জ রাজস্ব সার্কেল ঃ পুনঃ জরিপের কাজ সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়েছে।
(৪) মিরপুর সার্কেল ঃ পুনঃ জরিপের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং বর্তমানে রিপোর্ট স্বাক্ষরের অপেক্ষায় রয়েছে।
(৫) ক্যান্টনমেন্ট সার্কেল ঃ পুনঃ জরিপের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং বর্তমানে রিপোর্ট স্বাক্ষরের অপেক্ষায় রয়েছে।
(৬) আমিন বাজার রাজস্ব সার্কেল ঃ পুনঃ জরিপের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

উল্লেখ্য, লালবাগ এবং কেরানীগঞ্জ রাজস্ব সার্কেলে আপত্তিকৃত পিলার এর নতুন অবস্থান চিহ্নিত করে সংশোধিত নকশা প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। পর্যায়ক্রমে সকল সার্কেলের সংশোধিত নকশা প্রণয়ন করা হবে।

গাজীপুর জেলা ঃ

(১) টঙ্গী রাজস্ব সার্কেল ঃ পুনঃ জরিপের কাজ চলমান রয়েছে।

রীট পিটিশন নং-১০৯৮৯/২০১৬ এর আদেশের আলোকে বিজ্ঞ চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, গাজীপুর কর্তৃক গাজীপুর জেলাধীন তুরাগ নদীর তীরভূমির অবৈধ স্থাপনা চিহ্নিতকরণের জন্য পৃথকভাবে সার্ভে কাজ চলমান রয়েছে।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের পর্যবেক্ষণ ঃ

বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক প্রেরিত প্রতিবেদনে আপত্তিকৃত ৬০৭টি পিলারের মধ্যে কোনটি কোন সহকারী কমিশনার, ভূমি বা কোন রাজস্ব সার্কেলের অধীনে তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ নাই। বিষয়টি সুনির্দিষ্ট হওয়া দরকার। তাছাড়া কতটি আপত্তির নিষ্পত্তি হয়েছে সার্কেল ভিত্তিক জিপিএস পয়েন্ট উল্লেখ পূর্বক সংশোধিতভাবে নকশাসহ প্রতিবেদন জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করা আবশ্যক।

৪। **টাস্কফোর্সের ৪নং সিদ্ধান্ত** অনুযায়ী BIWTA কর্তৃক চিহ্নিত ১৩টি অবৈধ স্থাপনা অবিলম্বে ভাঙ্গতে/অপসারণ করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য বিআইডব্লিউটিএ এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণদের বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেয়া হয়।

এ বিষয়ে তাদের বক্তব্য শ্রবণ করা যেতে পারে।

৫। **টাস্কফোর্সের ৫নং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী** নদীর জায়গায় স্থাপিত ধর্মীয় স্থাপনা অপসারণ/স্থানান্তরের বিষয়ে ধর্মীয় নেতাদের সাথে নিয়ে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে সুপারিশসহ প্রতিবেদন পেশ করতে হবে এবং সে অনুযায়ী নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করবে মর্মে সিদ্ধান্তর প্রেক্ষিতে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে ঢাকা জেলাধীন নদী সমূহের তীরে অবস্থিত ধর্মীয় স্থাপনা প্রধানদের সাথে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইতোমধ্যে চারটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক এর সাথে আলোচনাপূর্বক এ বিষয়ে ঢাকা জেলা প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়। এ প্রসংগে জেলা প্রশাসক ঢাকার পত্র নং-০৫.৪১.২৬০০.০১২.৩৯.২২১.১৪-২৪০৭, তারিখ ঃ ৩১/১০/২০১৭ (সংযুক্তি-৪) মারফত জানা যায় যে, ইসলামি ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে মসজিদ/মন্দির স্থানান্তরের বিষয়ে বিশিষ্ট আলেম ও মুফতিদের নিয়ে নির্দিষ্ট এলাকায় জনগণ/সুধি সমাজ এর সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। গৃহীত কার্যক্রম বা আলোচনার ফলাফল জেলা প্রশাসন ঢাকা থেকে জানা যেতে পারে। একই বিষয়ে জেলা প্রশাসন নরসিংদী এর পত্র নং-৩১.৩০.৬৮০০.১০৭.৩২.০০৫.১৫-১২৮৯(সং), তারিখ ঃ ৩০/১০/২০১৭ এ প্রেরিত প্রতিবেদন (সংযুক্তি-৫) অনুযায়ী দেখা যায় যে,উক্ত জেলাধীন নদী সমূহের তীরে কোন ধর্মীয় স্থাপনা নেই। জেলা প্রশাসন গাজীপুর-এর পত্র নং-৩১.১২.৩৩০০.০৪০.০০৪.০০০.১৪(অংশ-১)-৩০৪৬, তারিখ ঃ ২/১১/২০১৭ ইং এ প্রেরিত প্রতিবেদন (সংযুক্তি-৬) অনুযায়ী গাজীপুর জেলাধীন গাজীপুর সদর/শ্রীপুর/কাপাসিয়া উপজেলাধীন সহকারী কমিশনার ভূমির অধিক্ষেত্রের ভেতর অবস্থিত নদী সমূহের বিপরীতে কোন ধর্মীয় স্থাপনা বা প্রতিষ্ঠান নেই। পক্ষান্তরে, টঙ্গী রাজস্ব সার্কেলের অধীনে নদীর তীরবর্তী স্থানে অবস্থিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের জরিপ কাজ চলমান রয়েছে এবং কালিয়াকৈর উপজেলাধীন নদী সমূহের তীরে একটি পাকা মসজিদ রয়েছে। এ বিষয়ে স্থানীয় নেতাদের সাথে আলোচনা চলছে।

৬। **টাস্কফোর্সের ৬নং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী** জেলা নদী রক্ষা কমিটিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য জেলা ভিত্তিক মনোনীত প্রতিনিধির তালিকা বাপা ও পবা জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে জেলা নদী রক্ষা কমিটিতে বাপা ও পবা এর মনোনীত প্রতিনিধিদের নামের তালিকা প্রেরণের জন্য অত্র কমিশনের পত্র নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.১০.০০১.১৪-৫০১, তারিখ ঃ ২৫/০৭/২০১৭ খ্রিস্টাব্দ মারফত চেয়ারম্যান, পবা ও সাধারণ সম্পাদক বাপার বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি এ বিষয়ে কোন বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি (সংযুক্তি-৭)।

এ বিষয়ে উপস্থিত বাপা ও পবার প্রতিনিধির বক্তব্য শ্রবণ করা যেতে পারে।

৭। টাস্কফোর্সের ৭নং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোন নদী কতটুকু সীমানা পুনঃ জরিপের মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হয়েছে-তার নদী ভিত্তিক প্রতিবেদন জেলা প্রশাসকগণ উপস্থাপন করবে মর্মে সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের পত্র নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.১০.০০১.১৪-৪৯৭, তারিখ ঃ ২৫/০৭/২০১৭ এর মারফত ঢাকা/গাজীপুর/নারায়ণগঞ্জ/মুন্সিগঞ্জ/মানিকগঞ্জ/ নরসিংদী জেলা প্রশাসকগণকে পত্র দেওয়া হয় (সংযুক্তি-১)। তৎপ্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসন গাজীপুর এর পত্র নং-৩১.১২.৩৩০০.০৪০.০০৪.০০০.১৪(অংশ-১)-৩০৪৬, তারিখ ঃ ২/১১/২০১৭ ইং এ প্রেরিত প্রতিবেদন (সংযুক্তি-৬) অনুযায়ী দেখা যায় যে, টংগী রাজস্ব সার্কেল অধীন তুরাগ নদী গাজীপুর অংশে প্রায় ১২ কিলোমিটার সীমানা পুনঃ নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিবেদন তৈরীর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কালিয়াকৈর উপজেলাধীন নদীর সীমানা পুনঃ জরিপের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কালীগঞ্জ উপজেলাধীন বালু নদীর সীমানা নির্ধারণ করে ১৩৪টি পিলারের মধ্যে ৭৮টি পিলার স্থাপন করা হয়েছে এবং শীতলক্ষ্যা নদীর সীমানা নির্ধারণের লক্ষ্যে বিআইডব্লিউটি এর সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে। অতিদ্রুত সময়ের মধ্যে যৌথভাবে সীমানা জরিপ নির্ধারণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। শ্রীপুর ও কাপাসিয়া উপজেলাধীন নদী সমূহের সীমানা পুনঃনির্ধারণ করা হয়নি। প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

জেলা প্রশাসন মুন্সিগঞ্জ এর পত্র নং-০৫.৩০.৫৯০০.৩০৩.২৪.০৩১.১৪-১১১৮, তারিখ ঃ ০৩/০৮/২০১৭ এ প্রেরিত প্রতিবেদন (সংযুক্তি-৮) অনুযায়ী দেখা যায় যে, শীতলক্ষ্যা নদীর জরিপ কার্য সম্পন্ন হয়েছে। বাকি নদীর সীমানা পুনঃজরিপ করা হয়নি। বর্ষামৌসুম শেষ হলে জরিপ কাজ সম্পন্ন করা হবে।

জেলা প্রশাসন নরসিংদী এর পত্র নং-৩১.৩০.৬৮০০.১০৭.৩২.০০৫.১৫-১২৮৯(সং), তারিখ ঃ ৩০/১০/২০১৭ প্রেরিত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিআইডব্লিউটিএ সার্ভেয়ার ও সকল উপজেলার সার্ভেয়ার কর্তৃক যৌথভাবে নদীর সীমানা নির্ধারণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে (সংযুক্তি-৫)।

জেলা প্রশাসন ঢাকার পত্র নং-০৫.৪১.২৬০০.০১২.৩৯.২২১.১৪-২৪০৭, তারিখে ঃ ৩১/১০/২০১৭ মারফত জানা যায় যে, বুড়িগঙ্গা নদীর সম্পূর্ণ অংশ তুরাগ নদীর আংশিক এবং ধলেশ্বরী নদীর আংশিক সীমানা পুনঃ জরিপ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, মোট আপত্তিকৃত ১১৫৪টি পিলারের মধ্যে ৭৬২টি পিলারের পুনঃ জরিপ কাজ সম্পন্ন হয়েছে (সংযুক্তি-৪)।

৮। টাস্কফোর্সের ৮নং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নদীর অবৈধ দখল ও দূষণ প্রতিরোধে জেলা নদী রক্ষা কমিটি নজরদারি বৃদ্ধি করবে মর্মে সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে নদী কমিশন পত্র নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.১০.০০১.১৪-৪৯৭, তারিখ ঃ ২৫/০৭/২০১৭ এর মারফত সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের নজরদারি বৃদ্ধি করার জন্য অনুরোধ জানানো হয় (সংযুক্তি-১)। জেলা নদী রক্ষা কমিটি এ বিষয়ে নিয়মিত তদারকি করছে।

৯। টাস্কফোর্সের ৯নং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পাবনা শহরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ইছামতি নদী পুনরুদ্ধারের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ সংক্রান্তে অত্র কমিশনের পত্র নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.১০.০০১.১৪-৪৯৮, তারিখ ঃ ২৫/০৭/২০১৭ এর মারফত গৃহীত কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয় (সংযুক্তি-৯)। তৎপ্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসন পাবনা হতে পত্র নং-০৫.৪৩.৭৬০০.০২৮.৪০.২১০(২).১৭-২২৫৩, তারিখ ঃ ২৫/১০/২০১৭ মারফত বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রেরণ করা হয় (সংযুক্তি-১০)। উক্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

ক) ইছামতি নদী পুনঃখনন ও সংস্কার করে প্রবাহমান করণের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসন, পাবনার উদ্যোগে 'ইছামতি বাঁচাও' ব্যানারে গত ০৫/০৯/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের উপস্থিতিতে একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

খ) গত ২৫/০৯/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে আন্তর্জাতিক নদী দিবস উপলক্ষে 'ইছামতি নদী বাঁচাও' ব্যানারে পাবনা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে পাবনার রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, সুশীল সমাজ, সাংস্কৃতিক সংগঠন, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী, স্কাউটসসহ হাজার হাজার জনতার অংশগ্রহণে পাবনা শহরে দীর্ঘ র‍্যালি হয়। র‍্যালি শেষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গ) গত ২৬/০৯/২০১৬ খ্রিঃ তারিখের ইছামতি নদীকে প্রবাহমান করার লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পাবনা জেলার সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণকে নিয়ে একটি কর্মপরিকল্পনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ঘ) পাবনা শহরের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত ইছামতি নদী বাঁচাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসন পাবনার পত্র নং-২৫৪৫, তারিখ ঃ ০৬/১১/২০১৬ খ্রিঃ মারফত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

ঙ) পাবনা শহরের প্রাণকেন্দ্র দিয়ে বয়ে চলা ইছামতি নদী সংস্কার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জেলা প্রশাসন পাবনার পত্র নং-১৮১৪, তারিখ ঃ ০৮/১২/২০১৬ খ্রিঃ মারফত পানি সম্পাদ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

চ) গত ১০/০৩/২০১৭ খ্রিঃ তারিখের দুর্নীতি বিরোধী মানববন্ধন ও শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে ইছামতি নদী বাঁচাতে মানববন্ধন করা হয় এবং লিফলেট বিতরণ করা হয়।

ছ) গত ১৩/০৮/২০১৭ খ্রিঃ তারিখের জেলা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির সভায় মাননীয় ভূমি মন্ত্রী মহোদয়ের উপস্থিতিতে ইছামতি নদীকে প্রবাহমান করার লক্ষ্যে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জ) গত ২২/০৮/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে ইছামতি নদী রক্ষার্থে সামাজিক আন্দোলনের কর্মসূচি হিসেবে নৌ-র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়।

ঝ) বর্তমানে ইছামতি নদীকে প্রবাহমান করার জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পাবনা কর্তৃক DPP প্রণয়নের নিমিত্তে Feasibility Study করার জন্য একটি প্রস্তাব উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে Feasibility Study এর জন্য DPP মন্ত্রণালয়ে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এবং এ বিষয়ে গত ২৫/১০/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে Feasibility Study করার জন্য Consultant নিয়োগ করার বিষয়ে সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা।

১০। **টাস্কফোর্সের ১০নং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী** কর্ণফুলী নদী অবৈধ দখলমুক্ত করার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম অবৈধ দখলদারদের তালিকা প্রেরণ ও উচ্ছেদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে মর্মে সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে অত্র কমিশনের পত্র নং-১৮.২০.০০০০.০১৮.১০.০০১.১৪-৪৯৯, তারিখ ঃ ২৫/০৭/২০১৭ এর মারফত (সংযুক্তি-১১) গৃহীত কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য জেলা প্রশাসন চট্টগ্রামকে অনুরোধ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসন চট্টগ্রাম হতে পত্র নং-০৫.৪২.১৫০০.৩০২.২০.১৫০.১৫-১৭৭৩, তারিখ ঃ ১৩/০৮/২০১৭ মারফত বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রেরণ করা হয় (সংযুক্তি-১২)। উক্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, হিউম্যান রাইটস এন্ড পিচ ফর বাংলাদেশ কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত রীট মামলা নম্বর ৬৩০৬/২০১০ এর ১৮/০৭/২০১০ খ্রিঃ তারিখের ডিক্রির আলোকে কর্ণফুলী নদীর তীরে নতুনভাবে কোন অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ, দখল, মাটিভরাটসহ বে-আইনী কার্যকলাপ বন্ধ রাখার লক্ষ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া প্রবেশ নিষেধ সম্বলিত সাইনবোর্ড স্থাপনসহ উক্ত বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহনের জন্য জেলা প্রশাসন চট্টগ্রাম এর পত্র নং-০০.২৯১.০০৪.৩০.০৩.০৩৭.২০১০.৪২২৫, তারিখ ঃ ২৬/১০/২০১০ খ্রিঃ মূলে পুলিশ কমিশনার ও পুলিশ সুপার, চট্টগ্রাম বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। কর্ণফুলী নদীর সীমানা নির্ধারণের বিষয়ে নির্দেশনা চেয়ে ইতোপূর্বে অত্র কার্যালয় হতে বিজ্ঞ সলিসিটরকে ০৪ বার পত্র দেয়া হয়। মহামান্য হাইকোর্ট বা ভূমি মন্ত্রণালয় হতে কোন নির্দেশনা না পাওয়ায় উক্ত রীটের বাদী জনাব মনজিল মোরশেদ এর সাথে আলোচনাক্রমে সরেজমিন পরিদর্শন করে প্রথমে আর.এস এবং পরবর্তীতে বি.এস জরিপকে ভিত্তি ধরে কর্ণফুলী নদীর সীমানা নির্ধারণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং উক্ত কাজ জরুরী ভিত্তিতে সম্পন্ন করার জন্য জেলা প্রশাসনের নিজস্ব উদ্যোগে কর্ণফুলী নদীর নাব্যতা ও স্বাভাবিক গতিপ্রবাহ অব্যাহত রাখা এবং দূষণ রোধকল্পে গৃহীত পদক্ষেপের অংশ হিসেবে কর্ণফুলী নদীর সীমানা নির্ধারণের জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি), আগ্রাবাদ সার্কেল, চট্টগ্রামকে আহ্বায়ক করে ২০ (বিশ) সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি গত ১৮/০৬/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করে। ইতোমধ্যে জেলা প্রশাসন চট্টগ্রাম এর স্মারক নং-০৫.৪২.১৫০০.৩০২.০৫.০০১.১৫-২১৫৭, তারিখ ঃ ০৩/০৮/২০১৫ খ্রিঃ মূলে কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত কর্ণফুলী নদীর বর্তমান অবৈধ দখলদারদের চিহ্নিতকরণ সম্বলিত বাঁধাইকৃত ম্যাপ এবং দখলদারদের নামের বাঁধাইকৃত তালিকাসহ বিস্তারিত প্রতিবেদন মহামান্য হাইকোর্টে উপস্থাপনের জন্য বিজ্ঞ এটর্নী জেনারেল অব বাংলাদেশ এর দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।

বিএস রেকর্ড অনুযায়ী-

ক) ব্যক্তি পর্যায়ে অবৈধ স্থাপনার সংখ্যা-৬২টি
খ) বেসরকারি সংস্থার অবৈধ স্থাপনার সংখ্যা-০৯টি
গ) সরকারি সংস্থার অবৈধ স্থাপনার সংখ্যা-০৪টি
মোট অবৈধ স্থাপনার সংখ্যা-৭৫টি

আর এস রেকর্ড অনুযায়ী-

ক) ব্যক্তি পর্যায়ে অবৈধ স্থাপনার সংখ্যা-২১০৮টি
খ) বেসরকারি সংস্থার অবৈধ স্থাপনার সংখ্যা-০১টি
গ) সরকারি সংস্থার অবৈধ স্থাপনার সংখ্যা-০৩টি
মোট অবৈধ স্থাপনার সংখ্যা-২১১২টি

রীট পিটিশন নং-৬৩০৬/১০ এর আদেশে অবৈধ স্থাপনা সমূহ উচ্ছেদের নির্দেশনা প্রদান করা হলেও অদ্যাবধি উক্ত রীট মামলার আদেশের সার্টিফাইড কপি জেলা প্রশাসক চট্টগ্রাম এর কার্যালয়ে পাওয়া না যাওয়ায় উক্ত রীট পিটিশনের রায়/ডিক্রির/আদেশের সার্টিফাইড কপি সংগ্রহ পূর্বক জেলা প্রশাসক চট্টগ্রাম বরাবর প্রেরণের জন্য গত ৩১/১০/২০১৬ খ্রিঃ তারিখের ০৫.৪২.১৫০০.৩০৩.৫৫.০০১.১৬.১৫২৪ নং স্মারক মূলে বিজ্ঞ সলিসিটর বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। আদেশের সার্টিফাইড কপি পাওয়া পর নির্দেশনা মোতাবেক জেলা প্রশাসন, চট্টগ্রাম, বন্দর কর্তৃপক্ষ ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সমন্বিত উদ্যোগে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
বাজেট-শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-১৮.০০.০০০০.০১২.২০.০১৩.১৮-১৩৬ তারিখ ঃ ১২-০৫-২০১৯খ্রিঃ

প্রাপকঃ প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

বিষয়ঃ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের অনুকূলে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে রাজস্ব খাতে বিশেষ কার্যক্রম বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থের বিভাজন আদেশ সংক্রান্ত।

নিম্নস্বাক্ষরকারী আদিষ্ট হয়ে মঞ্জুরী নং-৪৯ এর অধীন জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের অনুকূলে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে (কোড নং-৩-১৫২০১০১-১৩১০১৭১০০-৩৬৩১/৩৬৩২) বিশেষ কার্যক্রম খাতে বরাদ্দকৃত ৪,৮৭,৪১ (চার কোটি সাতাশি লক্ষ একচল্লিশ হাজার) টাকার নিম্নোক্ত বিভাজন অনুযায়ী সরকারী মঞ্জুরী জ্ঞাপন করছি ঃ

(হাজার টাকায়)

কোড	কোডের নাম	২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ (সংশোধিত)	১ম, ২য় ও ৩য় কিস্তি বাবদ ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত ৪র্থ কিস্তির পরিমাণ	অর্থ বিভাগের সুপারিশকৃত অর্থের বিভাজন
৩১১১১০১	অফিসারদের বেতন	৮৩০০০০০	৫৯৫০০০০	২৩৫০	২৩৫০
৩১১১২০১	কর্মচারীদের বেতন	৩৫০০০০০	২৯০০০০০	৬০০	৬০০
৩১১১৩০২	যাতায়াত ভাতা	০	০		
৩১১১৩০৬	শিক্ষা ভাতা	১৫৮০০০	১৫৮০০০		
৩১১১৩১০	বাড়ি ভাতা ভাতা	৪৩০০০০০	৩৫৬৭৫০০	৫৮	৫৮
৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা	৪৫০০০০	৩১২৫০০		
৩১১১৩১২	মোবাইল ভাতা	১২০০০০	৮২০০০		
৩১১১৩১৪	টিফিন ভাতা	০	০		
৩১১১৩২২	রিটেইনার ভাতা	৫০০০০০	০	৫০০	৫০০
৩১১১৩২৩	চৌকি ভাতা	১০০০০০	১০০,০০০		
৩১১১৩২৫	উৎসব ভাতা	১৭০০০০০	১৭০০০০০		
৩১১১৩২৮	শ্রান্তি বিনোদন ভাতা	১৫০০০০	০		
৩১১১৩২৯	প্রশিক্ষণ ও ব্যয়	৪০০০০০	৪০০,০০০		
৩১১১৩৩১	আপ্যায়ন ভাতা	৩০০০০	৩০,০০০		
৩১১১৩৩২	সম্মানী ভাতা	১৫০০০০০	৪০০০০০	১১০০	১১০০
৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	২৫৮০০০	২৫৮০০০		
৩১১১৩৩৮	অন্যান্য ভাতা	৯০০০০০	২০০০০০	৭০০	৭০০
৩২১১১০২	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	১০০০০০	৫০০০০	৫০	৫০
৩২১১১০৬	আপ্যায়ন খরচ	৮০০০০০	৫০০,০০০	৩০০	৩০০
৩২১১১০৭	হায়ারিং চার্জ	১৫০০০০০	১,০০০,০০০	৫০০	৫০০
৩২১১১০৯	শ্রমিক মজুরী	১০০০০০	১০০,০০০		
৩২১১১১১	সেমিনার, কনফারেন্স	১০০০০০০	২,০০০,০০০		
৩২১১১১৩	বিদ্যুৎ	৪০০০০০	৩০০,০০০	১০০	১০০
৩২১১১১৫	পানি	১০০০০০	১০০০০০		
৩২১১১১৬	কুরিয়ার	৫০০০০	৫০,০০০		
৩২১১১১৭	ইন্টারনেট	১৫০০০০	১৫০,০০০		

অঃপৃঃদ্রঃ

৩২১১১১৯	ডাক	৫০০০০	৫০০০০		
৩২১১১২০	টেলিফোন	২৫০০০০	২০০০০০	৫০	৫০
৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	১২০০০০০	১,০০০,০০০	২০০	২০০
৩২১১১২৭	বইপত্র ও সাময়িকী	২০০০০০	২০০০০০		
৩২১১১২৯	অফিস ভবন ভাড়া	৬০০০০০০	৪৩০০০০০	১৭০০	১৭০০
৩২১১১৩০	যাতায়াত ব্যয়	৭৫০০০	৭৫০০০		
৩২৪১১০১	অভ্যন্তরীণ ভ্রমন ব্যয়	৩০০০০০	৩০০০০০		
৩২৪১১০২	অভ্যন্তরীণ বদলী ব্যয়	০	০		
৩২৪১১০৩	অভ্যন্তরীণ ভ্রমনের অগ্রিম	৩০০০০০	৩০০০০০		
৩২৪৩১০১	পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট	৭০০০০০	৭০০০০০		
৩২৪৩১০২	গ্যাস ও জ্বালানী	৬০০০০০	৪০০,০০০	২০০	২০০
৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও বাধাই	৬০০০০০	৬০০,০০০		
৩২৫৫১০৪	স্ট্যাম্প ও সীল	৫০০০০	৫০,০০০		
৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারি	৬০০০০০	৪৭৫,০০০	১২৫	১২৫
৩২৫৬১০৩	ব্যবহার্য দ্রব্যাদি	৫৫০০০০	৫৫০,০০০		
৩২৫৭১০৩	গবেষণা	৩০০০০০	৩০০,০০০		
৩২৫৭৩০১	অনুষ্ঠান/উৎসবাদি	৩০০০০০	২০০০০০	১০০	১০০
৩২৫৮১০৫	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম	৩০০০০০	২০০০০০	১০০	১০০
৩২৫৮১৪০	মটরযান রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	১১০০০০০	১১০০০০০		
৩৬৩১১৯৯	অন্যান্য অনুদান	৫০০০০০	২০০,০০০	৩০০	৩০০
৩৬৩২১০১	প্রকল্প অনুদান	০	০		
৪১১২১০১	মোটরযান	২০০০০০০	২০০০০০০		
৪১১২২০১	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	৮০০০০০	৩০০,০০০	৫০০	৫০০
৪১১২২০২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	৮০০০০০	৩০০০০০	৫০০	৫০০
৪১১২২০৪	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জাম	২০০০০০	২০০০০০		
৪১১২৩০৩	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম	৩০০০০০	৫০০,০০০		
৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জাম	১০০০০০০	৭৫০,০০০	২৫০	২৫০
৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	২০০০০০০	৫০০,০০০	১৫০০	১৫০০
৪১১৩৩০১	কম্পিউটার ও সফটওয়ার	১১০০০০০	৫০০,০০০	৪০০	৪০০
		৪,৮৭,৪১,০০০	৩,৬৫,৫৮,০০০	১,২১,৮৩,০০০	১,২১,৮৩,০০০

(ক) এ অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে সরকারের যাবতীয় আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে পালন করতে হবে;

(খ) অনুমোদিত বিভাজনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যয় নির্বাহ করতে হবে; এবং

(গ) অব্যয়িত অর্থ ৩০শে জুন/২০১৯ এর মধ্যে সরকারি কোষাগারে জমা/সমর্পন করতে হবে।

১২-৫-১৯

মোঃ কুতুব উল আলম
সহকারী সচিব (বাজেট)
ফোন ৯৫৪৬২৬১

অনুলিপিঃ

১। চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, হোসাইন টাওয়ার(১২তলা), ১১৬ নয়া পল্টন, ঢাকা।

২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

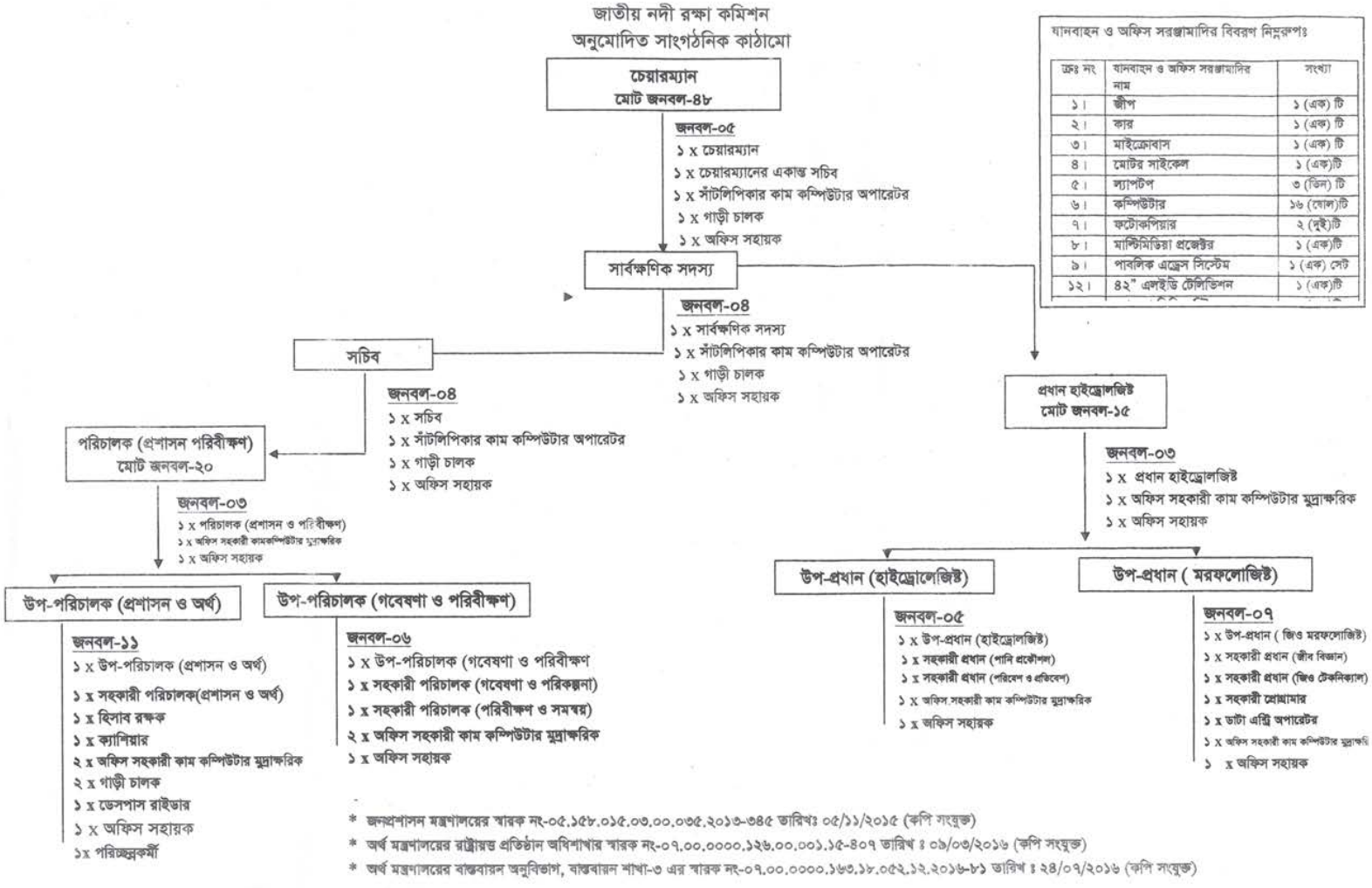

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো

চেয়ারম্যান
মোট জনবল-৪৮

জনবল-০৫
১ x চেয়ারম্যান
১ x চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব
১ x সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর
১ x গাড়ী চালক
১ x অফিস সহায়ক

সার্বক্ষণিক সদস্য

জনবল-০৪
১ x সার্বক্ষণিক সদস্য
১ x সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর
১ x গাড়ী চালক
১ x অফিস সহায়ক

সচিব

জনবল-০৪
১ x সচিব
১ x সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর
১ x গাড়ী চালক
১ x অফিস সহায়ক

পরিচালক (প্রশাসন পরিবীক্ষণ)
মোট জনবল-২০

জনবল-০৩
১ x পরিচালক (প্রশাসন ও পরিবীক্ষণ)
১ x অফিস সহকারী কামকম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
১ x অফিস সহায়ক

উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

জনবল-১১
১ x উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
১ x সহকারী পরিচালক(প্রশাসন ও অর্থ)
১ x হিসাব রক্ষক
১ x ক্যাশিয়ার
২ x অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
২ x গাড়ী চালক
১ x ডেসপাস রাইডার
১ x অফিস সহায়ক
১x পরিচ্ছন্নকর্মী

উপ-পরিচালক (গবেষণা ও পরিবীক্ষণ)

জনবল-০৬
১ x উপ-পরিচালক (গবেষণা ও পরিবীক্ষণ
১ x সহকারী পরিচালক (গবেষণা ও পরিকল্পনা)
১ x সহকারী পরিচালক (পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়)
২ x অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
১ x অফিস সহায়ক

যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদির বিবরণ নিম্নরুপঃ

ক্রঃ নং	যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদির নাম	সংখ্যা
১।	জীপ	১ (এক) টি
২।	কার	১ (এক) টি
৩।	মাইক্রোবাস	১ (এক) টি
৪।	মোটর সাইকেল	১ (এক)টি
৫।	ল্যাপটপ	৩ (তিন) টি
৬।	কম্পিউটার	১৬ (ষোল)টি
৭।	ফটোকপিয়ার	২ (দুই)টি
৮।	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর	১ (এক)টি
৯।	পাবলিক এড্রেস সিস্টেম	১ (এক) সেট
১২।	৪২" এলইডি টেলিভিশন	১ (এক)টি

প্রধান হাইড্রোলজিষ্ট
মোট জনবল-১৫

জনবল-০৩
১ x প্রধান হাইড্রোলজিষ্ট
১ x অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
১ x অফিস সহায়ক

উপ-প্রধান (হাইড্রোলেজিষ্ট)

জনবল-০৫
১ x উপ-প্রধান (হাইড্রোলজিষ্ট)
১ x সহকারী প্রধান (পানি প্রকৌশল)
১ x সহকারী প্রধান (পরিবেশ ও প্রতিবেশ)
১ x অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
১ x অফিস সহায়ক

উপ-প্রধান (মরফলোজিষ্ট)

জনবল-০৭
১ x উপ-প্রধান (জিও মরফলোজিষ্ট)
১ x সহকারী প্রধান (জীব বিজ্ঞান)
১ x সহকারী প্রধান (জিও টেকনিক্যাল)
১ x সহকারী প্রোগ্রামার
১ x ডাটা এন্ট্রি অপারেটর
১ x অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
১ x অফিস সহায়ক

* জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-০৫.১৫৮.০১৫.০৩.০০.০৩৫.২০১৩-৩৪৫ তারিখঃ ০৫/১১/২০১৫ (কপি সংযুক্ত)
* অর্থ মন্ত্রণালয়ের রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান অধিশাখার স্মারক নং-০৭.০০.০০০০.১২৬.০০.০০১.১৫-৪০৭ তারিখ ঃ ০৯/০৩/২০১৬ (কপি সংযুক্ত)
* অর্থ মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ, বাস্তবায়ন শাখা-৩ এর স্মারক নং-০৭.০০.০০০০.১৬৩.১৮.০৫২.১২.২০১৬-৮১ তারিখ ঃ ২৪/০৭/২০১৬ (কপি সংযুক্ত)